www.BANGLAKITAB.com

মাস্তুরাতের উদ্দেশ্যে

মাওলানা তারিক জামীল-এর

হৃদয় গলানো নির্বাচিত বয়ান সংকলন

বায়ানাতে নিস্ওয়ান
বা
মহিলাদের বয়ান

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড একত্রে

অনুবাদ
মাওলানা কবীর আহম্মদ মাসরুর চাঁদপুরী
তাক্মীলে হাদীস দারুল উলূম দেওবন্দ ভারত
মুহাদ্দিস, ছনটেক মহিলা মাদ্রাসা ঢাকা।

রচনা ও সম্পাদনায়
মাওলানা মোঃ ফজলুল রহমান মুন্শি

www.BANGLAKITAB.com

ভূমিকা

সারাবিশ্বে বিখ্যাত দাঈদের একজন হলেন মাওলানা তারিক জামিল। মহান আল্লাহ্ তায়ালা দান করেছেন তাকে এক অসামান্য স্বকীয়তা। তাঁর দাওয়াতী প্রচেষ্টায় আজ পৃথিবীব্যাপী মুসলিম-মুশরিক ধর্মনির্বিশেষে সকলের অন্তরে পরিবর্তনের জাগর পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে যে ক'জন মুবাল্লিগ আপন কর্ম দ্বারা দাওয়াতী কাজের বিশাল পরিমণ্ডলে জ্যোতির্ময় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে অনন্য ও অন্যতম মাওলানা তারিক জামিন দামাত বারাকাতুহুম। তার সারাজাগানো মধুময়ী বয়ান সকলের কাছে সমাদৃত। তাঁর আত্মজীবনী নিম্নরূপ। প্রথমতঃ তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন অতঃপর মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে এলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। ফলে দ্বীন-দুনিয়া উভয়টি সম্পর্কে তাঁর ধারনা ভোরের শিশিরের মতোই স্বচ্ছ ও সাদাসিধে।

সুতরাং তার বয়ানের আকুলতা সবমহলের শিক্ষিতজনকেই সমানভাবে আলোড়িত করে। তিনি এই উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বয়ান করে আসছেন। মহান সেই বিশাল বয়ান সম্ভার থেকে যে সমস্ত বয়ানগুলো মাস্তুরাত বিষয়ক, সে সমস্ত বয়ানগুলো বাছাই করে অনুবাদ করে তৈরী হয়েছে বক্ষমান এ গ্রন্থ "বয়ানাতে নিস্ওয়ান বা মহিলাদের বয়ান"। এতে যেমন রয়েছে মহিলাদের জন্য দলিলভিত্তিক পরকালীন দিক-নির্দেশনা; সিরাতে মুস্তাকীমে চলার সুনিচিন্তিত আলোকপাত, অনুরূপ পুরুষদের জন্যও এতে রয়েছে প্রেরণাদায়ক তাবলীগি আলোচনা। যার মাধ্যমে দুনিয়ার মুসলমান নারী-পুরুষ জানতে পারবে কী তাদের জিম্মাদারী বা ঈমানী দায়িত্ব? সুতরাং বক্ষমান গ্রন্থটি নারীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলেও এর আলোচ্য বিষয়াদি নারী-পুরুষ সকলের জন্যই উপকারী হবে বলে আশা রাখি। সাথে সাথে সকল নৈরাশ্য দূরীকরণে প্রভুর দয়ায় প্রত্যাশা করছি- তিনি যেন গ্রন্থখানা কবুল করে হেদায়েতের রাহবার বানিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, এ গ্রন্থটি কয়েক বছর যাবত শুধু প্রথম খন্ডে মুদ্রিত হয়ে পাঠক/পাঠিকাদের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছিল। তাদের চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়ে অবশেষে বাকী দুই মিলিয়ে তিন খন্ড একত্রে প্রকাশ করা হল। মানুষ কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। প্রকৃতপক্ষে অসাবধানতা বশত ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়! আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ বিষয়টি উদার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তার দ্বীনের মেহনতের জন্য কবুল করুন।

প্রকাশক

-আমীন!

www.BANGLAKITAB.com

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম খণ্ড

মহান আল্লাহ পাক সব কিছুই অবগত ১৩
আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান ১৬
প্রতিটি অঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হবে ১৭
হে মানুষ! এই পৃথিবীর সবকিছুই তোমার ১৯
আদ জাতির পরিণতি ২০
সামুদ জাতির পরিণতি ২১
নূহ্ জাতির পরিণাম ২২
ফেরেশতা যখন সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে দিতে ২৪
সকল ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে ২৪
বিচারের দিন অবধারিত ২৯
আল্লাহ মা-বাবার চাইতেও আপন ৩১
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হবে ৩৪
আমার প্রিয় বাই ও বোনেরা! ৩৬
বেহেশতে হুরদের সাথে পূণ্যবতী নারীদের বিতর্ক ৪০
বেহেশতের জান্নাতের পথ ৪২
আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় অন্যকে শরীক করো না ৪৭
আসল প্রকৃত ঈমানের রূপ ৪৮
খাতুনে জান্নাত উম্মে হারাম (রা.) ৫২
হযরত আসমা (রা.)-এর ত্যাগ ৫২
শ্রেষ্ঠ শহীদের শাহাদাত বরণ ৫৬
ইত্তিবায়ি রাসূল (সা.) ও নারী জাতি ৫৯
দুনিয়ার চিন্তা ৬০
আখিরাতের চিন্তা ভাবনা ৬০
বিচার দিবসের কার্যাবলী ৬৩
দু'ফোঁটা অশ্রু ৬৪
আল্লাহ পাক তাওবার অপেক্ষায় থাকেন ৬৬
মহান আল্লাহ পাকের রহমাত : একটি বিস্ময়কর ঘটনা ৬৭
আমাদের অন্তর বিরান ভূমি ৬৮

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
একজন নারীর নবীপ্রেম	৬৯
আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭১
দ্বীনের দাওয়াতের পথের মর্যাদা	৭২
বর্তমান দুনিয়ার প্রকৃতি	৭২
মহীয়ম নারীর শ্রেষ্ঠত্ব	৭৩
ইসলামে নারীর মর্যাদা	৭৯
মহান আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ	৮০
আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরত	৮২
মহান আল্লাহ পাকের দাবী	৮৪
আমাদের জীবনের প্রকৃতি	৮৫
কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর রূপকেমন হবে	৮৬
একটি অসম্পূর্ণ গল্প	৮৮
কিয়ামতের ছোট আলামত	৮৯
সকল ফেরেশতাদের মৃত্যু	৯১
কিয়ামতের অবস্থা কেমন হত	৯৪
মহান আল্লাহর পাকের গুণাবলী	৯৬
কিয়াসতে জান্নাত-জাহান্নামের ফরিয়াদ	৯৮
ব্যর্থ মানুষের রূহের অবস্থা	৯৯
একটি সফল মানুষ	৯৯
হযরত হাসান বসরী (র)-এর প্রস্তাব	১০১
রাবিয়া বশরীর মৃত্যুর স্মরণ	১০২
নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিদায়	১০৩
পরকালের সম্বল	১০৪
সাহাবায়ে কেরাম ও নবী পরিবারের মর্যাদা	১০৭
উম্মতের জন্যে নবী করীম (সা.)-এর ক্রন্দন	১০৯
প্রিয় নবী (সা.) এর জীবন সায়াহ্নে জিবরাইল ও আজরাইলের আগমন	১১০
নবী (সা.)-এর শেষ সময়ের ইতিবৃত্ত	১১২
রাসূলুল্লাহ এর শেষ ভাষণ শেষ উপদেশ	১১২
আমার আর কতকাল শত্রুর আনুগত্য করব	১১৪
পর্দার আদর্শ ও এক সাহাবিয়্যার ঘটনা	১১৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল-কোরআনে লজ্জা প্রসঙ্গে আলোচনা	১১৫
একটি মজার ঘটনা	১২২
জান্নাতে অনন্ত সুখের ঠিকানা	১২৩
ফেরাউনের গৃহে ঈমান	১২৪
বাংলাদেশ সফর	১২৭
দু'জাহানের সম্মান	১২৮
মুসলিম নারীর দশটি পুরস্কার	১৩০
আল্লাহর বড়ত্ব	১৩৩
পূর্ববর্তী উম্মতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	১৩৬
হযরত নূহ (আ)-এর তুফান এবং এক মা ও শিশু	১৩৯
আমাদের সফলতার পথ	১৪৪
আল্লাহর ওয়াদা দুটি কর্ম দুটি পুরস্কার	১৪৬
জান্নাতের স্বর্ণকার ও অলংকার তৈরি	১৪৮
মানুষের দশটি গুণ	১৫০
জান্নাতের হুরের বিবরণ	১৫২
একজন পূর্ণ মুসলমান	১৫৩
অতিথির সেবা যত্ন	১৫৪
নারীদের পর্দার প্রতি যত্ন	১৫৫
একজন সত্যবাদী নারী	১৫৭
আল্লাহ ধৈর্যের পুরস্কার দেন	১৫৭
আল্লাহকে ভয় করা	১৫৮
নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা	১৫৯
এক ওলীর সর্ব খাদ্য দান	১৬০
হযরত আয়েশা (রা.)-এর বদান্যতা	১৬১
একজন বুযুর্গের দুয়ারে ভিক্ষুক	১৬১
সাওম এবং আল্লাহর রাসূল (সা)	১৬২
কানাডার এক নর্তকীর ইসলাম গ্রহণ	১৬৪
রাসূলে মাক্‌বূলের পাক শামায়েল	১৬৮
মহান আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ সমূহ	১৭৪
মুতাসিম বিল্লাহর স্ত্রীর আল্লাহর ভয়	১৭৭

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব ও পুরস্কার	১৭৮
মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৮০
এই পৃথিবীটা একটা জেলখানা	১৮২
বেহেশতের হুরদের বৈশিষ্ট্য	১৮৪
উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) এর দানশীলতা	১৮৫
সাহাবায়ে কেরামের জান - মালের কুরবানী	১৮৫
তাপসী হযরত রাবেয়া বসরীর সঙ্গে সাক্ষাত	১৮৭
একজন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ দানের ঘটনা	১৮৮
আল্লাহর সঙ্গে মূসা (আ.) এর কথোপকথন	১৮৯
হযরত রাবী' ইবনে খুফফাইন (রহ.) এর কাহিনী	১৯০
এই ইহুদী ছেলের ইসলাম কবুল	১৯১
দোযখের করুণ অবস্থা	১৯২
উৎকৃষ্ট নামায এবং এক সাহাবীর কারগুজারী	১৯৫
মহান আল্লাহর তায়ালার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি	১৯৭
মুসলমানদের কর্তব্য	১৯৭
খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সম্মান	১৯৮
আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীর ফল	২০০
হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কুরবানী	২০১
জাহান্নামীদের বর্ণনা	২০৩
দাওয়াতের কাজের মধ্যেই বরকত	২০৫
নারীর গুরুত্ব	২০৫
নামায ব্যতীত উপায় নেই	২০৭
হাশরের আগে দুনিয়ার অবস্থা	২০৭

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লাহ পাকের সাক্ষ্য	২১১
বেহেশতের আবাস	২১৪
কেবলই নূর আর নূরের আলোর	২১৬
উম্মতের মুহাম্মাদীর মর্যাদা	২২০
পাকা চুলের মর্যাদা	২২৪

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় পৃষ্ঠা

উম্মতে মুহাম্মাদীর আরেকটি গুণ ২২৫
আল্লাহর পক্ষের উকিল এবং শয়তানের পক্ষের উকিল ২৩০
রাসূল (সা.) এর সাক্ষ্য ২৩২
গাছের সাক্ষ্য ২৩৯
গুই সাপের দেয়া সাক্ষ্য ২৪০
সাক্ষ্যকে সত্যবাদী হতে হবে ২৪৫
আল্লাহর দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র ২৫০
সফলতর মাপকাঠি ২৫১
আল্লাহর রাজত্বের বিশাল পরিধি ২৫২
মহান আল্লাহ পাকের গুণাবলী ২৫৪
মহান আল্লাহ পাকের একটি বিশিষ্ট গুণ............ ২৫৭
আল্লাহর প্রশংসা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ২৫৮
এই দুধ কোত্থেকে আসে ২৬০
কুদরতের বিস্ময়কর বিকাশ ২৬১
পানির কুদরতী গোডাউন ২৬২
মানব জীবনের লক্ষ্য ২৬৩
কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন ২৬৫
মাঝে মধ্যে আমার অনুগ্রহের কথাও ভাব............ ২৬৬
উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব কর্তব্য ২৬৭
উপমাময় বিবাহ............ ২৬৯
আল্লার দ্বীনের উপর চলতে শেখো ২৭২
আধুনিক ফ্যাশন থেকে সতর্ক থাকতে হবে ২৭৩
একজন ইউরোপিয়ান তরুণীর কান্না ২৭৬
একজন মাজলুম নারী ২৭৭
বিবাহ ও আল্লাহপাকের পুরস্কার ২৭৮
বিবাহের গুরুত্ব ২৭৯
রাসূল (সা.) এতগুলো বিবাহ কেন করেছিলেন ২৮১
রাসূল (সা.)-এর সাদামাটা-বিবাহ ২৮২
নবী কণ্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিবাহ ২৮৩
বর্তমান যুগে বউ শাশুড়ির ঝগড়া ও তার সমাধান ২৮৫

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিয়েতে ছেলে-মেয়ের দ্বীন দেখ, সম্পদ নয়	২৮৫
গুণাবলি ঝগড়া ও তাবিজের	২৮৭
উত্তম চরিত্র : একটি বিরল ঘটনা	২৮৮
এটাই হলো সৌন্দর্য	২৯১
মৃতদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত	২৯৩
কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্যের বর্ণনা	২৯৪
একজন বেদুইনের নবীপ্রেম	২৯৭
কবরের অন্ধকার রাত সম্পর্কে বর্ণনা	৩০২
আল্লাহর পরিচয়	৩০৩
বিচার দিবসের বর্ণনা	৩০৫
কবরে পোকা-মাকড়ের বাসস্থান	৩০৯
দুনিয়া একটি স্বপ্নময় জায়গা	৩১১
রাসূলুল্লাহ (সা.)-বর্ণনা করলে তিন ভাইয়ের কাহিনী	৩১৪
নবীর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ইন্তেকাল	৩১৯
মৃতদের সঙ্গে হযরত ঈসা (আ.)-এর কথপোকথন	৩২১
সুলতান মাহমুদ গযনবী (রহ.)	৩২৩
স্বর্ণমহলের রাজাকেও মৃত্যুর পেয়ালা পান করতে হয়েছে	৩২৪
অনেক রাজ্যের রাজা	৩২৬
মরণ আসবেই	৩২৭
কবরের আযাব	৩২৮
রুস্তমে হিন্দ-এর কবর	৩২৯
গুডো পাহলোয়ানের ঘটনা	৩৩০
ডেপুটি কমিশনারের মৃত্যু	৩৩১
অর্থ-বিত্তের প্রতিযোগিতা আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি	৩৩৩
তাবলিগী মেহনত ও তার বরকত	৩৩৫
মানবিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপকতা ও আল্লাহর শক্তি	৩৩৭
বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন নিয়াম	৩৩৯
মহান আল্লাহর জ্ঞান ও শক্তি	৩৪১
মানুষের কাছে কালিমার দাবী	৩৪৩
বর্তমান তাবলীগের সাধনা	৩৪৪

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় পৃষ্ঠা
কালিমার হাকীকত বর্ণনা ৩৪৫
ঈমানের স্বাদ ৩৫১
ব্যক্তিপূজা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব ৩৫৩
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হক আদায় ৩৫৫
রাসূল (সা) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে রসিকতা করতেন ৩৫৮
হযরত মারইয়াম (আ.) ও পর্দা ৩৬০
উত্তম চরিত্রের পুরস্কার........................ ৩৬২
মানুষ তো আল্লাহকেও ছাড়েনি........................ ৩৬৪
তাবলীগ জামাত হলো প্রতিনিধি মাত্র ৩৬৬
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ৩৬৮

তৃতীয় খণ্ড

সম্পদ ও নেক আমলের প্রকৃতি........................ ৩৭৩
জীবন-মরণ আলাহরই হাতে ৩৭৫
হিদায়াতের মালিক আলাহ ৩৭৬
আলাহর কাছে এই বিশ্ব জগৎ মশার ডানাসম ৩৭৮
এই দুনিয়া পরীক্ষা কেন্দ্র ৩৭৯
দুনিয়া স্বপ্নজগত ৩৮০
আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা ৩৮৬
প্রত্যেকের আমল সাহায্য করবে ৩৮৭
কবরের বর্ণনায়ও কোরআন মাজীদ ৩৮৯
আমাদের অন্তর পাথর হয়ে গেছে ৩৮৯
আমাদের মূল হলো আখিরাত ৩৯০
জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি বর্ণনা ৩৯৩
জান্নাতের অপূর্ব সৌন্দর্যের বর্ণনা ৩৯৪
জান্নাতিদের মর্যাদার নর্ণনা ৩৯৫
হুরদের তুলনায় মুমিন নারীর সম্মান বেশি হবে ৩৯৬
আলাহর দীদার ৩৯৯
মহান আলাহর সন্তুষ্টি ৪০০
আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ কর ৪০২

www.BANGLAKITAB.com

বিষয় পৃষ্ঠা

হযরত মুআযা (র.)-এর মৃত্যুমুখে হাসি ৪০৩
ফিরাউনের দাসীর দৃঢ়তা ৪০৪
মা-বাবার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হবে ৪০৯
আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা, মায়ের উপদেশ ৪১০
নিজের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে ৪১৩
মুহাম্মাদ ইবনে কাসিমের শাহাদত ও ইসলাম প্রচারে বর্ণনা ৪১৫
হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদত এবং উর্দুনে ইসলাম প্রচার ৪১৬
হযরত বাশীর (রা.)-এর মর্যাদা ৪১৭
নেক আমলের প্রতিদান ও বদ আমলের পরিণতি ৪১৮
সফলতার প্রথম শর্ত ৪১৯
সফলতার দ্বিতীয় শর্ত ৪২০
চরিত্রের পতন ৪২১
আল্লাহর দরবারে প্রথম যে বিচার হবে ৪২৩
সফলতার তৃতীয় শর্ত ৪২৪
সফলতার চতুর্থ শর্ত ৪২৪
সফলতার পঞ্চম শর্ত ৪২৫
সফলতার ষষ্ঠ শর্ত ৪২৬
সফলতার সপ্তম শর্ত ৪২৬
সফলতার অষ্টম নবম ও দশম শর্ত ৪২৭
এক ব্যর্থ নারীর ঘটনা ৪২৮
সফল নারীর ঘটনা ৪২৯
আসিয়া ও জুলেখার পার্থক্য ৪৩০
ইউসুফ (আ.)-এর ধৈর্য ও ভাইদের অবিচার ৪৩১
আযীযে মিসর-এর ঘরে ইউসুফ (আ.) ৪৩৩
হযরত ইউসুফ (আ.) যখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন ৪৪০
ইউসুফ (আ)-এর দরবারে তাঁর ভাইগণ ৪৪৪
হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চিঠি ৪৪৭

www.BANGLAKITAB.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহ পাক সব কিছুই অবগত

এই দুনিয়ার সব কিছু সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা সম্যক অবগত।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۔

তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বলো আর প্রকাশ্যেই বলো– তিনি তো অন্তর্যামী। [মুলক্ : ১৩]

এক কথায়, আল্লাহ তাআলার জানার সীমা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই। তিনি ইরশাদ করেছেন–

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ۔

তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে। [সাবা : ২]

অর্থাৎ মাটির ভেতর লুকায়িত সত্যকেও তিনি জানেন।

আরও ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ۔

এবং যা মাটি থেকে নির্গত হয় এবং যা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় তাও তিনি অবগত। [সাবা : ২]

এক কথায়, এই পৃথিবীতে কতগুলো গাছ আছে এবং সেই গাছে কতগুলো পাতা আছে তাও তিনি অবগত। শুধু কি তাই, গাছের ক'টি পাতা ঝরে পড়লো তাও তাঁর জানার বাইরে নয়।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا۔

তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না। [আনআম : ৫৯]

www.BANGLAKITAB.com

অথচ আমরা আমাদের ঘরের পাশের গাছটিতে কতটি পাতা আছে, এখান থেকে কতটি পাতা ঝড়ে পড়ছে তাও জানি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীব্যাপী বিস্তীর্ণ বিশাল সান্দ্র-বনানীর বিপুল বৃক্ষের পাতা-পল্লবের পরিপূর্ণ হিসেব রাখেন। উঁচু টিলাতে কতটি গাছ রয়েছে, মরুভূমির সমতল পিঠে রয়েছে কতগুলো গাছ; সেই গাছগুলোতে কতগুলো পাতা সবুজ আর কতগুলোই বা লাল হয়ে ঝরে পড়লো এর কোনটিই তাঁর অজানা নয়। কোন গাছে কতটি কলি ফুটলো, কতটি ফল খোসা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এলো এবং সেই ফলগুলো কবে পাকবে, কবে টাকা হবে, সেখান থেকে কতটি পাখি খাবে আর কতটি বাজারে বিক্রি হবে সবই তিনি অবগত। তিনি এও জানেন, এই ফল বাজার থেকে কে কিনবে এবং ফলের বিচিগুলো কোথায় নিক্ষিপ্ত হবে। নিক্ষিপ্ত বিচি থেকে কতগুলো গাছ সৃষ্টি হবে এর কোনটিই তাঁর অজ্ঞাত নয়। অনন্তর এই বিচির ভেতর কতটি গাছ লুকিয়ে আছে, সেই বৃক্ষের মাঝে লুকিয়ে আছে কত ফল সেই হিসেবও তাঁর কাছে স্পষ্ট। স্পষ্ট এও – সেই লুকায়িত ফল কারা ভোগ করবে। শুধু বৃক্ষ আর ফল-মূলই নয়– এই পৃথিবীতে কতটি পাহাড় আছে এবং সেই পাহাড়ের ওজন পর্যন্ত তিনি অবগত। তিনি জানেন এই পাহাড়ের গর্ভে লুকিয়ে থাকা মূল্যবান খনিজ পদার্থের কথাও। সমুদ্রে কতটুকু পানি রয়েছে, কী পরিমাণ মাছ রয়েছে, বড় মাছ ক'টি আর ছোট মাছ ক'টি, আজ কতটি মাছ সৃষ্টি হলো, কতটি মাছ খাওয়া হলো। তাছাড়া আজকে কতজন শিকারির জালে এবং কার জালে কতটি মাছ ধরা পড়বে সবকিছুই তিনি অবগত। তিনি জানেন, এই মাছ কোন দেশের শিকারি শিকার করবে আর বিক্রি হবে গিয়ে কোন দেশে। তিনি এও জানেন, পরিশেষে বাজার থেকে কিনে এই মাছ কে খাবে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ-

তুমি কখনো মনে করো না জালেমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ গাফেল। [ইবরাহীম : ৪২]

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং আল্লাহ তাআলা জালিমদেরকে পাকড়াও করছেন না বলে এমনটি ধারণা করার সুযোগ নেই যে তিনি জানেন না।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَأَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ-

যারা অপকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না? [নাহল : ৪৫]

বরং তাদের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ-

এমনভাবে তাদেরকে আযাব গ্রাস করেনিবে তারা টেরও পাবে না। [নাহল : ৪৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

অথবা চলাফেরারত অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন; তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। [নাহল : ৪৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ

অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না। আল্লাহ তাআলা একথা বারবার বলেছেন– তোমরা কি আকাশের অধিপতি সম্পর্কে নির্ভয় হয়ে পড়েছো? এ তোমাদের কী হলো! ? [নাহল : ৪৭]

ইরশাদ করেছেন–

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الأرض فَإِذَا هِىَ تَمُوْرُ.

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে পড়েছো যে, আকাশের অধিপতি তোমাদেরসহ এই পৃথিবীকে ধসিয়ে দিবেন না। অতঃপর তা থরথর করে কাঁপতে থাকবে?

www.BANGLAKITAB.com

আরও ইরশাদ হয়েছে-

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ.

তোমরা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়ে পড়েছ যে, আকাশের অধিপতি তোমাদের প্রতি কংকর বর্ষণ এবং ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল। [মুলক : ১৭]

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ - صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ -

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

বিশাল আসমান ও বিস্তীর্ণ দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এক মহান উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন লক্ষ্যহীন নয়।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ -

তোমরা কি ভেবেছো আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না? [মুমিনূন : ১১৫]

আমরা আল্লাহ তাআলার এ সুদৃঢ় ও সুশৃংখল শাসনব্যবস্থার অধীন। আমাদের মুখের প্রতিটি উচ্চারণ, চোখের প্রতিটি পলক, কানের প্রতিটি শ্রবণ এমনকি হৃদয়ে উত্থিত আবেগ অনুভূতিও আল্লাহ তাআলার নিশ্ছিদ্র তত্ত্বাবধানের অধীন। ইরশাদ হয়েছে-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ -

www.BANGLAKITAB.com

মানুষ মুখে যাই উচ্চারণ করে তার জন্যে তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে। [ক্বাফ : ১৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ -

অবশ্যই তোমাদের জন্যে রয়েছেন তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ। [ইনফিতার : ১০-১১]

সুতরাং আমরা জেগে থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি; ব্যবসায় থাকি আর নির্জনে একাকীত্বে থাকি; দু'জন তত্ত্বাবধায়ক সম্মানিত ফেরেশতা রয়েছেন আমাদের পাহারায়। আমাদের ডান ও বাম কাঁধে নিয়োজিত এই ফেরেশতাগণ সদা তৎপর। তাদের ঘুমুতে হয় না, খানাপিনা করতে হয় না। এমনকি বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। তাদের কাজ হলো আমাদের প্রতিটি কথা, কর্ম ও আচরণের প্রতি সযত্ন লক্ষ্য রাখা।

প্রতিটি অঙ্গকে জিজ্ঞাসা করা হবে

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন–

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا -

কান চোখ হৃদয় প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত তলব করা হবে।

[বনী ইসরাইল : ৩৬]

এর অর্থ হলো– হে মানবজাতি! তোমাদের দৃষ্টি, তোমাদের শ্রবণ এবং তোমাদের হৃদয়ের ভাবনাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই আমার কাছে খুব সাবধানেই উপস্থিত হয়ো। যেদিন আমি প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবো সেদিন তোমার অঙ্গের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। তোমার অঙ্গ আমার সামনে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিবে। সেদিন হয়তো বিস্মিত হয়ে বলবে, এ কী হলো! আমার শরীর আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে! তখন তারা তার উত্তরে বলবে–

www.BANGLAKITAB.com

أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ أَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ-

যিনি আমাদেরকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। [হা-মীম সিজদা : ২১]

তখন তোমরা হয়তো আশ্চর্য হয়ে বলবে–

তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের প্রেরণায়ই তো আমি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয়েছিলাম। আর আজ তোমরা আমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেবো, এদের হাত কথা বলবে আমার সাথে এবং এদের চরণ সাক্ষ্য দিবে এদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [ইয়াসিন : ৬৫]

এক কথায়, এই পৃথিবীতে নারী-পুরুষ যত মানুষ এখন বসবাস করছে তাদের প্রত্যেকের সাথেই রয়েছে সতর্ক প্রহরী। প্রহরী তাদেরকে দেখছে, তাদের প্রতিটি কৃতকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। একদিন তাদের কৃতকর্মের সকল আমলনামা তাদের সামনে পেশ করবে। সুতরাং আমাদের জীবনের কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির বাইরে নয়। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ-

তারা পার্থিব জীবনের বাইরের দিক সম্পর্কে অবগত। আর পরকাল সম্পর্কে তারা গাফিল। [রূম : ৭]

অর্থাৎ আমরা এই নারী-পুরুষরা যারা এখন এই পৃথিবীতে বসবাস করছি, আমরা ভুলে গেছি আমাদের একটি পরকালীন জীবন রয়েছে। আমরা ভুলে গেছি আমাদের সাথে সতর্ক প্রহরী রয়েছে। আমরা আমাদের পরকাল সম্পর্কে এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে গাফেল। গাফিল আল্লাহর রহমাত সম্পর্কেও।

www.BANGLAKITAB.com

হে মানুষ! এই পৃথিবীর সবকিছুই তোমার

আল্লাহ তাআলা এই বিশাল পৃথিবী, দুনিয়ার বাইরে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আলো-বাতাস সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণে। আল্লাহ বলেছেন–

يَابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ يَابْنَ اٰدَمَ خَلَقْتُ الْاَشْيَاءَ لِاَجْلِكَ ـ

অতঃপর বলেছেন–

فَلَا تَشْتَغِلْ بِمَا هُوَ لَكَ عَمَّنْ اَنْتَ لَهٗ ـ

তোমার জন্যে যা কিছু সৃষ্টি করেছি সেগুলোর ফাঁদে পড়ে তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছি সে কথা ভুলে যেও না।

এই পৃথিবী আমাদের জন্যে। আর আমরা আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই পৃথিবী তোমার সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু তুমি এই কারণে আমাকে ভুলে যেও না। আমার অবাধ্য হয়ে পড়ো না। দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তোমার সেবায় সদা নিয়োজিত। তুমি যদি এই পৃথিবীতে আমার অবাধ্য হও তবুও তুমি এই সেবা পাবে। সূর্য উঠবে, পৃথিবীব্যাপী আলো ছড়াবে। সূর্যের আলো জালেমের ঘরও আলোকিত করে, আলোকিত করে নীতিবানের ঘরও। ছোট ঘরেও সূর্যের আলো পৌছায়, আলো পৌছায় বড় ঘরেও। আকাশে চাঁদ ওঠে। চাঁদ জ্যোৎস্না বিলায়। আল্লাহর অনুগত জনপদে এবং অবাধ্য জনপদেও। এক কথায়, জগতের সকল সৃষ্টি এক সুশৃঙ্খল নিয়মে অবিরাম বয়ে চলছে। সকলেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রেখেছেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই পৃথিবীতে তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন না। এটাই আল্লাহ তাআলার নিয়ম। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, আল্লাহ তাআলা জালিমদের জুলুম সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ـ

তুমি কখনো মনে করো না জালিম সম্প্রদায় যা করে তা আল্লাহ জানেন না। [ইবরাহীম : ৪২]

www.BANGLAKITAB.com

আদ জাতির পরিণতি

তোমরা কি আদ সম্প্রদায়ের ইতিহাস ভুলে গেছো? আদ সম্প্রদায়কে মহাঝড় গ্রাস করেনিয়েছিল।

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى -

তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখবে তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে।

كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ -

সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। [হাক্কাহ : ৭]

যখন আল্লাহ তাআলার ইশারা হয়েছে প্রবল বেগে বাতাস এসে সমকালীন দুনিয়ার শক্তিশালী একটি জাতিকে চুরমার করে রেখে গেছে। আল্লাহ তাআলা দেখিয়েছেন– এই আসমান ও দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তাঁর মুঠোর ভেতর।

ইরশাদ হয়েছে–

يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا -

তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। [ফাতির : ৪১]

আরও ইরশাদ করেছেন–

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ -

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কী করেছিলেন? আদ জাতির ইরাম গোত্রের প্রতি– যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের। যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। [ফাজর : ৬-৮]

ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায়, আদ সম্প্রদায়ের একেকজন মানুষ চল্লিশ পঞ্চাশ হাত লম্বা হত। এতটুকু উঁচু দৈহিক শক্তির অধিকারী করে

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ তাআলা আর কোন জাতিকে সৃষ্টি করেননি। তারা তিনশ' বছর বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সাবালক হতো। তাদের গড় আয়ু ছিল ছয়শ' থেকে নয়শ' বছর। তাদের কোন অসুখ-বিসুখ হতো না। তাদেরকে বার্ধক্য আক্রান্ত করতো না। তাদের চুল সাদা হতো না, দাঁত দুর্বল হতো না। বয়সের ভারে তারা কখনও কুঁজো হতো না। অথচ যখন আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন তখন শক্তিশালী বিশাল এ জাতিকে বাতাসের ছোঁয়ায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

সামুদ জাতির পরিণতি

সামুদ জাতির পরিণতি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ـ

এবং সামুদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। [ফাজর:৯]

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ـ

এবং বহু সৈন্য - শিবিরের অধিপতি ফিরাউনের প্রতি। [ফাজর : ১০]

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ـ

এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল; অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। [ফাজর: ১২-১৩]

وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ـ

তাদের কাউকে কাউকে আঘাত করেছিল মহানীদ। [আনকাবুত: ৪০]

مِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا ـ

এবং কাউকে কাউকে করেছিলাম পানিতে নিমজ্জিত। [আনকাবুত : ৪০]

মহান আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পাক কিতাবে অতীতকালে অবাধ্যদের ঘটনা শুনিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখ- যারাই আমার অবাধ্য হয়েছে তাদেরকে আমি কীভাবে পাকড়াও করেছি। তোমাদের সাইন্স ও টেকনোলজি অতীতেও আমাকে দুর্বল করতে পারেনি, আমার হাত থেকে রক্ষা পায়নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। কারণ, এই বিশাল পৃথিবী আমারই মুঠোয়।

www.BANGLAKITAB.com

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ـ

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে। [যিলযাল : ১]

অর্থাৎ এখনও যদি কোথাও ভূকম্পন শুরু হয় তাহলে সে কম্পন থেকে এই দুনিয়ার কেউ নিজেকে, নিজের আবাসকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই হলো আল্লাহর কুদরত।

নূহ্ জাতির পরিণাম

হযরত নূহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে গ্রাস করেছিল উত্তাল পানি।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ـ

ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার, প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা থেকে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সকল পানি মিলিত হলো এ পরিকল্পনা অনুসারে। [ক্বামার : ১১-১২]

একটি হাদীসে আছে–আল্লাহ তাআলা যদি সেদিন কারো প্রতি অনুগ্রহ করতেন তাহলে সেই নারীর প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করতেন– যে নারী প্রবল বন্যায় পানি দেখে বাঁচার আকুতি নিয়ে দুগ্ধপায়ী নিষ্পাপ শিশুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পেছনে ধেয়ে আসছে পানি। সে ছুটছে সামনের দিকে। ছুটতে ছুটতে একটি টিলায় গিয়ে উঠলো। যখন টিলাটি পানি গ্রাস করেনিল তখন সে এর চাইতে উঁচু আরেকটি টিলায় আশ্রয় নিলো। যখন সেখানেও পানি পৌঁছে গেল তখন সে অঞ্চলের সর্বোচ্চ টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। ধীরে ধীরে পানি সেখানেও পৌঁছে গেল। অতঃপর পানি তার পা এবং ক্রমাগত তার বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে তার সন্তানটিকে উপরে তুলতে তুলতে কাঁধে তুলে নিল। পানি যখন কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন সে তার সন্তানকে উপরে তুলে ধরলো। আমি মরে যাবো তবুও যেন আমার সন্তান বেঁচে যায়। আর ঠিক সেই সময়ই একটি ক্ষিপ্র ঢেউ এসে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিল। অতঃপর সন্তানটিকে এবং তার মাকেও ডুবিয়ে মারল।

www.BANGLAKITAB.com

যুগে যুগে যারা অবাধ্য হয়েছে এভাবেই তারা করুণ পরিণতির শিকার হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই গল্প শোনাচ্ছেন, যেন আমরা তাঁর শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

আল্লাহর শক্তি অসীম। তিনি চাইলে কাউকে আজই ধরতে পারেন। বিজ্ঞানীরা চাইলেই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। রকেট দৌড়েও তাঁর শক্তি সীমার বাইরে যেতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার একটি ঝড় সৃষ্টি জগতের সকল কৌশলকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের সবগুলো কথা তিনি শুনছেন। তিনি আমাদের সবকিছু সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত। তিনি সবকিছু সর্বদাই করতে পারেন। সকল সৃষ্টি জগত তাঁর কব্জায়। তিনি নিরঙ্কুশ শাসন ও ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কোন সহযোগী কিংবা পরামর্শক নেই। তিনি একক বাদশাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। নেই কোন সমকক্ষ। তার কোন উপমা নেই– যাকে আমরা ভয় করবো। তাঁকে ব্যতীত কোন প্রভুও নেই যার কাছে আমরা আশা করবো। আল্লাহ ও আমাদের মাঝে এমন কোন মাধ্যমও নেই যাকে ঘুষ দিয়ে তাঁর পর্যন্ত পৌছতে হবে। তাছাড়া এমন কোন উজিরও নেই, যিনি সুপারিশ করে আমাদের কাজ করিয়ে দিবেন। বরং তিনি সদা সর্বত্র বিরাজমান।

ইরশাদ হয়েছে –

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষা নিকটতর। [ক্বাফ : ১৬]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ -

[আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল। [ক্বাসাস : ৮৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ -

ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমাময় মহানুভব। [আর-রাহমান : ২৬-২৭]

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশতা যখন সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে দিতে

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন নির্দেশ হবে হযরত ইসরাফিল (আ.) সিঙায় ফুঁক দিবেন। মুহূর্তে এই বিশাল পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে। সিঙার ধ্বনি নিখিল সৃষ্টি জগতকে ভেঙ্গে খানখান করে দেবে। আসমান থেকে শুরু করে সমুদ্রের অতল তল পর্যন্ত সবকিছু মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইরশাদ হয়েছে وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ -

এবং শপথ জমিনের- যা বিদীর্ণ হয়। [ত্বারিক : ১২]

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ -

যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। [ইনফিতার : ১]

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ -

সেদিন আকাশমণ্ডলী হবে গলিত ধাতুর মতো। [মাআরিজ : ৮]

আজ যে বিশাল আসমানকে শক্তিশালী ফেরেশতাগণ ধরে রেখেছেন সেদিন এই বিশাল আসমান টুকরো টুকরো হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। একজন ফেরেশতার চিৎকারে আসমান ছিন্ন তুলোর মতো চারদিকে বাতাসে উড়তে থাকবে। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন, হে জালিম সম্প্রদায়! আজ তোমাদের সময় শেষ। ফেরেশতাগণ বলবেন, আজ তোমাদের আশ্রয় হলো জাহান্নাম।

সকল ফেরেশতাদের মৃত্যু হবে

আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন ধ্বংসের নির্দেশ আসবে তখন ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন। আসমান বহনকারী সম্মানিত আটজন ফেরেশতা জীবন ত্যাগ করবেন। অবশেষে যখন হযরত জিবরাইল ও হযরত মিকাইল (আ.)-এর উপর মৃত্যুর নির্দেশ বাস্তবায়িত করা হবে তখন আরশ তাদের জন্য এই মর্মে সুপারিশ করবে- হে আল্লাহ! এদেরকেও মরণ দিচ্ছ! অন্তত এই দুইজনকে বাঁচতে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা ধমক দিয়ে বলবেন, খামুশ!

اَلْمَوْتُ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِى -

www.BANGLAKITAB.com

আমার আরশের নিচে যারা আছে আজ তাদর সকলকেই মরতে হবে। মৃত্যুবরণ করবে জিবরাইল, মৃত্যুবরণ করবে মিকাইল। মৃত্যুবরণ করবে ইসরাফিল ও আজরাইল। অতঃপর জীবিত থাকবেন একমাত্র আল্লাহ। একমাত্র বাদশাহ। একমাত্র চিরন্তন সত্তা। তিনি একা, আছেনও একা।

اَلْاَوَّلُ لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ اَلْاٰخِرُ لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ اَلظَّاهِرُ لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ، اَلْبَاطِنُ لَيْسَ دُوْنَهُ شَيْءٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

তাঁর পূর্বেও কিছু ছিল না এবং তাঁর পরও কিছু নেই। তাঁর উপর কিছু নেই, তাঁর নিচেও কিছু নেই। তিনি অনাদি। তিনি অনন্ত। তিনি অসীম।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ۔

দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে অক্ষম। [আনআম : ১০৩]

وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ۔

কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি। [আনআম : ১০৩]

এক কথায়, তাঁর সত্তা সকল বিবেচনায়ই তুলনাহীন। তিনি কখনও ক্লান্ত হন না। তাঁকে কখনও ঘুম কিংবা তন্দ্রা পায় না। তিনি খানাপিনা থেকে পাক। তিনি অন্যকে ঘুম পাড়ান কিন্তু নিজে ঘুমান না। তিনি দেন কিন্তু গ্রহণ করেন না। তিনি কাঁদান কিন্তু নিজে ক্রন্দন থেকে পবিত্র। তাঁর নির্দেশেই মৃত্যু ঘটে। অথচ তিনি মৃত্যু থেকে অনেক উর্ধ্বে। এই দুনিয়ার সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই বস্তুর প্রতি তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। দুনিয়ার সকল সৃষ্টিকে তিনি অনুগত করেছেন। অথচ এই আনুগত্যের প্রতি তাঁর কোন মুখাপেক্ষিতা নেই। তিনিই বেহেশত সৃষ্টি করেছেন। অথচ এই জান্নাতের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি দোযখ বানিয়েছেন কিন্তু দোযখের তার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষ বানিয়েছেন। এই মানুষের প্রতি তাঁর কোন মুখাপেক্ষিতা নেই। ইরশাদ করেছেন–

يَا ابْنَ اٰدَمَ! يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ لَمْ اَخْلُقْهُمْ لِاَكَاثِرَ بِكُمْ۔

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের সংখ্যাধিক্য দিয়ে আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করবো বলে সৃষ্টি করেছি?

www.BANGLAKITAB.com

وَلاَ سْتَانِسُ بِكُمْ وَحْشَةً ـ

আমি আমার মনের একাকীত্ব ঘুচাবার জন্যে কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি?

কিংবা ـ وَلاَ سْتَعِيْنُكُمْ عَلٰى اَمْرٍقَدْ عَجِزْتُ عَنْهُ ـ

আমার কোন আটকে পড়া কাজে সহযোগিতা নেব বলে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি? না। আমি তো বরং তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি –

اِنَّمَا خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُوْنِيْ فَضِيْلاً وَتَذْكُرُوْنِيْ كَثِيْرًا وَسْجُدُوْنِيْ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ـ

আমি তো তোমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করেছি– তোমরা সকাল-সন্ধ্যা শুধু আমারই ইবাদত করবে, কেবল আমাকেই স্মরণ করবে এবং আমারই আনুগত্য করবে।

সকল সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে, অক্ষত থেকে যাবে কেবলই আল্লাহর সত্তা। তিনি জমিনকে পাকড়াও করবেন, আসমানকে পাকড়াও করবেন। সাতটি আসমানকে একত্রিত করে এমনভাবে আঘাত করবেন যেভাবে ধোপা অনেকগুলো কাপড় একত্রিত করে সজোরে আঘাত করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করবেন– 'আনাল মালিক'! 'আমিই বাদশাহ।'

অতঃপর পুনরায় আঘাত করবেন এবং ঘোষণা করবেন–

اَنَا الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ ـ

পুনরায় আঘাত করবেন এবং ঘোষণা করবেন–

اَنَا الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন–

اين الجباون জালিমরা আজ কোথায়? اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ অহংকারীরা আজ কোথায়? اَيْنَ الْمُلُوْكُ. রাজা-বাদশাহরা আজ কোথায়? ঘোষণা করবেন– لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ বলো, আজ বাদশাহ কে?

www.BANGLAKITAB.com

কেউ কি আছে যে তার কথার জবাব দিবে? তিনি তো একা। শুধুই একা। তিনি প্রশ্ন করছেন, আবার তিনিই জবাব দিচ্ছেন। এই তো সেই এক ও অদ্বিতীয় মহান সত্তা। এই তো সেই মহান পরাক্রমশীল সত্তা। যাঁর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারে না। দুনিয়ার কেউ যাঁর ফয়সালাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। দুনিয়ার কেউ যাঁর পাকড়াও থেকে পালাতে পারে না।

ইরশাদ হয়েছে– لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। [হাক্কাহ : ১৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে– لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ

তোমরা সনদ ব্যতিরেকে অতিক্রম করতে পারবে না।

[আর-রাহমান : ৩৩]

সুতরাং এই যাঁর শক্তি, যদি পার তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর তো দেখি! মনে রাখতে হবে, এই মহান ও পরাক্রমশীল বাদশাহর সামনেই একদিন আমাদেরকে উপস্থিত হতে হবে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সৃষ্টি হিসেবে আমরা স্বাধীন নই। এক মহান ও অসীম শক্তিশালী সত্তার অধীন আমরা। যে মহান সত্তার সামনে আমাদেরকে কালই উপস্থিত হতে হবে।

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

তোমরা তো আমার কাছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছো যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। [আনআম : ৯৪]

যেদিন আমরা এই পৃথিবী থেকে একা যাবো। আল্লাহর দরবারে যেদিন আমরা উপস্থিত হবো সেদিন মা অপরিচিত হয়ে যাবে, স্ত্রী আমাদেরকে চিনবে না, সন্তান সঙ্গ ছেড়ে দিবে, বন্ধুরা চোখ ফিরিয়ে নিবে, শত্রু মিত্র সকলেই সেদিন হবে একই চরিত্রের। শুধু শত্রুই নয়। নিজের অস্তিত্বও নিজের বিপক্ষে দাঁড়াবে। হাত সাক্ষী দিবে, পা সাক্ষী দিবে। বলবে, আমরা তোমার অবাধ্য হয়েছি। আমরা অন্যের প্রতি অবিচার করেছি। পেট বলবে, আমি হারাম খাবার ভক্ষণ করেছি। এক কথায়,

www.BANGLAKITAB.com

আমার অস্তিত্বই সেদিন আমার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন আমার স্বজন সজনীরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন আমি কেবলই আমি। আর সাথে থাকবে নিষ্ফল চিৎকার।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا -

অপরাধী সেদিন শাস্তির বদলে দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে– যারা তাকে আশ্রয় দিতো এবং দুনিয়ার সকলকে। [মাআরিজ : ১১-১৪]

অর্থাৎ প্রাণের সন্তান, প্রিয় সঙ্গিনী, ভাই-বন্ধু সকলকে দোযখে ফেলে দিয়ে হলেও নিজেকে বাঁচাতে চাইবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ফয়সালা– 'কাল্লা'! না! তা আদৌ হওয়ার নয়।

আল্লাহ তাআলার অমোঘ বিধান হলো– لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। [ফাতির : ১৮]

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ -

প্রতিটি মানুষের কর্ম আমি তার গ্রীবালগ্ন করেছি। [বনী ইসরাইল : ১৩]

অর্থাৎ সেদিন কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। নারীর আমলনামা নারীর কণ্ঠে, পুরুষের আমলনামা পুরুষের কণ্ঠে। এ থেকে কেউই পরিত্রাণ পাবে না। এ কারণেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন–

يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

হে নবীকন্যা ফাতিমা! তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হও। কারণ, আমি তোমাকে আল্লাহর ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারবো না।

www.BANGLAKITAB.com

যাঁকে তিনি জান্নাতের সকল নারীর সম্রাজ্ঞী হবেন বলে সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁকেই আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আল্লাহর শান ও ক্ষমতার কথা। বলে দিয়েছেন- তুমি একথা ভেবো না, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে পাকড়াও করে বসেন তাহলে তুমি নবীর কন্যা বলে ছাড় পেয়ে যাবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তদীয় ফুফু সাফিয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে বলেছেন- তুমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হও। আমি তোমাকে আল্লাহর ফয়সালা থেকে রক্ষা করতে পারবো না।

বিচারের দিন অবধারিত

একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি গাফেল নন, তিনি অক্ষম নন। তিনি পাকড়াও করতে পারেন, মারতে পারেন, মিশিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তারপরও তিনি কেন মারেন না? তিনি কেন আমাদেরকে ধরেন না? এরও দুটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, তিনি ফয়সালার জন্য সময় স্থির করেছেন পরকাল। ফয়সালা করবেন আখিরাতে। এই পৃথিবীতে তিনি ফয়সালা করবেন না, এটা তাঁর সিদ্ধান্ত। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

নিশ্চয়ই নির্ধারিত আছে বিচার দিবস। [নাবা : ১৭,

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

নিশ্চয়ই সকলের জন্যে নির্ধারিত আছে তাদের বিচার দিবস।

দুখান : ৪০]

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধী সম্প্রদায়! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।

অর্থাৎ ফয়সালার দিন হলো পরকাল। পরকালে আল্লাহ তাআলা ফয়সালার ঘোষণা দিবেন। সেদিন সৎ ও কল্যাণীরা এক সারিতে থাকবে। আর অপরাধীরা থাকবে ভিন্ন সারিতে।

www.BANGLAKITAB.com

মানুষের ভেতরের অবস্থা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। সেদিন তিনি ভেতরের বিচারে যারা সৎ তাদেরকে অপরাধীদের থেকে আলাদা করেনিবেন। সেই দিন অবধারিত, সেই দিন আমাদের সামনে।

তাওবার সুযোগ ঃ আল্লাহ তাআলা যে আমাদেরকে এখনই ধরছেন না তার আরেকটি কারণ হলো, বান্দার প্রতি তিনি অপার দয়াশীল।

ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَا بِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا -

তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও ঈমান আন তাহলে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহর কী কাজ? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [নিসা : ১৪৭]

আল্লাহ তাআলা স্বীয় আযাবকে পিছিয়ে রাখেন আর বান্দাকে তাওবা করার সুযোগ দেন। তিনি অপেক্ষায় থাকেন বান্দা যেন তাঁর দরবারে তাওবা করে। আমরা যখন পাপ করি, আমাদেরকে যখন পাপ করতে দেখে তখন আকাশের ফেরেশতাগণ রাগে ক্ষোভে আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন জানায়– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ছেড়ে দাও। আমরা এদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারবো। জমিন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানায়– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি একটু পাশ ফিরে শুই। যেন এরা আমার নিচে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখন তাদেরকে এই বলে সান্ত্বনা দেন– যাদেরকে আমি স্বইচ্ছায় সৃষ্টি করেছি তারা আর তোমরা সমান নও।

فَاِنْ كَانَ عَبْدُكُمْ فَشَانُكُمْ بِه

তারা যদি তোমাদের বান্দা হতো তাহলে তোমরা তাদেরকে মেরে ফেলতে পারতে। কিন্তু তারা যখন আমার বান্দা তখন তোমরা তাদেরকে আমার হাতেই ছেড়ে দাও। আমার ও আমার বান্দার মাঝখানে তোমাদের দাঁড়াবার প্রয়োজন নেই। আমি অপেক্ষায় আছি, আমার বান্দা জুলুম করার পর তাওবা করবে।

www.BANGLAKITAB.com

إِنْ أَتَانِي لَيْلًا قَبِلْتُهُ

যদি রাতে তাওবা করে তাহলে তাও আমি কবুল করবো। যদি দিনে তাওবা করে তাহলে দিনের তাওবাকেও আমি কবুল করবো। তিনি সদা অপেক্ষায় থাকেন, বান্দা অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবার প্রার্থনা নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হবে। দুনিয়ার সকলে যদি এক সাথে তাওবা করে বসে তাহলে তাতেও তাঁর কোন পরোয়া নেই। আবার সকলে যদি এক সাথে অবাধ্য হয়ে পড়ে তাতেও তাঁর কিছু যায় আসে না। তবুও তিনি অসীম দয়ালু। তাঁর দয়া ও অনুকম্পা সীমাহীন। তাই কোন নারী কিংবা পুরুষ যখন অতীত জীবনের পাপের কথা স্মরণ করে, আল্লাহ তাআলার দরবারে এসে নত হয়, চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা চায়, তখন আসমান জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আকাশে মহান মালিকের খুশির ঝিলিক খেলতে থাকে। সেই ঝিলিক দেখে ফেরেশতাগণ সচকিত হয়। তারা বলাবলি করতে থাকে, এ কিসের ঝিলিক! তখন উপর থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করে-

أَصْلَحَ الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ -

আজ এক পথভোলা বান্দা তার মনিবের কাছে পৌঁছে গেছে এবং তার মনিবের সাথে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে পুনঃস্থাপন করেছে।

আমরা কি চাই না, আকাশে খুশির বন্যা বয়ে যাক? আমাদের কি তাওবা করার প্রয়োজন নেই? আসলে যদি ভেবে দেখি তাহলে দেখব, জীবনের পদে পদেই আমরা তাওবার মুহতাজ। আমরা যখন আল্লাহর দরবারে তাওবা করবো তখন তিনি আনন্দিত হবেন, তিনি খুশি হয়ে ফেরেশতাকে ঘোষণা করতে বলবেন, আমার হারানো বান্দা আমার কাছে ফিরে এসেছে। যাও, গিয়ে ঘোষণা দাও।

সত্যিই আমাদের জীবনে তাওবা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল্লাহ মা-বাবার চাইতেও আপন

তাঁর দয়া এত বেশি, মানুষ যতই তাওবা করতে থাকে তিনি ততই মাফ করতে থাকেন। এই পৃথিবীতে কেউ যদি মা-বাবার সাথে কোন

www.BANGLAKITAB.com

রকমের খারাপ আচরণ করে, তারপর ক্ষমা চায় মা-বাবা ক্ষমা করে দিবেন। দ্বিতীয়বার করলে দ্বিতীয়বার ক্ষমা করবেন। তৃতীয়বার করলে তৃতীয়বার ক্ষমা করবেন। কিন্তু চতুর্থবার গিয়ে বলবেন, এটা তোমার চরিত্র। তুমি আমাদের সাথে উপহাস করছ। তুমি এটা নিয়ম করেনিয়েছ, আমাদের কথা অমান্য করবে আর মুখে বলবে, মাফ করে দাও। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার শান দেখুন! জীবনভর বান্দা তাওবা করছে আর ভাঙ্গছে এবং জীবনভরই বলছে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি সত্য মনে তাওবা করছি। আর আল্লাহও বলে রেখেছেন–

إِنْ تَسْتَغْفِرْنِي غَفَرْتُ لَكَ.

বান্দা! তুমি যদি বলো ক্ষমা করে দাও। তাহলে আমি ক্ষমা করে দেবো।

তারপর বান্দা এই তাওবাও ভেঙ্গে বসে। পুনরায় এসে বলে হে আল্লাহ! আমি তো আমার অতীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। আবার নতুন করে তাওবা করছি। তুমি আমার পেছনের অপরাধ ছেড়ে দাও। তখন আমি বলি, আচ্ছা! তোমার পেছনেরটা ছেড়ে দিলাম। তারপর বান্দা যখন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আশ্রয় দাও। তখন আমি তাকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাই।

তিনি আরও বলেন, তোমার পাপ যদি এই পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে, তোমার পাপের পরিমাণ যদি আকাশের নক্ষত্রসমও হয়, তোমার পাপ যদি এই মাটি থেকে আসমান পর্যন্ত ওঠে যায় তারপরও যদি তোমার মনে তাওবার প্রেরণা জাগ্রত হয় আর তুমি বলতে পারো– হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও। তাহলে আমি কোন কিছুর পরোয়া করবো না। তোমাকে মাফ করে দেব।

لَوْبَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ -

তিনি স্পষ্ট ঘোষণা দেন, বান্দা! আমি তোমাকে মাফ করে দেব। আমি তোমাকে মাফ করে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাকে তো জিজ্ঞেস করার কেউ নেই। বান্দা যখন 'ইয়া আল্লাহ' বলে ডাকে তখন তিনি সাথে সাথে 'লাব্বাইক ইয়া আবদি'– বান্দা আমি উপস্থিত বলে সাড়া দেন। অথচ

www.BANGLAKITAB.com

হৃদয়ের টুকরা সন্তানও যখন অপরাধ করে এসে মায়ের সামনে দাঁড়ায়, মা তখন তাকে ধমক দেয়। ধমক দিয়ে বলে, আমার মাথা খাসনে। সন্তান আব্বার কাছে গিয়ে আব্বা বলে। বাবা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, কী! সন্তান আবারও ডাকে, আব্বা। বাবা মাথা নিচু করে বলে, হু! সন্তান যখন আবার আব্বা বলে বাবা তখন রেগে গিয়ে বলেন, বকবক বন্ধ কর। কিন্তু সেই করুণাময় অসীম মেহেরবান মালিককে দেখুন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতায় ডুবন্ত বান্দা। পাপে পাপে জীবন যার আচ্ছাদিত, সেই বান্দাই যখন পাপবিজড়িত কণ্ঠে পাপ আচ্ছাদিত হাত দুটো উত্তোলন করে বলে– ইয়া আল্লাহ! তখন তিনি সাথে সাথে সাড়া দেন। বলেন, লাব্বাইক ইয়া আবদি। বান্দা আমি উপস্থিত। বান্দা বলো, তোমার কী চাই? আমরা আল্লাহ বলতে থাকি। তিনি লাব্বাইক লাব্বাইক বলতে থাকেন। আমরা ডাকতে ডাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু তিনি জবাব দিতে দিতে ক্লান্ত হন না।

হযরত উমর (রা.)-এর সময়ের ঘটনা। সেকালে এক গায়ক ছিল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গাইতো। গান-বাজনা হারাম বলে মানুষের সামনে খোলামেলা গাইতো না। লুকিয়ে লুকিয়ে যারা তার গান শুনতো তারাও তাকে কিছু পয়সা ধরিয়ে দিতো। যখন সে বুড়ো হয়ে পড়লো তখন তার আওয়াজ শ্রুতিকটু হয়ে পড়লো। এখন আর গাইতে পারে না। তখন শুরু হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার ক্রমাগত আক্রমণ। অবশেষে জান্নাতুল বাকির পেছনে গিয়ে নিরিবিলি বসে পড়লো এবং বলতে লাগলো– হে আল্লাহ! যখন আমার সুমিষ্ট আওয়াজ ছিল, সুমধুর কণ্ঠ ছিল, তখন মানুষ আমার গান শুনতো। আমার কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। আমার শ্রোতারাও হারিয়ে গেছে এখন আমার কণ্ঠ শোনার কেউ নেই। অথচ তুমি তো সকলের কথাই শোন। তুমি জান, আমি দুর্বল। তুমি জান আমি তোমার অবাধ্য তারপরও আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি আমার অভাবকে দূর করে দাও। এ কথা বলে সে এমন জোরে চিৎকার করলো, তার কণ্ঠ গিয়ে পৌঁছলো আল্লাহর দরবারে। মসজিদে শায়িত ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তাঁর কাছে নির্দেশ এলো– আমার বান্দা আমাকে ডাকছে। তুমি তাকে সাহায্য কর। হযরত উমর (রা.) নাঙ্গা পায়ে ছুটে গেলেন জান্নাতুল বাকিতে। সেখানে গিয়ে দেখলেন একজন দুর্বল, বয়সের ভারে ন্যুজ বৃদ্ধ বিড়বিড় করে আল্লাহ তাআলাকে তার জীবন কাহিনী শোনাচ্ছে। কিন্তু সে হযরত

www.BANGLAKITAB.com

উমর (রা.)-কে দেখেই উঠে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলো। হযরত উমর (রা.) তাকে ডেকে বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি তোমাকে ধরতে আসিনি। আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধ ফিরে তাকালো। বললো, কে পাঠিয়েছে? উমর (রা.) বললেন, তুমি যাঁকে ডাকছো তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন? একথা শুনতেই বৃদ্ধ আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বললো, হে আল্লাহ! সত্তরটি বছর তোমার অবাধ্যতায় কাটিয়েছি, তোমাকে কখনও স্মরণ করিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে স্মরণ করলাম, তাও পেটের তাগাদায়। তারপরও তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ! হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। এ কথা বলে সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো এবং এ কান্নার ভেতর দিয়েই সে মহান মালিকের সাথে গিয়ে মিলিত হলো। হযরত উমর (রা.) নিজে তার জানাযা পড়ান।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলা যেহেতু অতীব দয়ালু, পরম করুণাময় তাই তিনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান। তিনি মানুষকে জাহান্নামে পাঠাতে চান না। আর এ কারণেই তিনি পাপ করার সাথে সাথেই বান্দাকে পাকড়াও করেন না। অধিকন্তু তিনি মানুষের জন্যে, পাপীদের জন্যে তাওবার দরজা রেখেছেন সদা উন্মুক্ত।

بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَالَمْ يُغَرْغِرْ.

প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা সকলের জন্যে খোলা। তাওবার দরজা খোলা ছেলেদের জন্যেও, মেয়েদের জন্যেও।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হবে

আমি পূর্বেই এ কথা উল্লেখ করেছি, আমরা এই পৃথিবীতে পরিপূর্ণ স্বাধীন নই। আমরা যা করছি সবকিছুই স্বযতনে সংরক্ষিত হচ্ছে। একদা আমাদের সকল কৃতকর্ম গ্রন্থিত আকারে আমাদের সামনে পেশ করা হবে। বলা হবে–

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্যে যথেষ্ট। [বনী ইসরাইল : ১৪]

www.BANGLAKITAB.com

নেকী-বদী সবকিছুই সে কিতাবে গ্রন্থিত থাকবে। আল্লাহ সামনে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করবেন-

أَعْطَيْتُكَ خَوَّلْتُكَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ.

তোমাকে সম্পদ দিয়েছিলাম রাজত্ব দিয়েছিলাম- তুমি কী নিয়ে এসেছ?

সে বলবে-

جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَرَجِعْنِيْ

আমি সঞ্চয় করেছি এবং বৃদ্ধি করছি, তারপর বহুগুণে বাড়িয়ে রেখে এসেছি। আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। সবকিছু নিয়ে আসব প্রশ্ন করা হবে, তুমি এখানে কী নিয়ে এসেছ?

বলবে, কিছুই আনিনি।

অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে।

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

দোযখের বিছানা, দোযখের খাট, দোযখের ঘর।

سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ.

অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি। [ওয়াক্বিয়াহ : ৪২]

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ

যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করবে না।

কণ্টকময় বৃক্ষে আচ্ছাদিত হবে সে নিবাস। সেখানে শান্তি সুখের কোন গন্ধও থাকবে না।

سَأُرْهِقُهُ صَعُوْدًا.

আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে। [মুদ্দাছছির : ১৭]

www.BANGLAKITAB.com

ফেরেশতাগণ গলায় রশি লাগিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ে টেনে উঠাবে, জাহান্নামের তাপে সে পাহাড় এতটা অগ্নিময় হবে, পা রাখতেই পা গলে যাবে। দ্রুত পা সরিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাবে আর অমনি উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। গলে যাবে হাত। হাত বাঁচাতে চাইবে। অতঃপর সে আত্মরক্ষা করতে চাইলে ফেরেশতা রশি ধরে টান দিবে। বলবে, উপরের দিকে ওঠো। সে বলবে, ওঠতে পারছি না। তখন ফেরেশতা রশি ধরে হেঁচড়ে উপরের দিকে তুলে নিবে এবং পাহাড়ের ঘর্ষণে তার পুরো শরীর গলে যাবে। শরীর গলে নিঃশেষিত হওয়ার পূর্বেই তা আবার পূর্ণাঙ্গ দেহে রূপান্তরিত হবে। আবার গলবে, আবার নতুন শরীর লাভ করবে। এভাবে গলা ও নতুন শরীর লাভ করার ভেতর দিয়ে সত্তর বছর কেটে যাবে। সত্তর বছর পর তাকে পাহাড়ের শেষ চূড়ায় তুলে নেয়া হবে। তারপর তাকে সেখানেই ফেলে রাখা হবে- সে নারী হোক আর পুরুষ হোক। সে এভাবে গলতে গলতে এবং গলিত শরীর নতুন রূপ লাভ করতে করতে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়বে। আবার তাকে হেঁচড়ে উপরে ওঠানো হবে। তাছাড়া চারদিক থেকে সাপ-বিচ্ছু এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেই সাপ ও বিচ্ছুর একেকটি দংশন এতটা বেদনাদায়ক হবে- একবার দংশন করার পর চল্লিশ বছর পর্যন্ত সে এর ব্যথায় কোঁকাতে থাকবে এবং সেখানে তাকে রক্ষার মতো কেউ থাকবে না।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমরা সেই আখিরাতকে সামনে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছি। আখিরাতই আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের সকল চেষ্টা ও সাধনার কেন্দ্রবিন্দুই আখিরাত। আমরা এখানে চেষ্টা করছি, আর সেখানে ঘোষণা হচ্ছে-

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ اَثْقَلَتْ مَوَازِيْنُهٗ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقٰى بَعْدَهٗ اَبَدًا

অমুকের পুত্র তমুক নেক ও কল্যাণ অর্জনের জন্যে অগ্রসর হয়েছে, সফলকাম হয়েছে এবং আর কখনও ব্যর্থ হবে না।

এই সাধনার দ্বারাই আমরা পরকালে মুক্তির পরোয়ানা লাভ করবো। তারপর আর ব্যর্থতা ও পরাজয় আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না।

www.BANGLAKITAB.com

যারা মুক্তির এই পরোয়ানা লাভ করবে তাদের জন্যে আল্লাহ তাআলা নির্মাণ করে রেখেছেন অতিথিশালা। সেই অতিথিশালা তিনি নিজে নির্মাণ করেছেন। নির্মাণ করেছেন নিজ হাতে। যার একটি ইট মোতির অন্যটি ইয়াকুত পাথরের। আবার কোনটি বা জমরদ পাথরের। মশলা মেশকের। সেখানে বিছানো ঘাসগুলো জাফরানের। কর্পূরের সারি সারি টিলা। মণি-মুক্তার ঝাড়-প্রদীপ। আর এই সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে আল্লাহর আরশ। আর তার তলদেশে প্রবাহিত নানা ধরনের নহর।

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ-

যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। [কাহফ : ৩১]

মণি-মুক্তা, ইয়াকুত, জমরদ ও সোনা-রূপায় নির্মিত সেই অট্টালিকার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নানা ধরনের নহর। দুধের নহর, শরাবের নহর, মধুর নহর। অতঃপর প্রতিদিন আল্লাহ তাআলা অন্তত পাঁচবার বেহেশতকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে বেহেশত! আমার বান্দা ও বান্দীদের জন্য নিজেকে সজ্জিত কর।

দিনে বেহেশতকে পাঁচবার সজ্জিত করা হবে, পাঁচবার সুগন্ধি ছড়ানো হবে। এই পৃথিবীতে যে নিজের আমল ও ঈমান সাজিয়েছিল। এই পৃথিবীতে যে তাকওয়ার পথ ধরেছিল। এই পৃথিবীতে যে আল্লাহর উপর ভরসা করেছিল– সেই অধিকারী হবে সেই জান্নাতের। জান্নাতের অধিকারী হবে ঈমানদার নারী ও পুরুষগণ। ঈমানদার নারীগণ তাদের স্বামীদেরও আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা বেহেশতে গিয়ে তাদের স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে সেজেগুজে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকবে। বেহেশতে একজন ফেরেশতা আছে। তাসবীহ-তিলাওয়াত এমন কোন কিছু তার দায়িত্বে নেই। বরং সে স্বর্ণকার। এই পৃথিবীতেও স্বর্ণকার থাকে, যে স্বর্ণের খাদ সরিয়ে অলংকার তৈরি করে। জান্নাতের স্বর্ণকারের কাজ হবে বেহেশতীদের জন্যে অলংকার তৈরি করা। বেহেশতে অলংকার নির্মাণের যে ছাঁচ রয়েছে যদি সেই ছাঁচটি দিবসের সূর্যের মুখোমুখি ধরা হয় তাহলে সূর্যটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হবে। এই যদি হয় ছাঁচের রূপ তাহলে অলংকার কেমন হবে? জান্নাতের সেই অলংকার নারীরাও পরিধান করবে পরিধান করবে পুরুষরাও।

www.BANGLAKITAB.com

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ-

সেথায় তাদেরকে স্বর্ণকঙ্কনে অলংকৃত করা হবে। [কাহাফ : ৩১]

সেখানে নারী-পুরুষ উভয়ের হাতেই চুড়ি থাকবে। কারও হাতে স্বর্ণের চুড়ি কারও হাতে রূপার। সকলেই নিজ নিজ মর্যাদামাফিক অলংকারে সজ্জিত হবে। রেশমের হালকা ফিনফিনে সবুজ পোশাকে সজ্জিত হবে তারা। মাথায় শোভিত হবে রেশমের কোমল তাজ। সেই তাজ সজ্জিত হবে এমন মণি-মুক্তা দিয়ে যার আলোয় পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত হয়ে ওঠবে। নারীদের চুলকে এমন অপূর্ব সুবাসে সুবাসিত করে তোলা হবে- তার একগোছা চুল ও যদি এই পৃথিবীকে স্পর্শ করতো তাহলে সমগ্র পৃথিবী সুবাসে মৌ মৌ করে উঠতো। জান্নাতের নারী ও হুরগণ আল্লাহ তাআলার নূরে নূরময় হবে। যাদের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা কোরআন হাদীসে আলোচিত হয়েছে। আলোচিত হয়েছে শুভ্র ডিমের আবরণের ন্যায় শ্বেত ও ইয়াকুত মোতির ন্যায় স্বচ্ছ হবে যাদের বদন। তারা পূর্ণ যৌবনা হবে। সূর্য তাদের রূপের সামনে মনে হবে ম্রিয়মা-। আর এই ধরনের সুন্দরী হুরদের তুলনায় জান্নাতের ঈমানদার রমণীদের রূপ-সৌন্দর্য হবে আরও সত্তর হাজার গুণ অধিক। একটি হাদীসে আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হযরত উম্মে সালমা (রা.) জিজ্ঞেস করেছিলেন-

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ اَمْ نِسَاءُ الْجَنَّةِ

ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুনিয়ার নারী শ্রেষ্ঠ না জান্নাতের নারী?

এই প্রশ্ন কেন হলো? প্রশ্ন এই কারণে হয়েছে, দুনিয়ার নারী-পুরুষরা তো মাটির তৈরি। তাছাড়া তারা সদা প্রস্রাব-পায়খানা বহন করে বেড়ায়। তাদের জীবনযাপনও মাটিকে কেন্দ্র করেই। পক্ষান্তরে হুরদের সৃষ্টি হলো মেশক জাফরান ও কর্পূর থেকে। এক কথায়, সুগন্ধি থেকে সৃষ্ট এক মদির সুরভিত বিস্ময়কর সৃষ্টি। মানুষের সাথে এর কোন তুলনা নেই। তাছাড়া এই যে পৃথিবীতে আমরা মেশক জাফরান আম্বর কর্পূর ইত্যাদি সুগন্ধির কথা বলি- এ তো কেবল নামে মাত্র সুগন্ধি। এর প্রকৃত রূপ তো আমরা অনুভব করবো জান্নাতে। জান্নাতের এক ফোঁটা পানি যদি কেউ আঙ্গুলে মেখে অতঃপর আকাশে ওঠে দুনিয়ার দিকে ধরে তাহলে সেই এক ফোঁটা পানির সুবাসে এই বিশাল সৃষ্টি জগত সুবাসিত হয়ে ওঠবে। এই যদি হয়

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাতের পানির সুবাস, তাহলে সেখানকার মেশক আম্বর জাফরান ও কর্পূরের সুগন্ধি কেমন হবে? কেমন হবে এই সুবাস থেকে সৃষ্ট রমণীর রূপ? এ কারণেই হযরত উম্মে সালমা (রা.) জিজ্ঞেস করেছেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! দুনিয়ার নারী উত্তম না বেহেশতের? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেছিলেন- بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا বরং দুনিয়ার নারীরাই শ্রেষ্ঠ।

উম্মে সালমা (রা.) পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন- কেন, হে রাসূল? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন-

لِصِيَامِهِنَّ وَصَلَاتِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ

আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের নামায রোযা ইবাদত-বন্দেগীর কারণে।

এখানে নামায রোযার পাশে যে ইবাদত শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এর মর্ম হলো- জীবনব্যাপী বন্দেগী। মুমিন নারী ও পুরুষের পুরো জীবনটাই হবে আল্লাহর বন্দেগীপূর্ণ। এখানে দুনিয়ার নারীর শ্রেষ্ঠত্বকে তিনটি শর্তের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। নামায রোযা ইবাদত-বন্দেগী। সুতরাং যেসব নারী এই পৃথিবীতে এই তিনটি শর্ত অর্জন করতে পারবে-

أَلْبَسَ اللّٰهُ وُجُوْهَهُنَّ النُّوْرَ

আল্লাহ তাআলা তাদের মুখশ্রীকে নূরময় করে দিবেন।

أَجْسَادُهُنَّ الْحَرِيْرُ

তাদেরকে রেশমী পোশাকে সজ্জিত করবেন।

তাদের চেহারা হবে সেদিন নূরে উদ্ভাসিত। শরীরে শোভা পাবে রেশমী পোশাক। হাতে থাকবে স্বর্ণের চুড়ি। আঙ্গুলে শোভা পাবে শিল্পময় আংটি। আমাদের এ দেশে প্রচলন নেই, কিন্তু আরবে আছে। আপনারা হয়তো বাইতুল্লাহ শরীফে দেখে থাকবেন- সেখানে উদ পোড়ানো হয়। একটি বিশেষ পাত্রে সেই সুগন্ধিময় উদ বৃক্ষ পোড়ানো হয়। রাজা-বাদশাহগণ তাদের রাজ মহলে মেশক আম্বর ইত্যাদি সেই পাত্রে রেখে

www.BANGLAKITAB.com

তাতে উদ-যোগে প্রজ্জ্বলিত করে ধুনি দেয়। ফলে চারপাশ মদির সুরভিতে আমোদিত হয়ে ওঠে। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন- বেহেশতীদের কক্ষে সাজানো থাকবে সেই খুশবু পাত্র। সেখান থেকে মৌ মৌ করে অপূর্ব সুরভি বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। আর সেই পাত্রগুলো নির্মিত হবে মণি-মুক্তা দিয়ে।

বেহেশতে হুরদের সাথে পূণ্যবতী নারীদের বিতর্ক

বেহেশতে হুরদের সাথে ঈমানদার নারীদের বিতর্ক হবে। জান্নাতের হুর বলবে, আমরা তো এক শাশ্বত সৃষ্টি। আমাদের কখনও মৃত্যু আসেনি। আমরা অবিনশ্বর সৃষ্টি। জীবনে কখনও বার্ধক্য দেখিনি। জীবনে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অথচ এসব বিষয় দুনিয়াতে রয়েছে। এসব ত্রুটি যেমন পুরুষদের মধ্যে রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের মধ্যেও। এই পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করি আবার মৃত্যুবরণ করি। আমরা এখানে যৌবন লাভ করি আবার বার্ধক্যে উপনীত হই। আমরা এখানে ঘনিষ্ঠ হই আবার ছেড়ে যাই। বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করি। বেহেশতী হুরদের এ কথার প্রেক্ষিতে বেহেশতী নারীগণ বলে ওঠবে-

نَحْنُ مُصَلِّيَاتٌ مَا صَلَّيْتُهُنَّ.

আমরা তো পৃথিবীতে নামায পড়েছি, কিন্তু তোমরা কি নামায পড়েছ? আমরা পৃথিবীতে রোযা রেখেছি, তোমরা কি রোযা রেখেছ?

আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর নামে সম্পদ বিসর্জন দিয়েছি, তোমরা কি সম্পদ বিসর্জন দিয়েছ?

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, এই বিতর্কে দুনিয়ার নারীগণ বেহেশতী হুরদেরকে পরাজিত করবে। আর আমি বলি, এই নারী বেহেশতে গিয়ে যে বিতর্কে হুরদেরকে পরাজিত করবে শুধু তাই নয়। সে বেহেশতে যেমন জয়ী হবে, জয়ী এই পৃথিবীতেও। সে জয়ী ঈমানে, তাকওয়ায়, তাওয়াক্কুলে ও চরিত্রের পবিত্রতায়। তাই জান্নাতের হুরগণ দুনিয়ার নারীদের সেবিকা মাত্র। এক হাদীসে আছে- বেহেশতের হুরগণ

www.BANGLAKITAB.com

বেহেশতী নারীদের উদ্দেশ্যে বলবে– তোমরা তো দুনিয়ার সংকীর্ণতা পার করে এসেছো। তোমরা তো কবরের অন্ধকার পেছনে ফেলে এসেছো। তোমরা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছো। আবার মাটিতেই হারিয়ে গিয়েছো। কিন্তু আমরা, আমাদের জন্যই হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসে। আমাদের নিবাস এক চিরন্তন অট্টালিকায়। পক্ষান্তরে তোমাদের জন্ম হয়েছে মাটি থেকে। তারপর আবার কবরে এসে মিশে গেছো সেই মাটিতেই। সেখানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছো ভয়ানক অন্ধকারে। উত্তরে জান্নাতী নারীগণ বলবে, এতে সন্দেহ নেই আমরা মৃত্যুবরণ করেছি। তবে সেই মৃত্যু দান করেছেন আল্লাহ। তাই আমরা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি, তাঁরই প্রশংসা করি। কিন্তু তোমরা একটি কথার জবাব দাও–

اَلَيْسَ اَبُوْنَا اٰدَمُ سَجَدَتْ لَهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ

আমরা কি সেই আদমের সন্তান নই, যে আদমকে সমগ্র ফেরেশতা সিজদা করেছিলেন? আর সেই দৃশ্য আল্লাহ তাআলাও প্রত্যক্ষ করেছেন। বেহেশতী নারী আরও বলবে– রাত যখন ছিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আকাশের নক্ষত্রগুলো যখন অন্ধকারে মিলিয়ে যেত তখন আমরা উযু করে জায়নামাযে দাঁড়াতাম। আল্লাহর দরবারে সিজদা করতাম। আমাদের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু পড়তো। বলো, তোমরা সেই রাতের গভীরে সাধের ঘুম ছেড়ে ওঠার, রাতের গভীরে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ার স্বাদ কোথায় পাবে? সন্দেহ নেই, জান্নাতের ফলেও স্বাদ আছে। কিন্তু রাতের গভীরে উঠে আল্লাহকে ডাকার, আল্লাহর সামনে অশ্রু বিসর্জন দেবার যে স্বাদ, সে স্বাদ তুমি জান্নাতের মধ্যে কোথায় পাবে? সে স্বাদ তো তোমরা পাওনি। পেয়েছি আমরা। তাছাড়া আমরাই তো সেই ভাগ্যবতী কাফেলা– যাদের কোলে সম্মানিত নবীগণ লালিত হয়েছেন। আমরাই সেই ভাগ্যবতী জাতি– যারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাছাড়া সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা) আমাদের ঘরেই জন্মলাভ করেছেন। আমরাই তাঁকে কোলে তুলে লালন-পালন করেছি।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাক কালাম বয়ে এনেছেন। আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন।...

এভাবে বিতর্ক চলবে উভয়ের মাঝে। কে ফয়সালা দিবে? ফয়সালা ঘোষণা করবেন আল্লাহ। তিনি আরশ থেকে ফয়সালা ঘোষণা করবেন তাঁর বান্দীর পক্ষে। আল্লাহর ফয়সালা পেয়ে সগর্বে উঠে দাঁড়াবে জান্নাতী নারী। অপূর্ব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে সেই নারী। তার সে রূপ দেখে লজ্জায় সূর্যও মাথা নত করতে বাধ্য হবে। মূলত এটাই আমাদের লক্ষ্য। এটাই আমাদের পথ। এ পথেই আমাদেরকে চলতে হবে। আমরা এই পৃথিবীতে থাকতে আসিনি। এই পৃথিবী আমাদেরকে ছাড়তেই হবে। এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং এই দুনিয়ার রূপ সৌন্দর্য যেন আমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। আমরা যেন দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ে আমাদের মনযিল ভুলে না যাই।

বেহেশতের জান্নাতের পথ

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

বেহেশতে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণের পথ দিয়েই পৌঁছতে হবে। আমাদের জীবনে বাইরে থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। আমাদের এই শরীর ও অস্তিত্বকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা) একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা নারী হই আর পুরুষ হই আমরা যেন আমাদের অস্তিত্বকে সে পথে ব্যবহার করি। আমাদের শরীর যেন সে পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। সে পথের বাইরে যেন আমাদের মুখ না যায়, চোখ না যায়। আমাদের কান আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের চালচলন সবকিছুই যেন সে পথে পরিচালিত হয়। আমাদের অন্তরে যেন সদা জাগ্রত থাকে কেবলই আল্লাহ। এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। আর আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র পথ হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরিকা।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এমন অনুগ্রহ ইতোপূর্বে আর কোন নবী তাঁর উম্মতের প্রতি করেননি। তিনি

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের জন্যে যতটা কেঁদেছেন আর কেউ তাঁর উম্মতের জন্যে ততটা কাঁদেনি। তিনি আমাদের জন্যে যতটা বিচলিত হয়েছেন, তিনি আমাদের জন্যে যতটা নির্যাতন সয়েছেন ঠিক ততটা বিচলিত কিংবা ততটা নির্যাতিত আর কেউ হননি। তিনি আমাদের জন্যে তায়েফে নির্যাতিত হয়েছেন। নির্যাতিত হয়ে তিনি দৌড়ে পালাচ্ছেন, আর পেছন দিক থেকে পাথর বর্ষিত হচ্ছে। পা তুলছেন, উত্তোলিত পায়ে এসে পাথর পড়ছে। মাঠিতে পা রাখছেন পাথর এসে মাটিতে আঘাত করেছে। পাথরের আঘাতে পায়ের গোছা রক্তাক্ত হয়ে পড়েছে। আঘাতে আঘাতে পুরো শরীর নীলবর্ণ হয়ে ওঠেছে। অতঃপর শরীর থেকে রক্ত ঝরেছে। অনন্তর সেই রক্তে শরীরের সাথে জুতা মুবারক এমনভাবে লেপ্টে গিয়েছিল যে, পা থেকে জুতা আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হয়েও এ পথে এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অবশেষে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কাঁধে তুলে নেন এবং দৌড়ে এসে শত্রুদেরই একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সেদিনকার এই দুর্দশা দেখে শত্রু উতবা জাউজানীর পর্যন্ত চোখে পানি নেমে এসেছে। সেও আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলে উঠেছিল– দেখ, দেখ! মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কী অবস্থা! হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই দুর্দশা দেখে ভয়ঙ্কর শত্রুদের হৃদয়ও কেঁপে উঠেছিল। তাদের আত্মীয়তার বন্ধন মুহূর্তে নড়ে উঠেছিল। তাই তারা বাগান থেকে এক গোছা আঙুর এই বলে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, শত্রুতা শত্রুতার জায়গায়। কিন্তু তুমি তো আমাদের আত্মীয়। সুতরাং আমাদের এই আতিথেয়তা গ্রহণ কর। ভাববার বিষয় হলো, সেদিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কী করুণ দশা হয়েছিল যে, তাঁর সে রক্তাক্ত অবস্থা দেখে শত্রুপক্ষ পর্যন্ত বেদনা অনুভব করেছিল।

কিন্তু হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুভূতি দেখুন! যখনই তাঁকে সাহায্য করার জন্যে প্রতিপক্ষ আত্মীয়তার ছুঁতো ধরে এগিয়ে এসেছে তখন তিনি তাঁর জখমের কথা ভুলে গেছেন। আঙ্গুর হাতে উপস্থিত ক্রীতদাসটিকে দেখেই তিনি চকিত হয়ে বসেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

তুমি কে? তোমার বাড়ি কোথায়? সে তার পরিচয় দিতেই হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) বলে উঠলেন, তুমি নীনওয়া-এর অধিবাসী? সে তো আমার ভাইয়ের শহর। হযরত ইউনুস (আ.)-এর শহর। ক্রীতদাসটি বললো, আপনাকে ইউনুস (আ.)-এর সংবাদ কে বললো? আপনি কীভাবে জানলেন তিনি সেখানকার অধিবাসী ছিলেন? ইরশাদ করলেন- হযরত ইউনুস (আ.) নবী ছিলেন। আর আমিও তো নবী। এ কথা বলে তিনি সূরা ইউনুস তিলাওয়াত করতে লাগলেন। তিলাওয়াত শুনে সেই গোলাম হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পায়ে চুমু খেতে লাগলো এবং সে কালিমা পড়ে ঈমানদার হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে উতবা বলে উঠলো, হায়রে! অবশেষে আমার গোলামটিও বরবাদ হলো? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে যখন গোলামটি ফিরে এলো তখন উতবা বললো, তুমি জীবনে তো কখনও আমার পায়ে চুমু খেলে না, মুহাম্মাদের পায়ে চুমু খেলে কেনো? গোলাম বলে উঠলো, খোদার কসম! তিনি আল্লাহর নবী এবং সত্য নবী। তাঁর অনুসরণ ও তাঁর পায়ে চুমু খাওয়ার মধ্যেই জান্নাত নিহিত।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

দুনিয়ার এই জীবন পথে কোন দিকে তাকাবার অবকাশ আমাদের নেই। আমরা দেখব কেবলই আমাদের নবীকে। আমরা দেখব হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরিকাকে। দেখব তাঁর জীবনাদর্শকে। আমাদের কাজ হলো, কেবলই তাঁর সাথে তাঁর আদর্শে জীবনযাপন করা। অন্যকে দেখার কিংবা অন্য কোন পরিবেশের দিকে তাকাবার সুযোগ আমাদের নেই। আমাদের লক্ষ্য তো একটাই, আমাদের আল্লাহ কী চান?

আল্লাহ তাআলা তাঁর চাওয়ার কথা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চাওয়ার কথা আমাদেরকে দেখিয়েছেন। আমাদের কাজ হলো তাঁর দেখানো সে পথে পায়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া। আল্লাহ তা না জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা যদি সে পথে উঠে আসি তাহলে তিনি আমাদের হয়ে যাবেন। এখানে সাদা-কালো কিংবা নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। এটাই মূলত বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছার পথ।

একেকটি সুন্নাত হলো জান্নাতের মূল্য। হাত থেকে যদি একটি টাকা পড়ে যায় তাহলে কেউ একথা বলে না, একটা টাকাই তো! পড়ে গেছে,

www.BANGLAKITAB.com

ওঠাবার দরকার নেই। একটি ভোটের জন্যে রাজনীতিকরা জীবন বিলিয়ে দেয়। কেউ এ কথা বলে না, একটি ভোট তো। পেলে পেলাম, না পেলে না পেলাম। বরং তারা বলে, একটি ভোটের ওপরই আমার হারজিত নির্ভরশীল। একটি নাম্বারের জন্যে শিক্ষার্থীরা সারা রাত জেগে পড়াশোনা করে। তার পাস ফেল নির্ভর করে একটি নাম্বারের ওপর। অনুরূপভাবে একটি একটি টাকা করেই ধনকুবেরদের সঞ্চয়ের পাহাড় গড়ে ওঠে। মুমিন বান্দারাও একটি একটি সুন্নাত করে আল্লাহ তাআলার প্রতি ক্রমাগত এগিয়ে যায়। এমন নয়, এটা তো সুন্নাতই। করলে ভালো, না করলেও চলে। বরং সুন্নাতকে উপেক্ষা করার কারণে কিয়ামতের দিন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে বিতাড়িত হতে হবে। নবীর সুন্নাতকে উপেক্ষা করে কেউ আল্লাহর দরবারেও ঠাঁই পাবে না।

একবার ভেবে দেখুন, যদি আমাদের দেশের কোন সৈনিক ইন্ডিয়ান সৈনিকের উর্দি পরে তাহলে তার অবস্থা কী হবে? সে যদি হাজার চিৎকার করে বলে, আমি শুধু বিদেশী উর্দিটাই পরেছি, নতুবা আমার ভেতরে কোন কলংক নেই। আমার অন্তর মাতৃভূমির ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ। আমি আমার দেশের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক। তার এ কথা কি কেউ শুনবে? বরং বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী। তোমার পোশাকই বলে দিচ্ছে, তুমি বেঈমান। আমরা তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো। এজন্য বলি, শুধু অন্তরে নয়, আমাদের বাইরের রূপটাও বদলাতে হবে। আমাদের বাইরের দিকটাও হতে হবে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরিকা অনুযায়ী এবং এই বদলের সূচনাটাই হয় বাইরে থেকে। এটা শয়তানের প্রবঞ্চনা। শয়তান মানুষকে এই বলে ধোঁকা দেয়, প্রথমে ভেতরটা ঠিক কর। ভেতর ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন, শরীরের কাপড় ময়লা হয়ে গেলে আমরা কি সেটা খুলে ফেলে দিই না? কেন খুলে ফেলি? এই কারণেই তো খুলে ফেলি, কাপড়ের ময়লা আমাদের মন-মানসিকতাকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে। তাই আমরা ময়লা কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার কাপড়। তাছাড়া অপরিচ্ছন্ন পাত্রে তো আমরা পানিও পান করি না। গ্লাসে যদি তরকারীর ঝোল লেগে থাকে তাহলে সেই গ্লাসে কি কেউ পানি পান করতে চাইবে? যদি কেউ বলে তাহলে বলবে, গ্লাসটা ময়লা। তাই এতে পানি পান করতে রুচি হচ্ছে না। বিছানার চাদর যদি ময়লা হয়ে যায় তাহলে সেটাকে আমরা তুলে ফেলে দিই। এ কথা বলি না, হোক না

www.BANGLAKITAB.com

ময়লা, পাক তো! সুতরাং এর ওপর ঘুমুতে সমস্যা কোথায়? বরং বলি, এই ময়লা কাপড়ে শুতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কাপড়ের ময়লা ক্লেদ আমাদের ভেতরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে। অনুরূপভাবে পরিচ্ছন্ন কাপড় দেখলে, পরিচ্ছন্ন আসবাবপত্র দেখতে আমাদের ভেতরটা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খাবারের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই ভেতরটা আনন্দে নড়েচড়ে ওঠে। শোয়ার ঘরটা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তাহলে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বাইরের অবস্থা ভেতরে প্রভাব ফেলে। তাই কারও বাইরের অবস্থা যদি ভালো হয় তার ভেতরটাও ভালো হবে। এজন্যে ভেতরে রূপান্তরের সূচনা হয় বাইরের রূপান্তর থেকে। আমরা যদি মানুষের সৃষ্টি সূচনার দিকে তাকাই তাহলে সেখানেও দেখব, মায়ের গর্ভে প্রথম তার শরীর নির্মিত হয়। তারপর সেখানে রূহ্ আসে। মানুষ প্রথমে ঘর তৈরি করে, তারপর সেখানে আসবাবপত্র দিয়ে সাজায়। তাই মানুষের জাহিরই প্রমাণ করে তার বাতিন ও ভেতরটা কেমন।

আমরা যেভাবে ময়লা কাপড় খুলে রেখে দিই, যেভাবে বিছানার চাদরটা ময়লা হয়ে গেলে তুলে ফেলে দিই। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলাও ময়লা অন্তরকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমরা কতটা আত্মপ্রবঞ্চিত। আমরা নিজেদের জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কামরা পছন্দ করি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পছন্দ করি। প্রতিদিন গোসল করতে পছন্দ করি। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তো কাপড় দেখেন না, রঙ দেখেন না, বাড়িঘর দেখেন না। তিনি তো দেখেন আমাদের হৃদয়। আল্লাহ তাআলা বলেন– আমি জমিনে সমাসীন হই না, সমাসীন হই না আকাশেও। আমি সমাসীন হই আমার বান্দার হৃদয়ে। আর যে হৃদয়ে আল্লাহ আসীন হন, যে হৃদয়ে আল্লাহ আগমন করেন, সে হৃদয়কে আমরা দুনিয়ার ভালোবাসায় ক্লেদাক্ত করে রাখি। সম্পদের ভালোবাসায়, অলংকারের ভালোবাসায় অন্ধকার বানিয়ে রাখি। ভাববার বিষয়, এমন হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন, না ছুঁড়ে মারবেন। আল্লাহ তাআলা তো সোনা-রূপা দেখেন না। মূল্যবান পোশাক আর শরীরের সৌন্দর্য দেখেন না। তিনি দেখেন মানুষের হৃদয়। তিনি দেখেন হৃদয়ে কী কেবল আমিই আছি না অন্য কেউ।

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় অন্যকে শরীক করো না

হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.)-এর দরবারে এক মহিলা এসে আরয করলো, হযরত! যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পর্দার নির্দেশ না থাকতো, তাহলে আমি আপনাকে আমার চেহারা খুলে দেখাতাম। আমি দেখাতাম আমি কতটা রূপসী। অথচ তারপরও আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র.) বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে বিমূঢ়। বিষয়টা কী? একজন মহিলা সে তার অভিযোগ নিয়ে এসেছে। সে তার আত্মমর্যাদাবোধের কথা বলেছে। এতে বেহুঁশ হয়ে পড়ার কী আছে। কিছুক্ষণ পর যখন হযরত জিলানী (র.) হুঁশ ফিরে পেলেন তখন সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, শোন! এ একজন সাধারণ সৃষ্টি। একজন রূপসী নারী। অথচ সেও তার ভালোবাসায় কোনরূপ অংশীদারিত্ব মানতে নারাজ। তাহলে তোমরাই বলো, আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাঁর ভালোবাসায় কোন অংশীদারকে মেনে নিবেন? তিনি কত যে মহিমাময়! সৃষ্টি হয়ে আমরা অংশীদারকে মানতে পারি না। অথচ তিনি মেনে নিচ্ছেন। আমরা আমাদের হৃদয়ে কত অংশীদার বসিয়ে রেখেছি। তিনি সবই মেনে নিচ্ছেন এবং ক্রমাগত মেনে নিচ্ছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর পিতা থেকে চল্লিশ বছর বিচ্ছেদে রেখেছেন। চল্লিশ বছর পর পিতা-পুত্রের মিলন ঘটিয়েছেন। হযরত ইয়াকুব (আ.) পুত্রশোকে কাঁদতে কাঁদতে চোখ সাদা করে ফেলেছিলেন।

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। [ইউসুফ : ৮৪]

যখন মিলন ঘটলো তখন হযরত ইয়াকুব (আ.) আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন- হে আল্লাহ! এই দীর্ঘকাল তুমি কেন ইউসুফকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে? আল্লাহ বললেন- একবার তুমি নামায পড়ছিলে, ইউসুফ ছিল তখন খুবই ছোট। সে তখন বিছানায় শুয়ে কাঁদছিল। আর তখন তোমার মনোযোগ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ইউসুফের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছিল। তোমার এই আচরণ আমার আত্মমর্যাদাবোধে

www.BANGLAKITAB.com

আঘাত হেনেছে। এ কারণে আমি ইউসুফকে তোমার থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছেন, ইসমাইলের কণ্ঠে ছুরি চালাও। এটা এজন্য বলেছেন যেন আমরা এই ঘটনা থেকে শিখতে পারি, আল্লাহকে পাওয়ার এটাই পথ। এটাই আমাদের মিরাজ। যদি আল্লাহকে পেতে গিয়ে জীবন চলে যায় তাতেও আমরা রাজি। যদি জীবন বাঁচে তাতেও রাজি।

আসল প্রকৃত ঈমানের রূপ

ফিরাউনের একজন দাসী ছিল। সে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছিল। ঈমান লুকিয়ে রাখা যায় না। টাকা-পয়সাও লুকিয়ে রাখা যায় না। তার ঈমান গ্রহণের সংবাদ লুকানো থাকলো না। পৌঁছে গেল ফিরাউনের কান পর্যন্ত। তার দুই কন্যা ছিল। একজন দুগ্ধপায়ী। আরেকজন সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। ফিরাউন তাকে ডেকে পাঠালো। অতঃপর একজনকে তেল আনতে বললো। একটি বড় কড়াই আনতে বললো। তারপর আগুন জ্বালিয়ে কড়াইতে তেল ঢালা হলো। তেল গরম হয়ে যখন তাতে বুদ্বুদ উঠতে শুরু করলো তখন ফিরাউন তার দরবার ডাকলো। দরবারে সে ঈমানদার দাসীকেও ডাকলো। বললো, তুমি ইচ্ছে করলে এই গরম উত্তপ্ত তেলকে গ্রহণ করতে পারো। আবার ইচ্ছে করলে ধন-সম্পদ ও অপরিসীম ভোগ-সম্ভার গ্রহণ করতে পারো। বলো, তোমার কী মত? তুমি যদি আমাকে মানো তাহলে আমি তোমাকে সোনা-দানায় মুখ ভরে দিবো। আর যদি মুসার খোদাকে মানো তাহলে এই ফুটন্ত তেলে ডুবে মরতে হবে। প্রথমে এতে তোমার বাচ্চাদেরকে ডুবিয়ে মারবো, তারপর তোমাকে। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসী সেই নারী সেদিন কী বলেছিলেন? বলেছিলেন, এ তো আমার দু'জন সন্তান মাত্র। যদি আমার আরও সন্তান থাকতো তাহলে তাদেরকেও আমি জ্বলন্ত তেলে ছুঁড়ে মারতাম। সুতরাং তোমার যা খুশি তা কর।

আমরা মূলত এটাই চাই। আমরা চাই, এ দুনিয়ার প্রতিটি নারী-পুরুষ যেন এই ঈমানদার দাসীর পথেই উঠে আসে। একদিন আমাদের সকলকেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (সা)-এর সামনে দাঁড়াতে হবে। আমরা বলি, মানুষ কী বলবে? কিন্তু এ কথা ভেবে দেখি না, আল্লাহর রাসূল কী

www.BANGLAKITAB.com

বলবেন। আল্লাহর রাসূলকে তো উম্মতের সামনে আদর্শ তুলে ধরার জন্যে নিজ সন্তানের গলায় ছুরি চালাতে হয়েছে। আমাদের সন্তান কি নবীর সন্তানের চাইতেও বেশি দামী? কখনোই হতে পারে না।

ফিরাউন প্রথমে বড় মেয়েটাকে তুলে তেলে ফেলে দিল। সে সাথে সাথে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ঈমানদার মা কিছুটা ভড়কে গেল। যতকিছুই হোক, মা তো মা-ই। এ কারণেই আমি বলি, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে মায়ের ভালোবাসার সাথে তুলনা করেছেন। পিতার ভালোবাসার সাথে তুলনা করেননি। এ কথা বলেননি, আমি পিতার চাইতে সত্তরগুণ বেশি ভালোবাসি তোমাদেরকে। বরং বলেছেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের চাইতে সত্তরগুণ বেশি ভালোবাসি। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা ভাষায় ব্যক্ত করার মত নয়। তাই সে যখন তার চোখের সামনে নাড়ীর ধন সন্তানকে ফুটন্ত তেলে ঝলসে যেতে দেখলো, তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠলো। আল্লাহ তাআলা তখন অনুগ্রহ করে তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্যের পর্দা তুলে দিলেন। সে তখন তার সন্তানের আত্মাকে বেরিয়ে যেতে দেখলো। দেখলো সে আত্মা উজ্জ্বল নূরময়। আত্মা উড়ে যেতে যেতে বললো, মা! ধৈর্য ধর। বেহেশত প্রস্তুত হয়ে আছে। তারপর আনা হলো দুগ্ধপায়ী শিশুটিকে। দুগ্ধপায়ী শিশুর প্রতি মায়ের টান থাকে সকল সন্তানের চাইতে বেশি। তাকে তুলে নিয়ে যখন ফিরাউন ফুটন্ত তেলে ছুঁড়ে মারলো, তখন এই ঈমানদার নারী আবারও ভয়ে বেদনায় মমতায় কেঁপে ওঠলো। কিন্তু এবারও আল্লাহ তাআলা তার চোখ থেকে অদৃশ্য জগতের পর্দা তুলে দিলেন। মা তাকিয়ে দেখলেন, তার সন্তানের প্রাণ উড়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে বলে যাচ্ছে, মা, মা! ধৈর্য, ধৈর্য! বেহেশত, বেহেশত, বেহেশত! অতঃপর ফিরাউন এই ঈমানদার দাসীকেও তুলে জ্বলন্ত কড়াইয়ে ছেড়ে দিল। পুড়ে শেষ হয়ে গেল তিনটি জীবন্ত প্রাণ। তাদের হাড়গোড়গুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হলো।

এই ঘটনার দুই হাজার বছর পর যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মিরাজের রজনীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে দুই রাকাত নামায পড়ে আকাশের দিকে যাত্রা শুরু করেন তখন জান্নাতের সুগন্ধি পেয়ে বলেন—

www.BANGLAKITAB.com

جِبْرَائِيْلُ! اَشَمُّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ -

উত্তরে হযরত জিবরাইল (আ.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সুগন্ধি ফিরাউনের সেই দাসীর কবর থেকে পাচ্ছেন।

মূলত এই প্রেরণাই অর্জন করতে হবে আমাদের। এই প্রেরণা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে দুনিয়ার প্রতিটি নর-নারীর হৃদয়ে। মনে রাখতে হবে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নবীর আগমন হবে না। এ সুবাদে আমরাও সর্বশেষ উম্মত। আমাদের পরও এই পৃথিবীতে আর কোন উম্মতের আগমন ঘটবে না। সুতরাং এখানে আমরা শুধু আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করবো– এটা কখনও কাঙ্ক্ষিত নয়। আমরা এই পৃথিবীতে সুখের নিবাস নির্মাণ করার জন্যে আসিনি। এখানে থাকতে হবে, তাই প্রয়োজনে ঘর বানানো। সেটা শুধুই প্রয়োজন পরিমাণে। এখানে আমরা পোশাক-আশাক, খানাপিনা যতটুকু গ্রহণ করবো শুধুই প্রয়োজনের খাতিরে। লোক দেখানোর জন্যে নয়। আরাম- আয়েশ আর চাকচিক্যময় সজ্জিত জীবন সে তো জান্নাতের জন্যে। এই পৃথিবীতে ঈমানদারের জীবন হবে কেবলই প্রয়োজনের ভেতর সীমাবদ্ধ। এই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তো এতটা সীমায় রেখেছেন। বলে দিয়েছেন, আমরা যেন ফল খাওয়ার সময় আমাদের প্রতিবেশী অসহায় গরীব-দুঃখীদেরকেও শরীক করি। আর যদি তা না পারি তাহলে যেন ফল খেয়ে ফলের ছিলকা বাইরে না ফেলি। কারণ, আমাদের ফলের খোসা দেখে তাদের সন্তানের মনে আঘাত লাগবে। এক কথায়, মুমিনের পার্থিব জীবন হবে একান্তই সাদাসিধে। আর জান্নাতের জীবন হবে আলীশান, বর্ণাঢ্য।

এই পৃথিবীতে আমাদের মূল কর্তব্য হলো, আল্লাহর দ্বীনের পয়গামকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। পূর্ব থেকে পশ্চিম সাদা-কালো, আরব-আজম, নারী-পুরুষ কেউ যেন দ্বীনের আলো থেকে বাইরে না থাকে। আমরা ভেবে দেখেছি কি, আজ পৃথিবী থেকে কত মুসলমান নারী-পুরুষ তাওবা ছাড়া বিদায় নিচ্ছে। অথচ তাওবা ছাড়া তাদের এই বিদায় হবে জাহান্নামের পথে যাত্রা। এই পৃথিবীতে কি পরিমাণে হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, মুশরিক আপন আপন পথে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে সে কথা কি আমরা ভেবে দেখছি? অথচ এটা ছিল আমাদের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

www.BANGLAKITAB.com

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

আমাদেরকে আমাদের জীবনে পরিপূর্ণ দ্বীন অনুসরণ করতে হবে। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে পরিপূর্ণ দ্বীনের পয়গাম। আমরা যেহেতু সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ উম্মত তাই আমাদের কর্তব্যও অপরিসীম। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষ বুড়ো-শিশুর সামনে এ কথা তুলে ধরতে হবে, আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের সফলতা শুধুই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত। একদা মুসলমানগণ এই সাধনায় সদা নিমগ্ন ছিলেন। তখন ইসলামও ছিলো। ছিলো সম্প্রসারমান। যখন আমরা এই দ্বীনের পয়গামকে ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি তখন আমাদের থেকেও দ্বীন বিদায় নিতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাআলা তো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পবিত্র ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ.

আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত করলাম সম্পূর্ণ। [মায়িদা : ৩]

অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনার প্রান্তরে ঘোষণা করলেন–

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

তোমরা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ পয়গাম পৌঁছে দাও।

এটা এক চিল্লা, দুই চিল্লা কিংবা চার চিল্লার বিষয় নয়।

ইমাম গাযালী (র.) লিখেছেন– যদি এই পৃথিবীতে কোন কাফির ব্যক্তি মারা যায় আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাকে ঈমানের কথা না বলা হয়ে থাকে তাহলে এর জন্যে সমগ্র উম্মাহকেই জবাবদিহী করতে হবে। চাই সে আবিদুল হারামাইন হোক, কিংবা হোক মসজিদের কবুতর। সকলকেই এই দায়িত্ব লঙ্ঘনের জন্য আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহী করতে হবে।

www.BANGLAKITAB.com

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

মূলত হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই প্রেরণাই দিয়ে গেছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছ থেকে এই প্রেরণাই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁরা এই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীব্যাপী চষে বেরিয়েছেন। তাঁদের সেই ঈমানী কাফেলায় পুরুষগণ ছিলেন, ছিলেন সাথে নারীগণও।

খাতুনে জান্নাত উম্মে হারাম (রা.)

হযরত উম্মে হারাম. বিনতে মালহান (রা.) ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তা এক ভাগ্যবতী নারী। তাঁর ঘরেই আরাম করছিলেন সারা জাহানের বাদশাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শোয়া থেকে হাসতে হাসতে ওঠলেন। তাঁকে ঈষৎ হাসিতে উদ্ভাসিত দেখে হযরত উম্মে হারাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী হয়েছে? ইরশাদ করলেন– আমি এইমাত্র দেখলাম, আমার উম্মতের একটি কাফেলা রাজা-বাদশাহদের মতো সমুদ্রের পথে যাচ্ছে। উম্মে হারাম (রা.) আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুআ করে দিন যেন আমিও এই কাফেলায় শরীক হতে পারি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে দুআ করলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) যখন কুবরুসের উদ্দেশ্যে নৌপথে সফর করেন তখন তাঁর কাফেলায় স্বীয় স্বামীর সাথে এই উম্মে হারাম (রা.)ও ছিলেন। সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। আজও পর্যন্ত সেখানেই তাঁর কবর রয়েছে। তাই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত যেভাবে অতীতকালে পুরুষরা বয়ে বেড়িয়েছে, তেমনি বয়ে বেড়িয়েছে নারীরাও। নারীরা পুরুষদের মতো সামগ্রিকভাবে আল্লাহর পথে বের হতে না পারলেও শর্তসাপেক্ষে বেরিয়েছেন এবং আল্লাহর দীনের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

হযরত আসমা (রা.)-এর ত্যাগ

হযরত যুবাইর (রা.) হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বিখ্যাত দশ সাহাবীর অন্যতম। তিনি ছিলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একান্ত প্রিয়ভাজনদের একজন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন–হে তালহা! হে যুবায়ের! বেহেশতে প্রত্যেক নবীরই দু'জন সঙ্গী থাকবে। এটা অনেকটা আমাদের কালের দেহরক্ষীর মতোই। বেহেশতে প্রত্যেক নবীর সাথেই তাঁর ডানে এবং বামে দু'জন সঙ্গী থাকবেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার সঙ্গী হবে তালহা তুমি এবং যুবাইর। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, হযরত যুবাইর (রা.) এই মর্যাদায় কীভাবে উত্তীর্ণ হলেন? মূলত এ পথে চলতে তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী হযরত আসমা (রা.)। তিনি তাঁর স্বামীকে তাঁর পাওনা অধিকারে ছাড় দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, এই পৃথিবীতে তোমার কাছে আমার কোন দাবী নেই। দাবী কিছু থাকলে পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে নেব। পরবর্তীকালে হযরত আসমা (রা.) তাঁর নিজের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, হযরত যুবায়ের (রা.) সর্বদাই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে থাকতেন। আমার ঘরে কিছুই ছিল না। কাজের দাস-দাসীও ছিল না। সব কাজ নিজ হাতে করতাম। ঘরের এবং বাইরের। শুধু নিজের খানাপিনাই নয়, ঘোড়া ও উটের খাবারও আমাকেই সংগ্রহ করতে হতো। কখনও কখনও একদিন দুইদিন তিনদিন পর্যন্ত অনাহারে কাটাতে হতো। বাবা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাছে কখনও অভিযোগ করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। তাঁর কাছেও অভিযোগ করিনি। স্বামী আছেন কিন্তু তাঁর সাথে অধিকারের কোন লড়াই নেই। আমাদের মেয়েরা তো এক্ষেত্রে কোনরূপ বিলম্ব বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। তারা তাদের অধিকারের ক্ষেত্রে একবিন্দু ছাড় কিংবা সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয় না। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থেই ভাগ্যবতী, তারা এই ভেবে নিজের অধিকার ক্ষমা করে দেয় পরকালে আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে নিবে।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। এক ব্যক্তি আল্লাহর দরবারের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে পেছনে আসছে আরেক ব্যক্তি। এসে আরয করছে– হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার হক মেরে খেয়েছে। তুমি আমার হক আদায় করে দাও। মূলত এ ব্যক্তি দুনিয়াতে সামর্থ্য ছিল না বলেই তার হক দিতে পারেনি। তখন আল্লাহ তাআলা

www.BANGLAKITAB.com

বলবেন, তার কাছ থেকে আমি তোমাকে কী আদায় করে দিবো? তার কাছে তো কিছুই নেই। তখন সে বলবে, তার থেকে কিছু নেকী আদায় করে দাও। আমার কিছু গুনাহ তার কাঁধে চাপিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, উপরের দিকে তাকাও। সে উপরের দিকে তাকাবে। দেখবে, আলীশান জান্নাত। বিশাল বিশাল সোনা-রূপার মহল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! এটা কোন নবীর বেহেশত? এটা কোন শহীদ কিংবা সিদ্দীকের বেহেশত? আল্লাহ তাআলা বলবেন– যে এর মূল্য আদায় করবে এটা তারই বেহেশত। আরয করবে– হে আল্লাহ! এর মূল্য কী? আল্লাহ বলবেন– যে নিজের পাওনা মাফ করে দেয়, এই বেহেশত তার। এ কথা শোনার পর সে আরয করবে– আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পাওনা এর কাছ থেকে নেব না। তুমি আমাকে বেহেশত দিয়ে দাও। সুতরাং যে সকল নারী স্বামীদেরকে পাওনা অধিকার ছাড় দিয়ে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দিবেন তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিজের পক্ষ থেকে দিবেন, নিজের খাজানা থেকে দিবেন। যেভাবে হযরত আসমা (রা.) নিজের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। জীবনে দুঃখ-যাতনাকে অবিরাম সয়েছেন, কিন্তু স্বামীর কাছে অভিযোগ করেননি, অভিযোগ করেননি আল্লাহর রাসূলের কাছেও।

হযরত আসমা (রা.) বলেন, ক্ষুধা-দারিদ্র ছিল আমার পরিবারের সব সময়ের সঙ্গী। আমাদের পাশেই থাকতো এক ইহুদী পরিবার। একবার তাদের ঘরে বকরি জবাই হলো। যখন গোশত রান্না হচ্ছিল তখন তার সুবাসে আমি অস্থির হয়ে গেলাম। আমি আগুন আনার ছুতো করে তার কাছে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আগুন আনার বাহানায় যাই, সে হয়তো আমাকে এক দুই টুকরা গোশত খেতে দিবে। কিন্তু সে আমাকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করলো না। আমার হাতে আগুন ধরিয়ে দিল। আমি আগুন নিয়ে ঘরে ফিরলাম। অথচ আমার ঘরে রান্না করার মতো কিছুই নেই। আগুন নিয়ে আমি কী করি! আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু কোনভাবেই ক্ষুধা আমাকে ধৈর্য ধরতে দিচ্ছিল না। আমি আবার আগুন আনতে গেলাম। এবারও সে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমার

www.BANGLAKITAB.com

হাতে আগুন তুলে দিল। ঘরে এসে আমি আগুন ফেলে দিলাম। কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রনায় আমি কোনভাবেই স্থির থাকতে পারছিলাম না। এই দৃশ্য আল্লাহ পাক দেখছিলেন। তিনি তো চাইলে তাঁর স্বামীর কাছে নিজের পাওনা দাবী করতে পারতেন। যদি স্বীয় অধিকারের কথা বলে স্বামীকে ঘরে ধরে রাখতেন, তাহলে হয়তো হযরত যুবাইর (রা.) জান্নাতে নবীর সঙ্গী হওয়ার গৌরবময় সুসংবাদ লাভ করতে পারতেন না। প্রশ্ন হলো, হযরত যুবাইর (রা.) যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হয়ে জান্নাতে যাবেন হযরত আসমা (রা.) কি তখন তাঁর সাথে যাবেন না। অবশ্যই তিনিও তো সাথে যাবেন। একেই তো বলে বুদ্ধিমতী নারী। এই দুনিয়ার সামান্য সুখ বিসর্জন দিয়ে কত বড় সম্পদ গড়ে তুলেছেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমি তৃতীয়বার আগুন আনতে গেলাম। পূর্বের ন্যায় এবারও সে আমাকে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমার হাতে আগুন তুলে দিল। আমি আগুন নিয়ে ঘরে ফিরে এসে বসে পড়লাম এবং খুব কাঁদলাম। আল্লাহকে বললাম, হে আল্লাহ! এই দুঃখ-যন্ত্রণার কথা আর কাকে বলবো? আমার সামনে তো একমাত্র তুমিই। তোমাকে ছাড়া আর কার কাছে দুঃখের কথা বলবো?

এবার আল্লাহ তাআলার করুণা তাঁর প্রতি উথলে উঠলো। প্রতিবেশী ইহুদী খানা খাওয়ার জন্যে ঘরে আসলো। গোশতের একটি পাত্র তার সামনে রাখা হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের ঘরে কি কেউ এসেছিল? স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, এই প্রতিবেশী আরব মহিলা আগুন নেবার জন্যে দুই তিনবার এসেছিল। স্বামী বললো, আমি পরে খাবো। প্রথমে এই আরব মহিলার ঘরে এক বাটি গোশত দিয়ে আসো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, বাইরে গোশতের বাটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে ইহুদী মহিলা। আর আমি ঘরে বসে কাঁদছি। অতঃপর সে ইহুদী নারী আমার সামনে গোশতের বাটিটি রাখলো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তখন এই গোশতের পেয়ালা আমার কাছে সমগ্র দুনিয়ার চাইতেও বেশি দামী ছিল।

আল্লাহু আকবার! ইসলাম তো এভাবেই প্রসারিত হয়েছে। ইসলাম বাতাসে উড়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েনি। এর পেছনে রয়েছে সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী। সাহাবায়ে কিরামের আম্মাগণ যদি আমাদের মায়েদের মতো নিজ সন্তানদেরকে চোখের আড়াল হতে না দিতেন, তাঁদের স্ত্রীগণ

www.BANGLAKITAB.com

যদি স্বামীদেরকে আগলে রাখতেন তাহলে আমরা এই ভারতবর্ষে বসে ইসলাম পেতাম না।

আমাদের এই ইসলামের সকল অংশ মূলত মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম (র)-এর অনুগ্রহ। প্রাচীন সিন্ধুর বিরাট অঞ্চল দীপালপুর থেকে কাশ্মীরে এসে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সর্বমোট চার মাস অবস্থান করেন। চার মাস অতিক্রম করার পর সোয়া দুই বছর এই সিন্ধুতেই কাটিয়ে দেন এবং এখানেই শাহাদাতবরণ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে চার মাসের বেশি দেখেননি। স্ত্রীও স্বামীকে চার মাসের অধিক সময় দেখেনি। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এই ত্যাগ সুযোগ করে দিয়েছিল অগণিত মানুষকে ইসলাম দেখার। এই মহান দম্পতি কিয়ামতের দিন যে শান ও মর্যাদার সাথে জান্নাতে যাবে তাদের ত্যাগের সেই বিনিময়কে কি কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায়?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমাদের কর্তব্য হলো, সমগ্র পৃথিবীতে এই দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের অন্তরে মানুষের দরদ এবং মানুষের প্রতি ব্যথা বেদনা থাকতে হবে। দুনিয়ার একটি মানুষও যেন জাহান্নামে না যায়– এই প্রেরণা নিয়ে আমাদেরকে সঠিক পথে চলতে হবে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নবুওতের ধারা যখন পরিসমাপ্তি ঘটেছে তখন তো আমাদেরকেই দায়িত্ব নিতে হবে দ্বীনের। পুরুষরা পুরুষদেরকে বুঝাবে, নারীরা বুঝাবে নারীদেরকে। স্মরণ রাখতে হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহ হিসেবে মুক্তির জন্যে শুধু নামায রোযাই যথেষ্ট নয়। আমরা তো বনি ইসরাইল নই যে, ঘরের কোণে বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ করবো আর রেহাই পেয়ে যাবো। আমাদেরকে দেখতে হবে, আমাদের নবীর আদর্শ কী? মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত শোনানোর জন্যে তিনি সর্বদা কতটা অস্থির থাকতেন সে কথা আমাদেরকে ভাবতে হবে।

শ্রেষ্ঠ শহীদের শাহাদাত বরণ

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচে প্রিয় চাচা হযরত হামযা (রা.)। তাঁরই হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রা.)। হত্যাও কোন সাধারণভাবে নয়। হত্যা করার পর তাঁর নাক কান কেটে দিয়েছে। বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা বের করে এনে চিবিয়েছে। হযরত হামযা (রা.)-

www.BANGLAKITAB.com

এর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও ফুঁপিয়ে কেঁদেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ দেখে তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। আর তখনই হযরত জিবরাইল (আ.) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা বলছেন, আপনার কান্না আমার ভালো লাগছে না। আপনি ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার চাচার কথা আরশের উপর লিখে দিয়েছি-

أَسَدُ اللّٰهِ وَأَسَدُ رَسُوْلِهٖ۔

হামযা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সিংহ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তরবার তাঁর জানাযা পড়েন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। মদীনায় তখন তাঁর বংশের হামযা, আলী ও আকীল (রা.) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নারীও না, পুরুষও ছিল না। যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন তখন ঘরে ঘরে আনসারী নারীগণ তাদের শহীদদের জন্যে কান্নাকাটি করছিল। এই দৃশ্য অবলোকন করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে বেদনা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠলো। দুচোখ বেয়ে নেমে আসলো অশ্রুধারা। হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসলো দীর্ঘ নিঃশ্বাস। আহা! আমার চাচার জন্যে কাঁদবার মতো কেউ নেই। সবার জন্যে কাঁদার লোক আছে, কিন্তু আমার চাচার জন্যে কাঁদার কেউ নেই।

তিনি সেদিন কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন? তাঁর হৃদয়ে কতটা কষ্ট জমেছিল। কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যার প্রতি! অথচ এই ওয়াহশীকেও তিনি বলেছিলেন– ওয়াহশী! তুমি যদি মুসলমান হও তাহলে জান্নাতে যাবে। অথচ আমাদেরকে কেউ যদি গালাগাল দেয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হই। আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের চাচার ঘাতককে বলছেন, যদি কালিমা পড় তাহলে জান্নাতে চলে যাবে। ওয়াহশী বলেছিল, আমি এত বড় পাপী, আমি কালিমা পড়লে কী হবে? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– তাওবা কর, নেক আমল কর– আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। শিরক ছাড়া অন্য সকল পাপই মহান আল্লাহ ক্ষমা করে

www.BANGLAKITAB.com

দিবেন। ওয়াহশী বলেছিল, তিনি যাকে খুশি তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদি আমাকে মাফ না করেন তাহলে আমার কী হবে? এ কথা কোরআন শরীফে আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন–

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। [যুমার : ৫৩]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ওয়াহশী'র এই কথোপকথন সামনাসামনি হয়নি। ওয়াহশী তখন ছিল তায়েফে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বিশেষ দূত মারফত তাকে এই পয়গাম শোনান। এই সান্ত্বনার বাণী শোনার পর সে চেহারা আবৃত করে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মাথা নিচু করে উপবিষ্ট ছিলেন। মুখের কাপড় সরিয়ে ওয়াহশী ঘোষণা দেয়–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

মুখের কাপড় সরাতেই উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা.) তরবারি কোষমুক্ত করে দাঁড়িয়ে যান। তাকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবায়ে কিরামকে বলেন– এ তো কালিমা পড়ে ফেলেছে। তোমরা সরে যাও। কেননা, একজন মুসলমান হওয়া আমার কাছে হাজারজন কাফির হত্যা করার চাইতে অধিক প্রিয়। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اِنَّتَ اَوَ وَحْشِىٌّ

তুমি কি ওয়াহশী?
জি, আমিই ওয়াহশী।
বললেন, তুমি আমার সামনে বসো।
সামনে বসার পর জিজ্ঞেস করেন–

كَيْفَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ -

www.BANGLAKITAB.com

তুমি আমার প্রিয় চাচাকে কীভাবে হত্যা করেছিলে?

সাত বছর গত হয়ে গেছে, কিন্তু অন্তরের ঘা এখনও শুকায়নি। চাচাকে হত্যা করার কষ্ট এখনও ভুলতে পারেননি। তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইরশাদ করলেন–

وَيْحَكَ ضَيِّفْ عَنِّي وَجْهَكَ

ওয়াহশী! তুমি কখনও আমাকে তোমার চেহারা দেখাবে না।

ভাববার বিষয় হলো, যার মুখ দেখতে প্রস্তুত নন তাকেও কী করে জান্নাতে পৌঁছানো যায় সে কথা ভাবতে ভুলেননি।

আমাদেরও তাঁর উম্মত হিসেবে মানুষের প্রতি এই দরদ ও ভাবনা পোষণ করতে হবে। কী করে দুনিয়ার প্রতিটি মানব জাহান্নাম থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের পথ পাবে আমাদেরকে সে কথা ভাবতে হবে এবং সে ভাবনা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে হবে। আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক সেই তাওফীক দিন। আমীন।

ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) ও নারী জাতি

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَمَّا بَعْدُ

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

প্রতিটি মানুষের শরীরে একটি অন্তর রয়েছে। আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার ও নিয়ম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত হলো– এই একটি অন্তরে কখনও দুটি চিন্তা একত্রিত হতে পারে না। দুটি শোক একত্রিত হতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হলো, যে অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা ঠাঁই পেয়েছে আল্লাহ তাআলা সে অন্তরে আখিরাতের চিন্তা ঠাঁই দিবেন না। পক্ষান্তরে যে অন্তরে আখিরাতের চিন্তা ঠাঁই পাবে সে অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা ঠাঁই পাবে না। আরও সহজ কথায়, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সুখ বিলাসের পেছনে ছুটবে, আল্লাহ তাআলা তাকে পরকালের সুখ বিলাস থেকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি পরকালীন সুখ–শান্তির আশায় সচেষ্ট হবে সে পার্থিব জগতে আরাম-আয়েশের পথকে পরিহার করেই জীবনযাপন করবে।

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়ার চিন্তা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ هَمُّهُ طَلَبَ الدُّنْيَا، فَرَّقَ اللّٰهُ عَنْهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ عَنْهُ فِىْ قَلْبِهٖ، اَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ.

যে ব্যক্তি দুনিয়ার পেছনে পড়ে যায়, দুনিয়ার শান-সৌন্দর্য যার উদ্দেশ্য পরিণত হয় আল্লাহ তাকে দুনিয়ার ক্ষেত্রেও অস্থির করে রাখেন। তার রিযিক বাড়িয়ে দেন। তার অন্তর ভরে দেন দুনিয়ার চিন্তা দিয়ে। তাকে ক্লান্ত করে দেন, আর আখিরাত তার থেকে দূরে সরে যায়। অথচ দুনিয়াতে তকদীরের বাইরে সে কিছুই প্রাপ্ত হয় না।

আখিরাতের চিন্তা ভাবনা

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সর্বদাই আখিরাতের কথা ভাবে, তার কান্না ও অস্থিরতা পরকালকে কেন্দ্র করেই সে দুনিয়ার সুখ-বিলাসের কথা ভুলে যায়। তার অন্তর জুড়ে সর্বদাই বিরাজ করে পরকালের চিন্তা। তার মন ও ভাবনায় সদা ঘুরে ফিরে কবরের অন্ধকার ঘর। সে কখনও দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে পাত্তা দেয় না। গভীর রাতে উঠে নিরালায় বসে কবরের ধ্যান করে। সে ভাবে, একদা শরীরের এই শক্তিশালী হাড়গুলো পৃথক হয়ে পড়বে। শরীরের ওপর পোকা-মাকড় ঘুরে বেড়াবে। সে ভাবে, হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। এই ভাবনা তাকে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হতে দেয় না। তার অন্তরকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করতে দেয় না। অথচ এই ভাবনার কারণে যে সে তার তাকদীরের রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় তাও নয়। কারণ, আমার নামে যা কিছু বরাদ্দ রয়েছে দুনিয়ার কোন শক্তি তা কেড়ে নিতে পারবে না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلَا اِنَّ جِبْرَائِيْلَ نَفَثَ فِىْ رَوْحِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا

শোন, হযরত জিবরাইল (আ.) আমাকে বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি তার রিযিককে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করে শেষ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মৃত্যুবরণ করবে না।

www.BANGLAKITAB.com

এটা আমাদের প্রভুর রীতি। যদি কারও অন্তরে আখিরাতের ভাবনা থাকে, তাহলে এই দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক তাকে স্থিরতা দান করেন। আর যদি কারও অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা এসে ভর করে, তাহলে সেখান থেকে আখিরাতের চিন্তা বেরিয়ে যাবে। যদি কেউ আল্লাহকে ভালোবাসে তাহলে তার অন্তরে পার্থিব ভালোবাসা ঠাঁই পায় না। আর যে অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা জেঁকে বসে সে অন্তর থেকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ভালোবাসা কেড়ে নেন।

একবার যার মাথায় জান্নাতের চিন্তা ঢুকেছে, নেকীর প্রতিযোগিতায় অন্য কেউ তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। একবার যার ভেতরে জাহান্নামের ভয় ঢুকেছে, দুনিয়ার সুখ-শান্তিকে সে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারে না।

রাসূল (সা.) বলেছেন-

يَا مُعَاذُ إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمِ فَإِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ .

হে মুআয! বিলাসিতা থেকে বিরত থেক। কারণ, আল্লাহর বান্দাগণ কখনও বিলাসী হয় না।

এই দুনিয়াটা হলো একটা রাস্তা মাত্র। এই রাস্তা পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে সামনে যেতে হবে। কেউ আজ যাবে, কেউ যাবে কাল। শখে-স্বপ্নে যাই কিছু কুড়াচ্ছি আমরা, সবই রেখে যেতে হবে এখানে।

এই পৃথিবীতে আমরা সুখভোগের উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। অতঃপর যখন ভোগ-বিলাসের সময় হয় তখন মৃত্যু এসে দুয়ারে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। জীবন মুহূর্তে সংকোচিত হয়ে ওঠে। বিদায় নিতে হয় নীরবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায় উপকরণ পড়ে থাকে পাশে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, এটা ভোগের জায়গা নয়। মূলত এটা হলো, আখিরাতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করার স্থান। এই দুনিয়াটা হলো কবরের কথা ভাববার জায়গা। এ কথা ভাববার জায়গা, আমাকে একবার আল্লাহ্ পাকের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত রাবি' ইবনে খুফফাইন (র.) একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সময়কার কিছু লোক তাঁকে খুব হিংসা করতো। সেকালে এক ব্যভিচারী নারী ছিল। রূপে- সৌন্দর্যে ছিল প্রবাদতুল্য। হিংসুকরা তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে রাজি করালো সে হযরত রাবি' (র)-কে বরবাদ করে ছাড়বে। মানবতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনার সূচনা হয়েছিল নারী থেকে। বিশেষ করে নারী ও পুরুষরা যখন অবাধ মেলামেশা করে তখন শয়তান ফিতনা উস্কে দেয়। তাছাড়া ধন-সম্পদের মোহ মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। যেমনটি আজকের সমাজের প্রতি তাকালেই আমরা দেখতে পাব। যাই হোক সেই ব্যভিচারিণী তার সবচাইতে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করলো। খুব সুন্দরভাবে সাজগোজ করলো। শরীরে সুগন্ধি মাখালো। অতঃপর হযরত রাবি' ইবনে খুফফাইন (র.) যখন রাতের বেলা নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হলেন তখন সে রূপসী নারী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। তুলে নিল মুখের পর্দা। তার উপর হযরত রাবি' (র)-এর দৃষ্টি পড়তেই তিনি সাথে সাথে দৃষ্টি অবনত করেনিলেন এবং বললেন, শোন বোন! যে সৌন্দর্য নিয়ে তোমার এত বড়াই, যে রূপের ভরসায় তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করতে এসেছো, তুমি একবার সেই দিনের কথা স্মরণ কর যেদিন আল্লাহ পাক তোমাকে কোন অসুস্থতায় আক্রান্ত করবেন। বলো, সেদিন তোমার চেহারার ঔজ্জ্বল্য কোথায় যাবে? তোমার দেহের হাড়গুলো যখন কংকালের মতো বেরিয়ে আসবে– বলো, সেদিন তোমার রূপ সৌন্দর্য যাবে কোথায়? তুমি বলো, যখন তোমাকে কবরে রাখা হবে, যখন তোমার দেহের ওপর কবরের পোকা-মাকড় নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াবে, তোমার চোখগুলো খেয়ে ফেলবে, তোমার চুলগুলো উপড়ে ফেলবে, তোমার হাড়গুলো দেহ থেকে পৃথক হয়ে পড়বে– তখন তো তুমি হবে একটি নিথর কংকাল। তুমি একবার সেই দিনের কথা ভেবে দেখ, যেদিন তোমাকে মুনকার-নাকীর তুলে বসাবে। অবশেষে তোমাকে তোমার কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। বলো, কী রূপ সৌন্দর্য নিয়ে আজ তুমি বড়াই করছো? তোমার এই রূপ-সৌন্দর্য তো কালই পোকা-মাকড়ের খোরাক হবে।

হৃদয়ের দরদ ও ব্যথাবিজড়িত একেকটি বাণী ব্যভিচারী নারীর হৃদয়ে আঘাত হানলো এবং তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পথভ্রষ্ট করতে আসা

www.BANGLAKITAB.com

নারী নিজেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে পথের উপর। অতঃপর যখন সে হুঁশ ফিরে পায় তখন সাথে সাথে তাওবা করে। পরবর্তীকালে সে তার সময়কার অনেক বড় ওলী ও তাপসী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তার কাছে দু'আ চাইতে আসতো।

বিচার দিবসের কার্যাবলী

প্রিয় বোনেরা আমার,

আমরা তো দুনিয়ার ফাঁদে এমনভাবে আটকে গেছি, আমাদের যে একটা পরকাল আছে সেকথা ভুলেই গেছি। ভুলে গেছি, আমাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। ভুলে গেছি, হাশরের মাঠের সে অবস্থা হবে ভয়াবহ। সেখানে কারও আপন বলতে কেউ থাকবে না।

আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন-

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ....

সেদিন মানুষ তার ভাই মা বাবা স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দৌড়ে পালিয়ে বেড়াবে। সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই এমন ভয়াবহ অবস্থা হবে, যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত করে রাখবে। [আবাসা: ৩৪-৩৭] কোরআন

সকলেই নিজের ভাবনায় ব্যাকুল থাকবে। কেউ কারও কাছে যাবে না। সবার একই আর্তনাদ হবে, নাফসী, নাফসী! হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও। চারদিকে প্রহরী ফেরেশতাগণ সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকবে। জাহান্নামের ভয়ানক চিৎকার হৃদয়কে সদা কম্পিত করে রাখবে। জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দীর্ঘ লেলিহান শিখা প্রতিটি মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখবে। কম্পিত মনে সদাই পেরেশান থাকবে, আমাকে হিসাবের পাল্লার সামনে দাঁড়াতে হবে।

হিসাবের মুখোমুখি হতে হবে, আমাকে আপনাকে সকলকেই। কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। জবাব দিবে দুর্বল অসহায় বান্দা-বান্দী। নারীদের অন্তর তো এমনিতেই দুর্বল হয়। এই দুর্বল নারীকেই যখন আল্লাহ তাআলা সরাসরি নাম ধরে ডাকবেন এবং প্রশ্ন করবেন-

www.BANGLAKITAB.com

أَيْنَ مَا أَعْطَيْتُكَ ؟ أَيْنَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَيْكَ... ؟

তোমাকে যা দিয়েছিলাম তা কোথায়? তোমাকে যা পরিয়েছিলাম তা কোথায়? যে সম্পদ, রিযিক ও ইলম তোমাকে দান করেছিলাম তা কোথায়?

তখন প্রতিটি মানুষ গাছের পাতার ন্যায় কাঁপতে থাকবে।

সেদিনের সেই পরিস্থিতি হবে খুবই ভয়ানক। ডান দিকে তাকালে নিজের আমল নজরে পড়বে। বাম দিকে তাকালে দেখতে পাবে আমল। সামনের দিকে তাকালে ভেসে আসবে জাহান্নামের চিৎকার।

আল্লাহ পাক কোরআনে বলেছেন-

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي...

এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে এবং যখন তোমার প্রভু উপস্থিত হবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে এবং মানুষ উপলব্ধি করবে। তখন এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?

সে বলবে, হায়! আমার এই জীবনের জন্যে যদি আমি কিছু আগাম পাঠাতাম! [ফাজর : ২১-২৪]

জালিম ব্যক্তি সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়! আমি যদি রাসূলের সঙ্গে সৎপথ অবলম্বন করতাম। হায়! দুর্ভোগ আমার। আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! [ফুরক্বান : ২৭-২৮]

দু'ফোঁটা অশ্রু

দুনিয়ার দু'টি অশ্রুফোঁটা আল্লাহ পাকের ক্রোধকে শীতল করতে পারে। দুফোঁটা অশ্রু জাহান্নামের অগ্নি শিখাকে নিভিয়ে দিতে পারে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– আমি আমার এক উম্মতকে দেখলাম, সে জাহান্নামে পতিত হচ্ছে আর তখনি

www.BANGLAKITAB.com

দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে বিগলিত একফোঁটা অশ্রু এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নাম হতে বের করে একদিকে দাঁড় করিয়ে দিল।

এ হলো আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুর মূল্য, যে অশ্রু নির্গত হয়েছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জগতে যারা কাঁদবার সুযোগ পায়নি, আল্লাহর ভয়ে এই পৃথিবীতে যারা অশ্রু বিসর্জন দেয়নি আখিরাতে তাদের অশ্রুতে নৌকা চলবে। কিন্তু সে অশ্রু তাদের একবিন্দু উপকারে আসবে না। সেদিন আল্লাহ বলবেন–

... أَيْنَ الْمَفَرُّ

পালাবে কোথায়? [কিয়ামা : ১০]

রাতের অন্ধকার নেই। কোন সুরক্ষিত কক্ষও নেই। পর্বতের টিলা কিংবা গর্তও নেই।

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔

-অতঃপর তিনি তাকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। [ত্বহা : ১০৬]

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ...

সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। [হাক্কাহ : ১৮]

كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

না! আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রভুর কাছে।

[কিয়ামা : ১১-১২]

يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছিল এবং কী পশ্চাতে রেখে গেছে। [কিয়ামা : ১৩]

আল্লাহ তাআলা কত যে দয়ালু, এই পৃথিবীতে তিনি আমাদের উপর তার রহমতের পর্দা ছড়িয়ে রেখেছেন। আমাদের পাপগুলোকে গোপন রেখেছেন। আমাদের চোখ অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়, কিন্তু ফেরেশতাগণ

www.BANGLAKITAB.com

আমাদেরকে এসে থাপ্পড় মারে না। আমরা নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি কান পেতে শুনি, কিন্তু ফেরেশতাগণ এসে আমাদের কান বয়রা করে দেয় না। আমরা অন্যায় পথে পা বাড়াই, কিন্তু ফেরেশতাগণ লাঠি নিয়ে এসে আমাদের পা ভেঙ্গে দেয় না। এ সবই আল্লাহর দয়া।

আল্লাহ পাক তাওবার অপেক্ষায় থাকেন

প্রিয় বোনেরা আমার,

আকাশের ফেরেশতাগণ যখন দেখে আমরা আল্লাহর দেয়া নিয়ামত ভোগ করে আবার তাঁরই হুকুমের অবাধ্য হই, তাঁর হুকুমকে অবলীলায় উপেক্ষা করে চলি, তখন তারা আল্লাহ পাকের কাছে অনুমতি চায়। এমনকি আমাদের পায়ের তলার মাটিও আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! আমি কি একবার পাশ ফিরে শোব? সমুদ্র পর্যন্ত আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ! যদি অনুমতি পাই তাহলে আমি এদের উপর ফুঁসে উঠবো এবং এদেরকে ডুবিয়ে মারবো।

পানির বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ জঙ্গলের গাছ-পালা পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। পানি মৃত্যুঘন্টা হয়ে মানুষের জনপদ থেকে জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলাকে বলে– হে আল্লাহ! তুমি আদেশ কর, আমরা এদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিই। আল্লাহ তাআলা বলেন– তোমরা যদি এদেরকে সৃষ্টি করে থাক তাহলে ধ্বংস করে দাও। সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি আমি তাদেরকে সৃষ্টি করে থাকি তাহলে আমার ও আমার বান্দাদের মাঝে তোমরা নাক গলাবে না। আমি আমার বান্দার তাওবার অপেক্ষায় আছি।

اِنْ اَتَانِىْ نَهَارًا قَبِلْتُهُ، وَاِنْ اَتَانِىْ لَيْلًا اَقْبَلْتُهُ

সে যদি দিনের বেলা তাওবা করে, আমি তার তাওবা কবুল করবো। যদি রাতের বেলা তাওবা করে, আমি তাও গ্রহণ করবো।

আল্লাহ তাআলার করুণা বড়ই বিস্ময়কর! সারা জীবন অপরাধ করার পর জীবন সায়াহ্নে এসে যদি কেউ কৃত পাপের প্রতি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাওবা করে, আল্লাহ তাআলার রহমাত সাথে সাথে তাকে কোলে তুলে

www.BANGLAKITAB.com

নেয়। সন্দেহ নেই, আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে আমাদের মা-বাবার চাইতেও বেশি দয়ালু, বেশি মমতাপ্রবণ।

মহান আল্লাহ পাকের রহমাত : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত উমর (রা.)-এর সময় মদীনায় এক গ্রাম্য গায়ক বাস করতো। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে গান গেয়ে বেড়াতো। যখন ইসলাম এলো। গান-বাজনা নিষিদ্ধ করা হলো। গান শোনা বিবেচিত হলো মহাপাপ বলে। তারপরও সে লুকিয়ে লুকিয়ে গান গেয়ে বেড়াতো। এটাই ছিল তার নেশা ও পেশা। বার্ধক্যে এসে যখন তার কণ্ঠের সুর হারিয়ে গেল তখন মানুষ তাকে উপেক্ষা করে চললো। ফলে তার জীবিকার পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। জীবন হয়ে উঠলো দুঃসহ। পরে সে একদিন জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে এই বলে কাঁদতে লাগলো– হে আল্লাহ! যতদিন আমার কণ্ঠে মধুর সুর ছিল ততদিন মানুষ আমার গান শুনেছে। আমার জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। আজ আমার কণ্ঠের সুর হারিয়ে গেছে। ফলে মানুষ আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন আর কেউ আমার গান শুনে না। অথচ তুমি তো সবার কথাই শোন, সর্বাবস্থায় শোন। তুমি আজ আমার ডাক শোন। আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা কর।

হযরত উমর (রা.) তখন মসজিদে নববীতে বিশ্রাম করছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর অন্তরে নির্দেশ এলো– আমার এক বান্দা আমাকে ডাকছে। সে বিপদগ্রস্ত। তুমি তাকে সাহায্য কর। হযরত উমর (রা.) সাথে সাথে ছুটলেন জান্নাতুল বাকীর দিকে। তাকে দেখেই তো বৃদ্ধ গায়ক পালাতে উদ্যত। হযরত উমর (রা.) ডাকলেন, দাঁড়াও। আমি আসি নি, আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেন তোমাকে সাহায্য করি। বলো তো তোমার ব্যাপারটা কী?

বৃদ্ধ গায়ক বললো, কে পাঠিয়েছে আপনাকে?

উমর (রা.) বললেন, স্বয়ং আল্লাহ পাঠিয়েছেন।

এ কথা শুনেই সে কাঁদতে লাগলো এবং পুনরায় হাত তুলে মুনাজাত করতে লাগলো– হে আল্লাহ! সারা জীবন আমি তোমার নাফরমানী করেছি। আমার জীবনের প্রতিটি রাত, প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে তোমার অবাধ্যতায়। অজ্ঞতা ও গাফলতির ভেতর দিয়ে কেটেছে আমার জীবনের

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিটি ক্ষণ। আজ যখন আমার পায়ের তলা থেকে জীবনের সকল ভরসা সরে গেছে তখন ঠাঁই চেয়েছি তোমার দরবারে। তোমাকে ডেকেছি। সাথে সাথে তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। আমি তোমাকে ভুলেছি, কিন্তু তুমি আমাকে ভুলোনি। এ কথা বলে সে আসমান কাঁপিয়ে এক চিৎকার দেয় এবং সাথে সাথে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

আমাদের অন্তর বিরানভূমি

আমাদের জীবনের মূল টার্গেট তো হলো আল্লাহ। যে কোন মূল্যেই হোক তাকে রাজি খুশি করতেই হবে। আমাদের জীবন-মরণ সবকিছুই হবে তার বিধানের অধীন। তার নবীর পথই হবে আমাদের জীবন চলার একমাত্র সঠিক পথ। দুনিয়ার রঙ রূপ জৌলুস এতটা বেড়েছে, আজ যেদিকেই তাকাই চোখ ঝলসে যায়।

কিন্তু বোনেরা আমার! অন্তরের দিকে তাকালে মনে হয়, আমাদের অন্তর পড়ে আছে বিরান। দুনিয়ার কোথাও মানবতার ছিটেফোঁটাও নেই। মানুষ আছে, মানুষের গুণ নেই। বাড়িঘর অট্টালিকা দৃশ্যত আলোকিত, কিন্তু হৃদয়হীন। প্রকৃত অর্থে অমাবশ্যার রাতের চাইতেও অধিক অন্ধকার। রাতভর চারদিকে বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। গভীর রাতেও সড়কে সু'ই পড়ে গেলে বিদ্যুতের আলোতে তুলে নেয়া যায়। এ হলো আমাদের পার্থিব জগৎ। কিন্তু আমাদের অন্তর জগত এতটা বিরান, সেখানে কোথাও কোন আলোর ছোঁয়া নেই। দৃশ্যত চারদিকে তাকালে সতেজ-শ্যামল মনে হয়। দৃষ্টি যতদূর যায়, লকলকানো ফসল। চাদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। অথচ অন্তরের জমিন মরুভূমির চাইতেও অধিক বন্ধ্যা। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন নেই যে হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা নেই, যে হৃদয়ে আল্লাহ নামের আকুলতা নেই। যে হৃদয়ে আল্লাহ প্রেমের আকর্ষণ নেই, যে হৃদয় রাতের গভীরে উঠে জায়নামায গিয়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করে না, যে হৃদয় কপালকে মাটিতে টেনে নিয়ে যায় না, যে হৃদয় পাপী মনকে অশ্রু বিসর্জনে তাড়িত করে না– সে হৃদয় তো হৃদয় নয়। সে হৃদয় তো পাথরের চাইতেও কঠিন।

প্রিয় বোনেরা আমার!

আজ যারা স্ত্রী তারা তাদের স্বামীদের ভালোবাসার স্বাদ আস্বাদন করেছে। মা-বাবা সন্তানের ভালোবাসার ঘ্রাণ পেয়েছে। এই পৃথিবীতে

www.BANGLAKITAB.com

আমরা সকলেই অর্থ-কড়ি ও সোনা-রূপার ভালোবাসা চোখে দেখেছি। কিন্তু যা চোখে দেখিনি তাহলো আল্লাহ পাকের ভালোবাসা, আল্লাহর প্রেম। আজ আমাদের হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমে কেঁদে অস্থির হওয়ার কষ্ট ভোগ করার দৌলত নেই। এই উম্মত আজ বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। অন্তর জগত তাদের বিরান। হৃদয় তাদের অন্ধ। চোখ আলোকিত। ঘর উজ্জ্বল। কিন্তু অন্তর আঁধারে আচ্ছাদিত।

যারা আল্লাহর ভয়ে নিঝুম রাতে উঠে কাঁদতো তাঁরা আজ নেই। এখন আমাদের রাত কাটে মৃতদের মতো। আমাদের দিন কাটে বেকারত্বে। আজ নারীরা নির্যাতিত। আজকের নারীদের জন্যে রান্না করা, ঘর গোছানো আর সন্তান লালন-পালন ব্যতীত অন্য কোন কর্তব্যের কথা বলাই হয় না। আমরা অন্তত আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনদের সমীপে এইটুকু বলতে চাই– আমাদের জীবনের মূল টার্গেট হলো আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসাই হলো আমাদের জীবনের আসল পুঁজি। এই পুঁজিকে সামনে রেখেই মূলত আমাদের সামনে এগুতে হবে। এর বাইরে যা কিছু আছে সবই পড়ে থাকবে পেছনে। কিন্তু কী করবো? আমাদের নারীগণ সকালে নাস্তা থেকে অবসর হতেই দুপুরের রান্না শুরু হয়ে যায়। দুপুরের খানাপিনা শেষ হতে না হতেই শুরু হয় বিকালের চায়ের প্রস্তুতি। বিকালের চা-নাস্তা থেকে অবসর না হতে শুরু হয় রাতের খানাপিনার আয়োজন। অথচ আমরা আমাদের অতীতের দিকে তাকালে দেখব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে দুই দুই মাস পর্যন্ত চুলায় আগুন জ্বলতো না। কোন খাবার রান্না করার আয়োজন হতো না। ঘরে কোন গহনা ছিল না। অতিরিক্ত কাপড়- চোপড় ছিল না। ছিল না ঘর গোছানো আর রান্নাবান্নার নানা আয়োজন। তবে অন্তর আল্লাহর ভালোবাসায় ছিল কানায় কানায় পূর্ণ।

একজন নারীর নবীপ্রেম

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একবার এক মহিলা এসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে উপস্থিত হলো। আরয করলো– আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযা মুবারক জিয়ারত করতে চাই। হযরত আয়েশা (রা.) হুজরা মুবারকের দরজা খুলে দিলেন। আর সে ভক্ত মহিলা হযরত

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবর মুবারক জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। আর কাঁদতে কাঁদতে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো।

আমরা মূলত এই তাবলিগী সাধনার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সকল নর-নারীর অন্তরে নবীপ্রেমের সেই প্রদীপই পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করতে চাই। আমাদের কর্তব্য হলো বিশ্বব্যাপী এই পয়গাম ছড়িয়ে দেয়া। আমরা বলতে চাই, আল্লাহর সন্তুষ্টি আল্লাহপ্রেম ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসাই আমাদের জীবনের মূল টার্গেট। খানাপিনা, স্ত্রী-সন্তান, ব্যবসা-বাণিজ্য অন্য সবকিছু থাকবে প্রয়োজনের সারিতে জীবনের নিম্নস্তরে। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে পাঠানো হয়নি। আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণে জীবনযাপন করার জন্যে। এই দুনিয়ার সকল নারীই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যাসমতুল্য। আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা হলেন তিনি। জীবন চলার পথে আমাদের কোন মর্জি-খুশি নেই। আল্লাহ যা চাইবেন আমাদেরকে তাই করতে হবে। আল্লাহর হাবীব যা নির্দেশ করবেন, সেটাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

একবার হযরত সাদ (রা.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন গরীব মানুষ। বিয়ে করতে চাই। দেখতে হযরত সাদ (রা.) ছিলেন একেবারে কালো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই আবেদন শোনার পর বললেন– আমর ইবনে ওয়াহাবকে গিয়ে বলো সে যেন তার মেয়েকে তোমার কাছে বিয়ে দেয়। আমর ইবনে ওয়াহাব ছিলেন আরবের বিখ্যাত সাকিফ গোত্রর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর কন্যা ছিল রূপে-গুণে অপূর্ব। তাছাড়া আমর ইবনে ওয়াহাব ছিলেন ধনী ব্যক্তি। অথচ হযরত সাদ (রা.) একে তো গরীব, তার উপর আবার হাবশী-কালো। তাই তিনি যখন পয়গাম নিয়ে কন্যার পিতার সাথে আলোচনা করলেন তখন হযরত আমর মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভাবলেন, আমার ধনী ও সুন্দরী মেয়ে এই নিতান্ত গরীব ও কৃষ্ণ লোকটির সাথে কীভাবে জীবন কাটাবে? তাই তিনি এই প্রস্তাবকে সরাসরি নাকচ করে দিলেন। কন্যা যখন জানতে পারলো হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে আগত পয়গামকে তার পিতা ফিরিয়ে দিয়েছে তখন ঘরে যেতেই কন্যা পিতাকে বললো–

يَا أَبَتَا النَّجَاةِ قَبْلَ أَنْ يَقْدِحَكَ الْوَحْيُ.

আব্বাজান! আপনি কার পয়গাম ফিরিয়ে দিয়েছেন? এখনই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে হ্যাঁ বলে আসুন। আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসার আগেই উঠে যান। এই পয়গামের বাহক যেমনই হোক আমি এই প্রস্তাবে রাজি। কারণ, একে পাঠিয়েছেন স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই হলো আমাদের গর্বের নারীজাতি। সে সময় যাদের হৃদয় ছিল নবীপ্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ, তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় হৃদয়ের সকল আবেগ ও স্বপ্নকে নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিতেন।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমি আপনাদের খেদমতে এ কথাই আরয করতে চাই– আমরা হলাম আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দা। তিনি ইরশাদ করেছেন–

هُوَ اجْتَبٰكُمْ.

তিনি তোমাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। [হাজ্জ : ৭৮]

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কেন নির্বাচিত করেছেন? নির্বাচন এজন্য করেছেন, যেন আমরা দুনিয়ার সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবার কথা ভাবি। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, একজন মানুষ যখন কাফির অবস্থায় মারা যায় তখন কবরে যেতেই নিরানব্বইটি বিষধর সাপ তাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ধরে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে দংশন করতে থাকে। এটা কত কঠিন আযাব। দুনিয়ার কোটি কোটি নর-নারী আজ দলে দলে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছে। ভয়ানক আজাবের দিকে দল বেঁধে ছুটছে। আমাদের জীবনের মূল টার্গেটই হওয়া উচিত এদেরকে ফিরিয়ে আনা। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে ঘর ছেড়ে আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তে

www.BANGLAKITAB.com

হবে। এ পথে যত বাধাই আসুক, সব বাধাকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।

দ্বীনের দাওয়াতের পথের মর্যাদা

প্রিয় বোনেরা আমার,

আপনাদের ঘরের পুরুষরা যখন আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাবে, অতঃপর তাদের কথা স্মরণ হতেই আপনাদের হৃদয় চিরে বেদনার যে ঘনশ্বাস বেরিয়ে আসবে, এই শ্বাস আপনাকে জান্নাতে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে। আপনার এই নিঃসঙ্গতার একেকটি দীর্ঘঃশ্বাস আল্লাহ তাআলার কাছে গভীর ধ্যানমগ্নতায় জপিত তাসবীহ'র চাইতেও বেশি প্রিয়। প্রিয়জনের নিঃসঙ্গতায় আপনাদের হৃদয়ের বিয়োগ-যাতনা আপনাদের পাপকে এমনভাবে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিবে, সাবান যেমন ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে দেয়। অনুরূপভাবে যারা আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনা তাদের জীবনকেও পাপমুক্ত করে তোলে। তাদের হৃদয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে আল্লাহপ্রেমের শিশির বিন্দু। আল্লাহ তাআলা এই বিয়োগ-বেদনা আল্লাহর পথের পথিকদের সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেন- বলো, আমার এই বান্দা তার প্রিয়জন স্ত্রী-সন্তানদেরকে ঘরে রেখে কেন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কেন স্ত্রী-সন্তানদের বিয়োগ- বেদনা বুকে নিয়ে ফিরছে? ফেরেশতাগণ বলে- হে আল্লাহ! তোমাকে পাওয়ার আশায়। আল্লাহ পাক বলেন, তাই? তাহলে তোমরা সাক্ষী থেক আমি বিয়োগ-কাতর স্ত্রী-পুত্র এবং বিয়োগ-কাতর স্বামী উভয় পক্ষকেই মাফ করে দিলাম।

বর্তমান দুনিয়ার প্রকৃতি

এই পৃথিবী আগাগোড়া সবটাই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী। এখানকার কোন কিছুই স্থায়ী নয়।

عِشْ مَا شِئْتَ فَاِنَّكَ مَيِّتٌ ... وَاَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَاِنَّكَ مُفَارِقُهٗ ...

www.BANGLAKITAB.com

এই পৃথিবীতে মন খুশি জীবনযাপন কর। তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে। এখানে যাকে খুশি ভালোবাস। নিশ্চয়ই একদিন তাকে ছেড়ে যেতে হবে।

اَفَلَا تَرَوْنَ اِلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ... يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيْدٍ ..... وَيُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيْدٍ ..... وَيَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُوْدٍ .....

তোমরা কি দেখ না, এই দিন রাত কত দ্রুত প্রতিটি নতুনকে পুরাতন করে দিচ্ছে? প্রতিটি দূরকে কাছে টেনে আনছে। অঙ্গীকারকৃত সবকিছুকেই টেনে নিয়ে আসছে।

এটাই তো এই দুনিয়ার আসল রূপ। এই রূপ যারা আবিষ্কার করতে পেরেছে, তারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা অন্তরে মেখে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে আল্লাহর রাস্তায়। এ পথে শুধু যে পুরুষরাই নিজেদের স্বপ্ন সাধ ও আবেগকে বিসর্জন দেয় তা নয়। বরং নারীদের ত্যাগ ও কুরবানী আরও অধিক। স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তারা ঘর সামলায়। সন্তানের জ্বালা-যন্ত্রণা সয়। তাছাড়া জীবনের নানা প্রয়োজন তাদেরকে অবিরাম কষ্ট দেয়। অধিকন্তু তারা যখন নিরালায় নির্জনে ভাবতে বসে তখন নিঃসঙ্গতা কুরে কুরে খায়।

মহীয়সী নারীর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তাআলা নেক নারীদেরকে তাদের নেক স্বামীদের পূর্বে জান্নাতে জায়গা দিবেন এবং বলবেন, যাও! তোমরা তোমাদের স্বামীর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করো। জান্নাতী পোশাকে সজ্জিত হও। সাজগোজ কর এবং জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা কর।

এর উপমা এমন, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তার একটি ছোট্ট দোকান আছে। তাই তার মুনাফাও কম। আরেকজন বড় ব্যবসায়ী। তার আছে মিল-ফ্যাক্টরী। তাই তার মুনাফাও অনেক। অনুরূপভাবে ঘরে বসে নামায পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। তবে এই মুনাফা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর লাভের মতো। পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

পড়া, মানুষের সামনে আল্লাহর দ্বীনের কথা আলোচনা করা, আল্লাহর রাস্তায় সাধনা করা বড় ব্যবসায়ীর মতো। ভবিষ্যতে যার লাভ প্রচুর।

জান্নাতী নারীদের মর্যাদাই ভিন্ন। জান্নাতে হুরগণ সেবিকা হয়ে তাদের পোশাক পরিধান করাবে। জান্নাতী নারীদের পোশাকের আঁচল হবে এক মাইল দীর্ঘ। এই আঁচল বহন করে জান্নাতী হুরগণ তাদের পেছনে পেছনে হাটবে। বেহেশতী নারীদের চুল হবে জমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত। হুরগণ তাদের পেছনে পেছনে তাদের চুল বহন করে ফিরবে। জান্নাতী নারীদের চুল এত উজ্জ্বল হবে– তাদের একটি চুল যদি এই পৃথিবীতে ফেলা হয় তাহলে তার আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে সুবাসিত। তাদের মাথার সিঁথি থেকে এমন নূর ঠিকরে পড়বে যে আলোর সামনে সূর্যও লজ্জায় মাথা নোয়াবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

স্থায়ী জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা নেক আমল করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে সকল দরজা দিয়ে এবং বলবে– তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কত যে ভালো এই পরিণাম! [রা'দ : ২৩-৩৪]

অতঃপর তাদের উদ্দেশে আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন– যাও, আজ থেকে তোমাদের মাঝে আর কখনও বিচ্ছেদ বিরহ ঘটবে না। স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি কেউ কারও থেকে পৃথক হবে না।

এই পৃথিবী তো বিরহ বিচ্ছেদেরই জায়গা। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ-বিত্তের ধান্ধা সন্তানকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। সন্তান অর্থ কামানোর জন্যে দূরে কোথাও চলে গেছে। ঘরে মা-বাবা নিঃসঙ্গ। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে চলে

www.BANGLAKITAB.com

গেছে অর্থের নেশায় দূর দেশে। মা-বাবা পড়ে আছে আপন ঘরে নিঃসঙ্গ। অনেক বছর পর পরের মতো পরস্পরে সাক্ষাত দেখা হয়। এটাই দুনিয়ার রীতি। আমার বাবা মাঝে মধ্যেই বলতেন– তোমাদেরকে জন্ম দিয়ে কী লাভ হলো? এক মেয়ে থাকে ফয়সালাবাদে, একজন লাহোরে বাস করে আর তুমি সারা বছর থাকো তাবলীগে। চতুর্থজন ডাক্তারী করে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় আর আমরা দু'জন থাকি একাকী। বাবার কথাগুলো শুনে আমারও মাঝে মধ্যে কান্না পেতো। আমি বলতাম, এই তো কয়েক দিনের জীবন। তারপর আল্লাহ পাক ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন যখন আর আমরা কেউ কারও থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না।

আমার আব্বা যখন মারা গেলেন তখন আমাদের এক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখলেন। দেখলেন গম্বুজ আকৃতির একটি সুন্দর গৃহে তিনি উপবিষ্ট। জিজ্ঞেস করলেন, মিয়া সাব! আপনি কোথায়? তিনি বললেন–

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ.

সুখ-কাননে। তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন হবে।

[সাফফাত : ৪৩-৪৪]

সে বললো, আমরা তো আপনাকে রেখে চলে গেছি। তিনি বললেন, না, না। আমরা শীঘ্রই একত্রিত হবো। আসলেই আমরা একত্রিত হবো। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত তৈরি করেছেন। আর দুনিয়া তৈরি করেছেন আলাদা হওয়ার জন্যে। সুতরাং আমাদের এই আলাদা হওয়া যদি আল্লাহর দীনের জন্যে হয় তাহলে সেটাই হবে বড় কথা। যার বিনিময়ে আমরা জান্নাতে অনন্তকাল এক সাথে থাকবো।

প্রিয় বোনেরা আমার,

সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর জন্যে জান্নাত ছিল নিশ্চিত। তারপরও তারা ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। আল্লাহর দ্বীনের পতাকা হাতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছেন। তাদের কবর রচিত হয়েছে পাহাড়ে-পর্বতে, মরুভূমির বালুকাময় প্রান্তরে। কিছুদিন আগে আমরা জামাতে গিয়েছিলাম উর্দুনে। সেখানে গিয়ে আমরা সাহাবায়ে কিরামের কবর জিয়ারত করেছি। বিখ্যাত সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ও স্বীয় পুত্র আবদুর রাহমান ইবনে মুআয (রা.) পাহাড়ের চূড়ায় ঘুমিয়ে আছেন। শুরাহবিল ইবনে হাসানা

www.BANGLAKITAB.com

(রা.) ঘুমিয়ে আছেন এক সমতল ভূমিতে। যারার ইবনে আযওয়ার (রা.)-এর কবর এক টিলার উপর। বিখ্যাত সাহাবী আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) ঘুমিয়ে আছেন কোনো এক পথের মোড়ে। আমরা মুতা প্রান্তরে গেলাম। যেখানে ইতিহাসখ্যাত মুতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। যে যুদ্ধে বিখ্যাত তিন সাহাবী হযরত যায়েদ, হযরত জাফর ও হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) শাহাদাতবরণ করেছিলেন।

আমরা যখন হযরত জাফর (রা.)-এর কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমাদের সকলের চোখ দিয়ে বানের পানির মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। আমরা শত চেষ্টা করেও অশ্রু সংবরণ করতে পারছিলাম না। হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনা আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

তখন তার বয়স হয়েছিল তিরিশ বছর। ঘরে যুবতী স্ত্রী ছোট ছোট চারজন সন্তান। যখন তিনি আল্লাহর পথে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, হাতে তুলে নিলেন ইসলামের পতাকা। তখন শয়তান এসে তাকে এই বলে প্ররোচনা দিল– জাফর! তোমার গৃহে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। তোমার এই ছোট ছোট সন্তান। তুমি যদি শহীদ হয়ে যাও তাহলে তাদের কী অবস্থা হবে?

হযরত জাফর (রা.) ধমক দিয়ে বললেন, অভিশপ্ত! এখন এসেছিস তুই? এখন তো আল্লাহর নামে জীবন দেয়ার মুহূর্ত। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন–

يَا حُبَّ الْجَنَّةِ وَاقْتِرَابُهَا
طَيِّبَةً وَبَارِدٌ شَرَابُهَا
وَالرُّوْمُ رُوْمٌ قَدْدَنَا عَذَابُهَا
كَافِرَةٌ بَعِيْدَةٌ أَنْسَابُهَا

প্রিয় জান্নাত, জান্নাতের নৈকট্য
শুভ ঠিকানা, সুশীতল পানীয় তার
রোমানদের ধ্বংস সন্নিকটে
অবিশ্বাসী, নীচ তাদের পরিচয়॥

www.BANGLAKITAB.com

এবং এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। ঢুকে পড়লেন শত্রুর ভেতর। শত্রুর তরবারির আঘাতে এক হাত কেটে গেল। কেটে গেল দ্বিতীয় হাত। অতঃপর দু'টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। চলে গেলেন সোজা জান্নাতে। পেছনে যুবতী স্ত্রী আর ছোট ছোট সন্তানদেরকে রেখে ঘুমিয়ে আছেন পাহাড়-অঞ্চলে। এখন থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে তার কবর রচিত হয়েছে এমন জায়গায় যেখানে তার আগে কোন মানুষের পা পড়েনি।

তারপর আমরা উপস্থিত হলাম হযরত যায়েদ (রা.)-এর কবরের পাশে। তার কবরে একটি হাদীস লেখা ছিল। আমি আমার সঙ্গীদেরকে সেই হাদীসটি ভাষান্তর করে শোনালাম। হাদীসটি শুনে তারা সকলে অঝোরে কাঁদতে লাগলো।

হযরত যায়েদ (রা.) যখন শাহাদাতবরণ করেন তখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাতের সংবাদ নিয়ে তার বাড়িতে যান। শাহাদাতের সংবাদ বলেন। সংবাদ শুনে তার ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোলে তুলে নেন এবং কাঁদতে থাকেন। হযরতকে কাঁদতে দেখে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা.) আরয করেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি তো আল্লাহর রাসূল। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন –

هَذَا شَوْقُ الْحَبِيْبِ إِلَى الْحَبِيْبِ -

সা'দ, এটা তো বন্ধুর জন্যে বন্ধুর আবেগ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ (রা.) কে নিজের ছেলে বানিয়েছিলেন।

তারপর আমরা উপস্থিত হলাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর সমাধিতে। হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-এর চারজন সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়েছিলেন আল্লাহর রাস্তায়। পেছনে রেখে গিয়েছিলেন বিরাট বিরাট বাগান। তার কবরে ছিল এক বিস্ময়কর নূর। তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে শত চেষ্টা করেও চোখের পানি রোধ করা যায় না। তার সম্পর্কে আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তিনি যখন জিহাদের ময়দানে

www.BANGLAKITAB.com

এগিয়ে যেতে থাকেন তখন তার হৃদয়ে স্ত্রী-সন্তানদের চেহারা ভেসে ওঠে। তখন তিনি নিজেই নিজেকে ধাক্কা দিয়ে ছাড়িয়ে নেন।

অতঃপর ঢুকে পড়েন শত্রুপক্ষের স্রোতের ভেতর। শুরু করেন মরণপণ যুদ্ধ। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বিখ্যাত এই তিন সাহাবী যেখানে শাহাদাতবরণ করেন সেই স্থানগুলো এখনও সংরক্ষিত আছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন– হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমি দেখতে পাচ্ছি তারা তিনজনই জান্নাতের নহরে সাতার কাটছে এবং জান্নাতের ফল খাচ্ছে।

প্রিয় বোনেরা আমার,

মূলত আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য ভুলে গেছি। ভুলে গেছি বলেই পুরুষরা যখন আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যেতে চায়, তখন নারীরা বাধ সাধে। পুরুষরাও তাদের কথা মেনে নেয়। অথচ পুরুষ আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাবে আর নারী তাকে শক্তি যোগাবে, সাহস যোগাবে– এই তো ছিল আমাদের পূর্বসুরীদের ইতিহাস। নারী-পুরুষের সমন্বিত চেষ্টা সাধনা ব্যতীত জীবনের সকল ক্ষেত্রে দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অতীত ইতিহাস তো এই– পুরুষগণ জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছেন আর নারীগণ তাদের সংগ্রামের পথে প্রেরণা প্রদীপ জ্বেলে ধরেছেন। সুতরাং তোমরাও যদি তোমাদের জীবনবন্ধুদের অন্তরে এই প্রেরণার প্রদীপ জ্বালাতে পারো তাহলে সন্দেহ নেই পরকালে তোমাদের জান্নাত হবে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা, হযরত খাদিজাতুল কুবরা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সাথে। তোমরা যদি সাজসজ্জা ও পোশাক অলংকারের পথ ছেড়ে দিয়ে স্বল্পে তুষ্টি ও ধৈর্যের পথে উঠে আসতে পারো তাহলে তোমাদের জান্নাত হবে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবি-কন্যাদের সাথে। মনে রাখতে হবে, দ্বীনের প্রচার-প্রসার এ শুধু পুরুষেরই কর্তব্য নয়। যুগে যুগে এ কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও সহায়তা করেছে। দ্বীনের জন্যে পুরুষ তাজা রক্ত দিয়েছে, তো নারী ধৈর্যধারণ করেছে। পুরুষ আল্লাহর রাস্তায় সাধনা করেছে, তো নারী ক্ষুধা-তৃষ্ণার যন্ত্রণা সয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

একটি চমৎকার ঘটনা মনে পড়লো। নেপালে একবার মহিলাদের একটি জামাত যায়। অতঃপর সেখান থেকে সত্তরজনের একটি জামাত আমাদের এখানে আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত বড় জামাত কীভাবে তৈরি হলো? তারা বললো, প্রথমে শুধু পুরুষদের জামাত যেত তখন আমরা নারীরা ঘরের মধ্যে থাকতাম। এবার যখন পুরুষের সাথে মেয়েদের জামাত গেছে তখন তাদের কাছ থেকে মেয়েরাও দ্বীন শেখার সুযোগ পায়। সুযোগ পেয়েছে দ্বীন ও দ্বীনি দাওয়াতের মর্যাদা সম্পর্কে জানবার। এর আগে তো তাবলীগে যাচ্ছি বললেই তারা আমাদের কাপড় টেনে ধরতো। ঘরের রান্নাবান্না বন্ধ করে দিতো। ফলে বাধ্য হয়েই আমাদেরকে জামাতে বের হওয়ার ইচ্ছে ত্যাগ করতে হতো। কিন্তু এবার যখন তারা সরাসরি দীন বুঝতে পেরেছে তখন বাধা দেয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে বরং উৎসাহিত করেছে। তাই আমরা যারা ইচ্ছে করেছি সবাই আল্লাহর রাস্তায় বেরোতে পেরেছি। এজন্য বলি, শুধু পুরুষরাই নয়, এ কাজে পুরুষদের মতো নারীদেরকেও নারী মহলে দ্বীনি দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। তবেই তো সম্ভব হবে আমাদের সকল অঙ্গনে আল্লাহর দ্বীনের পয়গাম পৌঁছে দেয়া। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

ইসলামে নারীর মর্যাদা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ : اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا سُفْيَانَ وَ اللّٰهِ لَتَمُوْتُنَّ ثُمَّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَيَدْخُلَنَّ مُحْسِنُكُمُ الْجَنَّةَ وَمُسِيْئُكُمُ النَّارَ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.....

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যেই সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করবো। [নাহল : ৯৭]

www.BANGLAKITAB.com

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- হে আবু সুফিয়ান! অবশ্যই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর পুনরুত্থিত হবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আর অসৎকর্ম পরায়ণরা যাবে জাহান্নামে।

প্রিয় সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অনুসন্ধানের একটি স্পৃহা রয়েছে। জন্মের পর একটি শিশু যখন থেকে বুঝতে আরম্ভ করে তখন থেকেই তার মধ্যে এই অনুসন্ধানী স্পৃহা কাজ করতে শুরু করে। সে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকে। মাকে প্রশ্ন করে, বাবাকে প্রশ্ন করে। চোখের সামনে যা কিছু দেখে সে সম্পর্কেই জানতে চায়। মা-বাবা তার প্রশ্ন শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে যায়। সে একটি বিষয়কে একবার নয়, দশবার জিজ্ঞেস করে। আমরা যখন শিশু ছিলাম, তখন এমনটি আমরাও করেছি। আজ আমাদের শিশু সন্তানরাও তাই করছে।

এই অনুসন্ধান স্পৃহা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের মাঝে এই গুণটি আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন এ কারণে যেন মুখ্যতঃ আমরা তাকে অনুসন্ধান করি। দুর্বল দৃষ্টির মানুষ এক সেন্টিমিটারকে একটি রেখাই মনে করে। অথচ মানুষ এর পরিমাপ আবিষ্কার করেছে এবং তাদের এই আবিষ্কার নেশা বিন্দু থেকে অণু-পরমাণু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আবিষ্কার করেছে এটম। মানুষ তার এই অনুসন্ধান শক্তি দিয়েই আবিষ্কার করেছে ইলেক্ট্রন নিউট্রন ও প্রোটন। অথচ স্বাভাবিক ভাবে এসব বিষয় চোখে পড়ে না। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোন মানুষ কি এটম দেখেছে? ইলেক্ট্রন দেখেছে? নিউট্রন দেখেছে? প্রোটন দেখেছে? অথচ ফলাফল ও প্রমাণ দ্বারা এই শক্তিগুলো তারা আবিষ্কার করেছে। বিভিন্ন অবস্থা থেকে তারা জেনেছে, এগুলোর পেছনে নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি আছে।

মহান আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ তাআলাকে দেখা যায় না। জান্নাত আমাদের সামনে নেই। আমরা জাহান্নামও দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েছেন। অতঃপর ঘোষণা করেছেন যেন আমরা তাকে অনুসন্ধান করি। আমরা যখন এটম দেখতে পারি তখন তাঁকে দেখতে

www.BANGLAKITAB.com

পাবো না কেন? এছাড়া তাঁকে উপলব্ধি করার মতো অনেক প্রমাণ রয়েছে। রাত আসতেই গোটা জগত অন্ধকারে ছেয়ে যায়। আচ্ছা, সমগ্র জগত কীভাবে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। অতঃপর আবার যখন পূর্ব থেকে একটি আলোর গোলক মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তখন গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে ওঠে। এত বড় সূর্য! দুনিয়ার তুলনায় যা বার লক্ষ গুণ বড়। এই বিশাল সূর্যটি প্রতিদিন ঠিক একই জায়গায় উদিত হয়। চলে বিরামহীন। আবার নির্দিষ্ট একটি জায়গায় অস্তমিত হয়। বছরের একটি নির্দিষ্ট মৌসুমে বৃক্ষ লতা তার পাতাগুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়। আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসে বসন্ত। আবার কখনও আবহাওয়ায় উদাসীনতা ছড়িয়ে পড়ে। কখনও বা অনুভব করি আমরা প্রাণচাঞ্চল্য। বছরের নির্দিষ্ট মৌসুমে ঝড়-বৃষ্টি, আসে। কখনও বা সূর্য মেঘে আচ্ছাদিত হয়। আবার চাঁদ কখনও বাড়ে, কখনও কমে। আবহাওয়া কখনও ঝড়ো হয়, কখনও বয়ে চলে মৃদুমন্দ বেগে। কখনও গরম হয়, কখনও হয় ঠাণ্ডা।

সারি সারি কৃষ্ণকালো পর্বতমালা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ভেতর লুকিয়ে আছে শুভ্র-সফেদ মর্মর পাথর। বাইরে থেকে কয়লার বিশাল স্তূপ আর স্তূপ। অথচ তার ভেতরই লুকিয়ে আছে বিমল উজ্জ্বল হীরক। বরফ আচ্ছাদিত সারি সারি পর্বত টিলা। বৃক্ষ আচ্ছাদিত সবুজ-শ্যামল পাহাড়। পাহাড়ের তলদেশে রয়েছে প্রবাহিত ঝরনা। পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা। বহমান নদী-নালা এবং তরঙ্গায়িত সমুদ্র আর সমুদ্র। এই পানিরই একটি মাত্র ফোঁটা যখন ঝিনুকের ভেতর যায় তখন তাতে সৃষ্টি হয় মহা মূল্যবান মোতি। সাপের মুখে গিয়ে যদি পড়ে তাতে সৃষ্টি হয় বিষ। হরিণের মুখে পড়লে হয় মেশক। বকরীর মুখে পড়লে হয় দুধ। আম্র বৃক্ষের শেকড় এই পানি সিঞ্চিত হয়েই জন্ম দেয় আম। এই পানিই মানুষের জীবনে সৃষ্টি করে জীবন-প্রাণ চাঞ্চল্য।

আমরা তো প্রতিনিয়তই এই বিস্ময়কর সৃষ্টিলীলা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা কি একবার ভেবে দেখেছি এগুলোর পেছনেও এক মহা শক্তি নিহিত রয়েছে? আমরা কী কখনও অনুসন্ধান করে দেখেছি এই সবকিছু পরিচালনা করছেন এক অদৃশ্য মহান সত্তা।

www.BANGLAKITAB.com

এ সম্পর্কে কোরআনে কারীম বলছে-

قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ .....

বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছো- আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী করেন? আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছেন কী তোমাদেরকে আলোক এনে দিতে পারেন? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না? [কাসাস : ৭১]

আরও ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ اَرَئَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ، اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ....

বলো, তোমরা কী ভেবে দেখেছো- মহান আল্লাহ যদি দিবসকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন মাবূদ আছেন কী যিনি তোমাদের জন্যে রাতের আবির্ভাব ঘটাবেন, যাতে করে তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?

[কাসাস : ৭২]

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কুদরত

আসলেই কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তি ও সত্তা আছে? এমন কেউ আছেন কি যাঁর হাতে আমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি? কে আমাদেরকে এক ফোঁটা পানি থেকে ক্রমাগত সৃষ্টি করে চলেছেন? কে আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিচ্ছেন? কার কাছ থেকে আমরা শোনার শক্তি পাচ্ছি? আমাদেরকে অনুধাবন ক্ষমতা কে দিচ্ছেন? এক ফোঁটা নাপাক পানিকে কে এত সুন্দর অবয়বে রূপান্তরিত করছেন? আবার এই পানি থেকেই কাউকে বানাচ্ছেন পুরুষ, কাউকে নারী। কাউকে বানাচ্ছেন অনিন্দ্য সুন্দর আবার কাউকে বা শ্রীহীন।

www.BANGLAKITAB.com

এই দুনিয়ার দিকেই তাকিয়ে দেখুন–
কোথাও সমতলভূমি যেন পাতানো বিছানা।
কোথাও দিগন্তহীন বিস্তৃত মরু সাহারা।
কোথাও বা সারি সারি পাহাড়-পর্বত।
কোথাও প্রবাহিত তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র।
কোথাও বা সারি সারি ফলবান বৃক্ষের মেলা।
আবার কোথাও বা সীমাহীন কণ্টকাকীর্ণ গাছ গুল্ম-লতা।

দেখতে একই রকমের পাতা, অথচ তার সুগন্ধি এমন যে চারপাশ মৌ মৌ করে ওঠে। একই রকমের গাছের ডালা কিন্তু তাতে রয়েছে এত পরিমাণে কাঁটা বিছানো তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করাই কষ্টসাধ্য। আচ্ছা, এই গোলাপের মধ্যে কে রঙ দিয়েছে? কে তার ভেতর সুবাস ঢেলেছে? গোলাপ গাছের নীচে বিছানো মাটিতেও ঘ্রাণ নেই। সুঘ্রাণ নেই তাতে সিঞ্চিত পানিতেও। ঘ্রাণ বাতাসেও নেই। তাহলে এই সুঘ্রাণ আসলো কোত্থেকে? আমরা তো চারপাশে কোথাও কোন রঙের বিচরণ দেখি না। তাহলে চামেলি ফুল সাদা হয় কীভাবে? গোলাপ কিভাবে লাল হলো? আর মন-মাতানো সুবাসই বা পেলো কোত্থেকে? আর তার পাপড়িগুলোকেই বা কে সযতনে স্বতন্ত্রভাবে বিছিয়ে দিলো? গাভী আমাদের চোখের সামনে ঘাস খায়। কিন্তু এই ঘাস থেকে দুধ কীভাবে সৃষ্টি হলো? ঝিনুকে এক ফোঁটা পানি প্রবেশ করলো। কিন্তু তা মোতি হলো কীভাবে? সাপ মুখে তুলে নিয়েছিলো এক ফোঁটা পানি। কিন্তু সে পানি বিষ হলো কী করে? এই পানি মানুষও পান করে। কিন্তু মানুষের ভেতরে গিয়ে তা জীবন্ত জীবন হয়ে ওঠে কীভাবে? ফসলের মাঠ পানি পান করে। কিন্তু সে পানি পানে ফসল কীভাবে সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে? পানি সিঞ্চিত হয়েছিল আম্র বৃক্ষে। কিন্তু তাতে আম সৃষ্টি হয় কীভাবে? এই রূপান্তর কে করেছেন? এ সকল রূপান্তরের পেছনে কোন মহান সত্তার শক্তি কার্যকর? আমরা আদিষ্ট হয়েছি যেন সেই মহাশক্তিকে অনুসন্ধান করি।

আল্লাহ বলেছেন–

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ...
وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...

www.BANGLAKITAB.com

فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ...

مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ...

أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ ....

বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্যে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তা থেকে বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবূদ আছে কি?

মহান আল্লাহ্ পাকের দাবী

আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে দাবী করেছেন– হে আমার বান্দা ও বান্দীগণ! তোমরা আমাকে অনুসন্ধান কর। তোমরা চামড়ার উপর মেহনত করেছো। অতঃপর তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছো। তোমরা তোমাদের সাধনাকে লোহার উপর ছেড়ে দিয়েছো। সে লোহা এখন আকাশে উড়ে। তোমরা বীজের উপর সাধনা করেছো। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে নয়ন জুড়ানো বাগ-বাগিচা। তোমাদের সাধনার ফলে পাথর থেকে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য অট্টালিকা। তোমরা সুতার উপর শ্রম দিয়েছো। তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে রঙ-বেরঙের বস্ত্র। মৃত বস্তুকে তোমরা তোমাদের সাধনা দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছো। অথচ আমি তো হলাম এক অবিনশ্বর জীবন্ত বাস্তবতা। তোমরা যদি আমাকে পাও তাহলে তোমাদের পাওয়ার আর কী থাকবে?

এখন তো তোমরা–

বস্ত্রের গোলাম।

কাঁচির গোলাম।

চামড়ার দাস।

পাথরের দাস।

তোমরা বস্তুসামগ্রীর গোলাম।

তোমরা যদি আমাকে অনুসন্ধান করতে পারো, তোমরা যদি আমার বন্ধুত্ব লাভ করতে পার, তখন তোমরা অনুধাবন করতে পারবে আসলে জীবন কাকে বলে। সত্যিকার অর্থে তখনই তোমরা লাভ করবে জীবনের পরিচয়।

www.BANGLAKITAB.com

জীবন তো রুটি- রুযির নাম নয়।

কাপড় - চোপড় পরিধানকে জীবন বলে না।

সুখ-ভোগের নাম জীবন নয়।

সুরম্য অট্টালিকাকেও জীবন বলে না।

জীবন বলে না বড় বড় কল কারখানাকে।

প্রশ্ন হলো, এগুলোই যদি জীবনের উদ্দেশ্য হতো তাহলে মৃত্যুর সময় এগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেন?

আমাদের জীবনের প্রকৃতি

আমাদের আশাগুলো পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই কে ধ্বংস করে মাটির পরতে মিশিয়ে দেয়? কে আমাদের সাধনার অর্জনকে অন্যদের হাতে তুলে দেয়? আমি তো উপার্জন করতে করতে সে পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। আমার হাড়গুলো শুকিয়ে যায়। আমার জীবনের সবগুলো স্বপ্ন অজানায় হারিয়ে যায়। অথচ পেছনে আমার রেখে যাওয়া আমল বেঁচে থাকে উজ্জ্বল হয়ে। পূর্ণ বিভায় উদ্ভাসিত থাকে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য। আমার ঘরও থাকে আলোকিত।

এই পৃথিবীতে এমন কত সুউচ্চ প্রাসাদ রয়েছে। কিন্তু এগুলো যাদের হাতে তৈরি তারা তো চলে গেছে মাটির নিচে। মাটির সাথে মিশে গেছে তাদের হাড়গোড়। তাদের দেহের গোশতগুলো খোরাক হয়েছে পোকা-মাকড়ের। এমনকি সেই পোকা-মাকড়গুলোও খোরাক হয়েছে অন্য পোকা-মাকড়দের। কবরের আযাব হয়তো- বা তাদের হাড়গুলো গলিয়ে ফেলেছে। গোশতগুলো দেহ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে শরীরের চামড়াগুলো। অতঃপর মাটি পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে। পাশ ফিরে শুয়েছে। এই পৃথিবীতে আমরা যেমন ঘুমুতে ঘুমুতে ক্লান্ত হয়ে পার্শ্ব বদল করি তেমনি মাটিও পার্শ্ব পরিবর্তন করে। তখন পীর সাহেব, মিয়া সাহেব, চৌধুরী সাহেব, সরদার সাহেব, মন্ত্রী সাহেব, আমীর সাহেব, বাদশাহ মহোদয়, ফকীর সাহেব, গরীব সাহেব ও রানী সাহেবসহ সকল সাহেবকেই উলট-পালট করে রেখে দেয়। এই পৃথিবীতে যারা তাদের সৌন্দর্য নিয়ে অহংকার করতো তাদের সেই সৌন্দর্যকে কবরের মাটি তছনছ করে ফেলে। তখন আর তার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

www.BANGLAKITAB.com

এদিকে তার রেখে যাওয়া সম্পদও এক সময় রেহাই পায় না বাতাসের আঘাত থেকে। বাতাস এসে তার সকল সঞ্চয় সম্পদ ও প্রাসাদকে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলে। কোথাও তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ তাকে কবরে বসে আযাব ভোগ করতে হয় তার সেই হারিয়ে যাওয়া সম্পদের। দুনিয়ার জীবন এ কেমন জীবন! এ জীবনের উদ্দেশ্যই বা কী? এখানকার সহায়-সম্বল তো দু'চার দিন সঙ্গ না দিতেই ছেড়ে যায়। এখানকার আনন্দ চার দিনও থাকে না। অতঃপর মুখোমুখি হতে হয় ভয়াল মৃত্যুর। এখানকার কুরসী ও ক্ষমতা তো গ্রহণ করার আগেই হারিয়ে যায়। এখানকার রূপ-সৌন্দর্য ক'দিনের? ক'দিন না যেতেই মেকাপ ছাড়া চলেই না। সেই মেকাপেরও একটা সময় আছে। সে সময় পার হয়ে যাওয়ার পর তখন আর মেকাপও সঙ্গ দেয় না। এখনকার কত লক্ষ লক্ষ সুন্দরীকে হারিয়ে যেতে হয়েছে। কত লক্ষ লক্ষ রূপসী-ঠোঁট তার রূপ সৌন্দর্য হারিয়েছে। এখানকার কত হৃত সৌন্দর্য মুখকে কৃত্রিম রূপে সাজানো হয়েছে। কিন্তু সেই রূপ কি আর ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে? তাহলে এর হাকীকত কী? এখানকার সহায়-সম্বল, রূপ-সৌন্দর্য এর কী কোনো মূল্য আছে?

কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীর রূপ কেমন হবে

মূলত এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য। এখানে আমাদের আগমন অনর্থক কিংবা উদ্দেশ্যহীন নয়। এখানে আমাদের সর্বপ্রথম যে কথা জানতে হবে তাহলো আমাদের আগমনের সেই উদ্দেশ্যটা কী? কী কাজের জন্যে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? আমাদের সেই কাজটি হলো মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহকে অনুসন্ধান করা। তাঁকে জানা ও তাঁকে রাজি খুশি করা। আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা– একদিন অবশ্য অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তাঁর সকাশে আমাদের এই পার্থিব জীবনের হিসেব দিতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন, এই জীবন-মৃত্যু কোনটি লক্ষ্যহীন নয়। এটা হতে পারে কাফির মুশরিকদের ভাবনা।

www.BANGLAKITAB.com

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

অসম্ভব! তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। [মুমিনূন : ৩৬]

অর্থাৎ এই যে বলা হয়ে থাকে যে, আমাদের এই জীবন কিছুই না। মরে গেলাম তো ঘটনা শেষ। মূলত এই জাতীয় প্রতিশ্রুতি ভিত্তিহীন। বরং বাস্তব সত্য হলো–

قُلْ بَلٰى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

বলো, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। [তাগাবুন : ৭]

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً --

আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। [আ'রাফ : ১৮৭]

অর্থাৎ আমাদের এই পার্থিব জীবন মোটেই অনর্থক নয়। আমাদেরকে আমাদের এ জীবন সম্পর্কে বর্ণে বর্ণে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

একটি মরণ হলো মানুষের মরণ। আমি মরে গেলাম, আপনি মরে গেলেন। পুরুষ মারা গেল, নারী মারা গেল। একদিন এই লোকালয়ের সকলেই মারা যাবে। দুনিয়ার প্রতিটি প্রাঙ্গণ মানবশূন্য হয়ে পড়বে। সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে কল-কারখানাগুলোও। সেদিন মৃত্যুবরণ করবে এই পথঘাট, বাগ-বাগিচা সবই। একদিন এমন একটি প্রভাত উদ্ভাসিত হবে সূর্য তার মুখ তুলে তাকাতেই এক নতুন খেলা শুরু হবে। সন্ধ্যা গড়াবে অন্যান্য দিনের মতোই। বন-বিহঙ্গরা তাদের বাসায় ফিরে যাবে। ব্যবসায়ীরা তাদের কাজ কর্ম শেষে অবসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরবে। স্ত্রীদের কাছে ব্যবসার হিসাব-কিতাব শোনাবে। শোনাবে আমেরিকায় এত লক্ষ টাকা জমা করেছি, ইউরোপে জমা করেছি এত টাকা। বলবে, অমুক শহরে একটা বড় প্রাসাদ বানিয়েছি। অমুক দেশ থেকে একটা বড় অর্ডার পেয়েছি। জার্মানী থেকেও অর্ডার এসেছে, আমেরিকা থেকেও। ফ্রান্সে মাল

www.BANGLAKITAB.com

পাঠিয়েছি, সেখান থেকে টাকাও এসে গেছে। তাছাড়া অমুক দেশে টাকা পাঠাতে হবে এবং এত টাকা অ্যাকাউন্টে জমা আছে।

একটি অসম্পূর্ণ গল্প

যেভাবে আমরা আমাদের বাসা-বাড়িতে গিয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের গল্প শোনাই, গল্প শোনাই এই পরিমাণে প্রোডাকশন হয়েছে, গোডাউনে এই পরিমাণে মাল জমা আছে। জমিদাররাও তাদের জমি-জমার গল্প করে। যারা শ্রমিক কর্মচারী আয়-উপার্জনের গল্প তাদেরও আছে। তারাও বলে, আজ মালিক আমাকে শাসিয়েছে- অমুক ফাইলটা এখনও পূর্ণ হয়নি কেন? অমুক ফাইলটা আমি পূর্ণ করেছি। অমুক ব্যক্তি আমাকে অপমান করেছে। আমি অমুকের কাজটা সেরে দিয়েছি। এভাবেই ধীরে ধীরে আমাদের জীবনের একটা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে একটা দিন আমাদের কাছে থেকে বিদায় নেয়। এভাবে প্রতিদিনই আমাদের জীবনে গল্প আসে। আবার অসমাপ্ত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়। আমরা অপেক্ষায় থাকি এই গল্প শেষ হবে আগামী দিন। এভাবেই দেখা যাবে ঢাকায় এমন একটি সন্ধ্যা আসবে যে সন্ধ্যায় সেখানকার প্রতিটি নর-নারী তাদের অসমাপ্ত গল্প নিয়েই শয্যা গ্রহণ করবে। শুয়ে শুয়ে হয়তো পরিকল্পনা আঁটবে- গাল গল্প সঙ্গে হবে। অতঃপর অন্যান্য দিবসের মতো সকালে সূর্যোদয় হবে । পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে। বাতাস বইবে আপন গতিতে।

সূর্য হয়তো জানে না, আজই তার সর্বশেষ চমক।
চাঁদও হয়তো জানে না, আজই তার শেষ বিদায়।
রাত হয়তো জানে না, তার এই অন্ধকার হয়তো আর ফুরাবে না।
সৃষ্টি জগত জানে না, এই দিনটিই তার সর্ব শেষ দিন।

পাখিরা তাদের বাসা ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে। জানোয়ারগুলো তাদের আবাস থেকে বেরিয়েছে। গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে সাপগুলো। নিজ আস্তানা থেকে বাঘ বেরিয়েছে, সিংহ বেরিয়েছে। সকালে সর্বত্র তাড়াহুড়ো লেগে গেছে। বাচ্চাদেরকে প্রস্তুত কর। কেউ কাপড় চোপড় পরছে। কারো জন্য খাবার তৈরি করা হচ্ছে। কেউ বা খাবার সবেমাত্র মুখে তুলেছে। সুন্দরীদের কেউ বা হয়তো মেকাপ নিয়ে বসেছে। কেউ মাথায় বেণী বাধছে। আয়নায় মুখ দেখছে। দোকানীরা দোকান খুলে বসেছে।

www.BANGLAKITAB.com

ক্রেতারা দোকানে আসা-যাওয়া শুরু করেছে। কেউ কাপড় মাপছে। কেউ পকেট থেকে টাকা বের করে মূল্য পরিশোধ করছে। কৃষকরা মাঠে গিয়ে জমি কর্ষণ শুরু করেছে। জীবনের সর্বত্র বহতা নদীর মতো বিরাজ করছে পূর্ণ চঞ্চলতা। বিয়ের বরযাত্রী প্রস্তুত। বর কনে সাজানো হচ্ছে। সর্বত্র সাজ সাজ রব। সানাই বাজছে। অফিসে শুরু হয়েছে যথারীতি কর্ম ব্যস্ততা। টেবিলের ফাইলে সই হচ্ছে। নতুন কোম্পানীর সাথে একটি নতুন বিষয়ে চুক্তি হচ্ছে। কেউ বা নতুন অর্ডার পেয়ে মনে মনে বেশ আনন্দ বোধ করছে। কেউ বা ঘরে খানাপিনায় ব্যস্ত। বেগমের হাতে খাবারের গ্রাস। সে বাচ্চার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। রান্নাঘরে কেউবা রুটি ভাজছে। কর্মব্যস্ত দুনিয়ার প্রতিদিনকার এই চিত্র আপনি আপনার কল্পনায় ভাবুন। আমি হয়তো তার সামান্যই এখানে উল্লেখ করেছি। উল্লেখ করেছি ঠিক এমনি একটা দিবস আসবে সেদিন সবাই নিজ নিজ কর্ম ব্যস্ততায় নিমগ্ন থাকবে। সকলেই বলবে, আমি খুবই ব্যস্ত। আমাকে ডিস্টার্ব করো না।

কিয়ামতের ছোট আলামত

ঠিক এই অবস্থাতেই যখন দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তার পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ হবে তখন হঠাৎ করেই আওয়াজ কর্ণগোচর হবে।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى-

অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে। [নাযিআত : ৩৪]

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ-

যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে। [আবাসা : ৩৩]

فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ-

যখন সিঙায় ফুঁক দেয়া হবে। একটিমাত্র ফুঁক। [হাক্কা : ১৩]

সে আওয়াজ হবে এক ভয়াবহ আওয়াজ। যে মা তার সন্তানের মুখে খাবারের গ্রাস তুলে দিচ্ছিল তার হাত নিচে নেমে আসবে। খাবারের গ্রাস মুখে না দিয়ে বুকে পড়ে যাবে। যে নারী আয়নার সামনে বসে মেকাপে ব্যস্ত ছিল তার হাত থেকে চিরুণি পড়ে যাবে। তার মাথা নিচু হয়ে

www.BANGLAKITAB.com

আসবে। তার সামনে গ্লাস বাঁকা হয়ে আসবে। তার চেহারা হয়ে আসবে বিকৃত। যে মা এইমাত্র তার সন্তানের জন্যে পাগলপারা ছিল সেই মা-ই তার সন্তানকে ছুঁড়ে মারবে ময়লা-আবর্জনার পাত্রকে ছুঁড়ে মারার মতোই। আর বাদকরা তাদের বাদ্যযন্ত্র ফেলে পালাবে।

আর বাঁশিওয়ালা পালাবে বাঁশি ফেলে।

গায়করা গান ছেড়ে দৌড়াবে।

নারীরা পালাবে তাদের সন্তান ছেড়ে।

স্বামীরা স্ত্রীদেরকে রেখে ছুটবে।

সন্তানরা পালাবে তাদের মা-বাবাকে রেখে।

দোকানীর হাত থেকে মাপযন্ত্র পড়ে যাবে। ক্রেতার হাত থেকে পড়ে যাবে পয়সা। কৃষক বীজ ছিটাবার জন্যে যে হাত উত্তোলন করেছিল সে হাত অলস ভঙ্গিতে নিচে চলে যাবে। মার্কেট উদ্বোধনকারীরা লাল ফিতার সামনে নিথর দাঁড়িয়ে থাকবে। স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত কলম হাত থেকে পড়ে যাবে। ফ্যাক্টরি নিজ জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু ফ্যাক্টরির মালিকগোষ্ঠী পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিবে। কোটি কোটি টাকার নোট পদদলিত করে পালিয়ে যাবে ব্যাংকের ম্যানেজার-ক্যাশিয়ার। প্রহরী পালাবে, ছুটবে চাপরাশিও। স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু করে ছোটখাট সুদী প্রতিষ্ঠানের কোন জালিমই আজ রক্ষা পাবে না। চারদিক থেকে গর্জে ওঠবে সেই ভয়ংকর ধ্বনি। বাড়ির দরজা খোলা। বাড়ির মালিক পালিয়ে যাচ্ছে সবার আগে। একটাই আকুতি-আমার ঘর যাক, আমার স্ত্রী মরে মরুক, আমার সন্তান পিষ্ট হয় হোক আমারই পদতলে- আমি শুধু চাই আমার মুক্তি। কেবলই আমি বাঁচতে চাই।

সে এক ভয়ানক পরিস্থিতি।

সে ভয় ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে।

সেই ভীতিকর আওয়াজ ক্রমাগত ঘনীভূত হতে থাকবে।

চোখের সামনে নিজের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হতে দেখবে।

সাধনার সকল আয়োজন বিচূর্ণ হতে দেখবে।

নিজের ফ্যাক্টরি বালুর স্তূপের মতোই মাটির সাথে মিশে যেতে দেখবে। সৃষ্টির হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসা চিৎকার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করবে।

www.BANGLAKITAB.com

বিস্ফোরিত চোখে দেখবে সূর্য বিচূর্ণ হচ্ছে।
দেখবে নক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়ছে।
দেখবে চাঁদ আলোহীন হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

সেই আসমান যাতে কখনও ভাঁজ পড়েনি। সেই আসমান আজ ঝুঁকে পড়বে। টুকরো হয়ে পড়বে। শক্তিশালী সুউচ্চ পর্বতমালা চূর্ণ হয়ে পড়বে। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সৃষ্টি হবে আগুনের লেলিহান শিখা। উদ্ভ্রান্তের মতো পশু-পাখিগুলো ছুটাছুটি করতে থাকবে। গাছে গাছে আগুন লেগে যাবে। পায়ের নিচের মাটিতে ফাটল ধরবে।

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ-

এবং শপথ জমিনের! যা বিদীর্ণ হয়। [তারিক :১২]

মানুষ দিকভ্রান্তের মতো ছুটে পালাচ্ছে। অথচ কারো সামনেই কোন রাস্তা নেই। কারো সামনেই নেই কোন আশ্রয়। আজ বড় ভয়াবহ দিন। এই সোসাইটির যারা কৃতদাস তাদের কারো কপালেই আজ কল্যাণ নেই। যারা সোসাইটির দিকে তাকিয়ে জীবনের পথ নির্ণয় করে তারা আজ অবলোকন করছে, আল্লাহ পাক এই সোসাইটিকে কীভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছেন। ভয়ংকর একটি আওয়াজ। ক্রমাগত বেড়েই চলছে। অতঃপর ভয়ানক একটি কম্পনে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে গোটা পৃথিবী। তখন প্রতিটি মানুষই উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

সকল ফেরেশতার মৃত্যু

অতঃপর আল্লাহ পাক আসমান ভেঙ্গে দিবেন। সপ্তাকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণও মৃত্যুর দুয়ারে, তারা মৃত্যুর পেয়ালা পান করবে। আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও বরণ করবে মৃত্যুর মালা। অতঃপর নির্দেশ হবে–

জিবরাইল, মৃত্যুবরণ কর।

মিকাইল, মরে যাও।

আল্লাহ তাআলার ইশ্ক ও ভালোবাসা সুপারিশ করবে– হে আল্লাহ! জিবরাইল ও মিকাইলকে রক্ষা কর।

www.BANGLAKITAB.com

তখন আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিবেন-

اُسْكُتْ فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلٰى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِىْ.

চুপ কর। আমার আরশের নিচে যারা আছে সবার জন্যেই আমি মৃত্যুর ফয়সালা করে দিয়েছি।

মৃত্যুবরণ করবে জিবরাইল। মিকাইলও। সিঙ্গা ফুৎকাররত ইসরাফিলও ঢলে পড়বে মৃত্যুর দুয়ারে। সিঙ্গার ফুৎকার হাওয়ায় ভেসে উড়ে যাবে আরশে। আরশের উপরে আছেন একমাত্র আল্লাহ। নিচে কেবল আজরাইল। তখন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন- বলো আর কে বাকি আছে?

বলবে, উপরে তুমি আর নিচে তোমার গোলাম।

নির্দেশ করবেন-

انك ميت তুমিও মরে যাও।

এতদিন পর্যন্ত যে সবার রূহ কবজ করে ফিরতো আজ সে নিজেই নিজের প্রাণ কবজ করবে। যদি মানুষ বেঁচে থাকতো তাহলে মৃত্যুমুখে আজরাইলের সেই চিৎকার শুনে অন্তর বিদীর্ণ হয়ে পৃথিবীর সকল মানুষ মারা যেত।

আজ কারো জন্যেই কাঁদবার মতো কেউ নেই।

আজ কাউকে দাফন করার মতো কেউ নেই।

আজ কাউকে কাফন পরানোর মতো কেউ নেই।

আজ কারো জন্যে মাতম করার মতো কেউ নেই।

আজ সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার ফলে মামলা-মোকদ্দমা করারও কেউ নেই। আজ দরবার আছে। কোনো দরবারী নেই।

কুরসী আছে। কুরসীতে বসার মতো কেউ নেই।

বাদশাহী আছে। বাদশাহ কেউ নেই।

পেয়ালা আছে। পানকারী কেউ নেই।

আজ এক আল্লাহ আছেন। তাঁর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ পাক যখন সকলকে মৃত্যু দিবেন তখন ঘোষণা করবেন-

www.BANGLAKITAB.com

مَنْ كَانَ لِىْ شَرِيْكًا فَلْيَاْتِ ......

আমার কোন শরীক আছে কি যে আমার সাথে মুকাবিলা করবে?

তিনি তিনবার এই ঘোষণা দিবেন। বলবেন, আমার কোন প্রতিপক্ষ থাকলে সামনে আস। অতঃপর তিনি আসমান ও জমীনকে নত করে দিয়ে ঘোষণা করবেন–

اَنَا الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ

আমি কুদ্দুস, সালাম ও মু'মিন।

পুনরায় ঝাঁকুনি দিয়ে একই বাণী উচ্চারণ করবেন। তৃতীয়বার উচ্চারণ করবেন –

اَنَا الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُالْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

-অতঃপর বলবেন–

اَيْنَ الْمُلُوْكُ

কোথায় আজ রাজ-রাজারা?

اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ

অত্যাচারীরা আজ কোথায়?

اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ

অহংকারীরা আজ কোথায়?

বলবেন-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজ বাদশাহ কে? কোন জবাব নেই। অতঃপর আল্লাহ নিজেই বলবেন–

لِلّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

পরাক্রমশীল এক আল্লাহরই নিরঙ্কুশ রাজত্ব। [মু'মিন : ১৬]

www.BANGLAKITAB.com

যেখানে হিসাব নিবেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। যেখানে ব্যবস্থা আছে শাস্তি ও পুরস্কারের। যেখানে ব্যবস্থা আছে চিরন্তন সম্মান ও অনন্ত অপমানের। যেখানে চিরন্তন সুশ্রী রূপও আছে, আছে কুশ্রী রূপও। যেখানকার সফলতা চিরন্তন, ব্যর্থতাও চিরস্থায়ী। যেখানকার অপমান যেমন অনন্ত তেমনি সীমাহীন সম্মানও। আল্লাহ্ যদি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে তাকে জান্নাতে দেবেন আর অসন্তুষ্ট হলে দেবেন জাহান্নামে। আমাদের এই মৃত্যুই যদি শেষ কথা হতো তাহলে আর কোন চিন্তা ছিল না। নামায পড়তাম কিংবা না পড়তাম। পর্দা করতাম কিংবা করতাম না। সত্য বলতাম কিংবা না বলতাম। পাপ করতাম কিংবা কল্যাণ করতাম। সুদ খেতাম কিংবা খেতাম না। মানুষের প্রতি ন্যায় করতাম কিংবা অন্যায় করতাম।

কিয়ামতের অবস্থা কেমন হত

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

খুব শীঘ্রই আমরা বিশাল একটা জীবনের মুখোমুখি হবো। যে জীবনের সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই। সেদিন আল্লাহ স্বয়ং উপস্থিত হবেন।

কোরআনে বর্ণিত আছে—

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

এবং যখন তোমার প্রভু উপস্থিত হবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। [ফাজর : ২২]

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

যখন সেদিন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। [হূদ : ১০৫]

يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

(আমরা আশঙ্কা করি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে) এক ভীতিপ্রদ ভয়াবহ দিনের। [দাহর : ১০]

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا

যে দিনটি কিশোরকে পরিণত করবে বৃদ্ধে। [মুয্যাম্মিল : ১৭]

www.BANGLAKITAB.com

وَجِيْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ

সেই দিন জাহান্নামকে আনা হবে। [ফাজর : ২৩]

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ

এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে উন্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। [আশশুরা: ৯১]

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত। [শুরা : ৯০]

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ

আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। [আম্বিয়া : ৪৭]

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

তোমাদের প্রত্যেকেই পুলসিরাত অতিক্রম করবে। [মারিয়াম : ৭১]

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ

সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। [নাবা : ৩৮]

সেদিন আল্লাহর সামনে ফেরেশতাগণ নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কেউ কোন কথা বলবে না।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ

সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রভুর আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে। [হাক্কা : ১৭]

আরশের ছায়া মানুষের মাথার উপর পর্যন্ত বিস্তার করবে। আরশ বহন করবে আটজন ফেরেশতা। আল্লাহ পাক বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলবেন– আমি তোমাদেরকে দেখেছি, তোমাদের কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা আমার কালাম শুনেছ, না গান-বাদ্য শুনেছো–আমি সবই দেখেছি। তোমরা হারাম খাদ্য খেয়েছ না হালাল খেয়েছ, নামায পড়েছ না নামায আদায় করেছ, নারীরা পর্দায় থেকেছ না পর্দা ছেড়েছ সবকিছুই ছিল আমার দৃষ্টির

www.BANGLAKITAB.com

সামনে। কার ভেতরে অহংকার, কার ভেতরে বিনয়, কে কী মানসিকতায় যাকাত আদায় করেছে; অতঃপর তাদের মাপজোক ঠিক ছিল না বেঠিক- সবই ছিল আমার চোখের সামনে।

মহান আল্লাহর পাকের গুণাবলী

আল্লাহ তাঁর গুণাবলীর কথা পবিত্র কুরআনের নানা জায়গায় তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হয়েছে –

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। [মারিয়াম : ৬৪]

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

আমার প্রতিপালক ভুলেন না এবং বিস্মৃতও হন না। [ত্বহা : ৫২]

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা কোনোটাই স্পর্শ করে না। [বাক্বারা : ২৫৫]

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا

তুমি কখনও মনে করো না, আল্লাহ পাক গাফিল। [ইবরাহীম : ৪২]

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ

আল্লাহ এমন নন যে, কোন কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে।

[ফাতির: ৪৪]

এক কথায় তিনি অক্ষম নন, গাফিল নন, মূর্খ নন, ভুলেন না, বিস্মৃত হন না, তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না, তাঁকে নিদ্রা পায় না, দুর্বলতা পায় না, কোন ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর গুণময় নামাবলী তো এমন–

اَلْمَلِكُ اَلْقُدُّوْسُ ... اَلسَّلَامُ اَلْمُؤْمِنُ ...

اَلْمُهَيْمِنُ اَلْعَزِيْزُ ... اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَكَبِّرُ ...

www.BANGLAKITAB.com

اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ... اَلْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ.....

اَلْقَهَّارُ الْوَهَّابُ .... اَلرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ ....

اَلْعَلِيْمُ الْقَابِضُ .... اَلْبَسِيْطُ الْخَافِضُ ..

اَلرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ.... اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ....

اَلْحَكَمُ الْعَدْلُ اَللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ...

اَلْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ .... اَلْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ ....

اَلْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.... اَلْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ ...

اَلْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ .... اَلْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ ......

اَلْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ ..... اَلْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ ...

اَلْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ .... اَلشَّهِيْدُ الْحَقُّ ..

اَلْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ ...... اَلْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ ....

اَلْحَمِيْدُ الْمُحْصِيْ ..... اَلْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ ......

اَلْمُحْيِيْ الْمُمِيْتُ ....اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ......

اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ ...اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ.....

اَلصَّمَدُ الْقَادِرُ...... اَلْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ......

اَلْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ ... اَلْاٰخِرُ الظَّاهِرُ ....

اَلْبَاطِنُ الْوَالِيُّ ...اَلْمُتَعَالُ الْبَرُّ......

www.BANGLAKITAB.com

اَلتَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ .... اَلْعَفُوُّ الرَّؤُفُ .....

اَلْمَالِكُ الْمُلْكِ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ...

اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ ...

اَلْغَنِىُّ الْمُغْنِىْ .... اَلْمَانِعُ الضَّارُّ......

اَلنَّافِعُ النُّوْرُ ..... اَلْهَادِىْ الْبَدِيْعُ .....

اَلْبَاقِىْ الْوَارِثُ .... اَلرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ جَلَّ جَلَالُهٗ ....

এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহই তিনি তাঁর আদালতে চির অধিষ্ঠিত।

কিয়ামতে জান্নাত-জাহান্নামের ফরিয়াদ

জাহান্নামে রয়েছে অগ্নিশিখা। জান্নাতে রয়েছে মদির সুরভি ও কল্পনাতীত সুবাস। জান্নাত বলে- হে আল্লাহ! আমার ফল পেকে গেছে। আমার নহরগুলোর পানি উছলে উতলে উঠছে। আমার জাম, আমার শরাব, আমার দুধ, আমার মধু, আমার পোশাক, আমার অলংকার, আমার স্বর্ণ, আমার রৌপ্য, আমার মহল অপেক্ষায় আছে। তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। পক্ষান্তরে জাহান্নাম বলে- হে আল্লাহ! আমার অঙ্গারগুলো স্ফীত হয়ে উঠেছে। আমার গর্তগুলো খুবই গভীর হয়ে পড়েছে। আমার লেলিহান শিখা প্রচণ্ড ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ! আমার জিঞ্জির, আমার শেকল, আমার ফুটন্ত পানি, আমার কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ-লতা সবই অপেক্ষা করছে। আমার অধিবাসীদেরকে দ্রুত আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অপরাধী, ব্যভিচারী নারী-পুরুষদের জখম থেকে নির্গত দুর্গন্ধময় পুঁজ সর্বপ্রথম তাদেরকে পান করানো হবে, অতঃপর শরাবখোরদেরকে। এই পাপীদের দেহের পুঁজ রক্ত ঘাম ও শ্লেষ্মা একটি নির্দিষ্ট হাউজে জমা করা হবে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে- এই শরাব প্রথমে মদখোরদেরকে পান করাও। তারপর অন্যান্য নাফরমানদেরকে। আল্লাহ তাআলা জান্নাত-জাহান্নাম উভয়ের ডাকেই সাড়া দিবেন। বলবেন, এখনই আমি তোমাদের পূর্ণ করার ব্যবস্থা করছি।

www.BANGLAKITAB.com

ব্যর্থ মানুষের রূহের অবস্থা

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন– সকলেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করার জন্য তৈরি হও। এই সেই কঠিন সময় যখন একজন শিশুও বৃদ্ধে পরিণত হবে। মরণই যদি শেষ কথা হতো তবে তো ভালোই ছিল। কিন্তু এখানে মরেও মরার পথ নেই। এখানে এ সবকিছুই ঘটবে। এখানকার বিচারে যখন কোন ব্যক্তি ব্যর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে তার নেকীর পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। ভারী হয়ে পড়বে পাপের পাল্লা এবং ফেরেশতা তাকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা দিয়ে দিবে। তখন আল্লাহ পাক বলবেন– একে ধর। ফেরেশতাগণ ছুটে আসবে। মুখের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা বের করে আনবে। জিহ্বা টেনে তার থুতনি পর্যন্ত নিয়ে আসবে। অতঃপর নাঙা শরীরে তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকবে। সে তখন কাতরকণ্ঠে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে। ফেরেশতাগণ তার জবাবে বলবে– পরম করুণাময় আল্লাহ তোমার রহম করেননি, আমরা কীভাবে অনুগ্রহ করবো? একজন নারীর ক্ষেত্রেও যখন তার ব্যর্থতার ফয়সালা হবে তখন ফেরেশতাগণ ছুটে আসবে। তার মাথার চুল ধরে টেনে নিয়ে বলবে, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেননি, আমরা কীভাবে করবো? এ তো মাত্র পাকড়াও শুরু। সামনে তো অপেক্ষা করছে পাকড়াও য়ের ঘর। সে ঘর কেমন?

نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

-আমি জালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি অগ্নি নরক। যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। [কাহ্ফ : ২৯]

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

তাদের শয্যা হবে আগুনের,তাদের উপরের আচ্ছাদনও। [আ'রাফ : ৪১]

একটি সফল মানুষ

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

বিষয়টি খুবই জটিল। আর আমরা মনে করেছি একেবারেই সহজ। আমরা রুটি-রোজগারকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছি। দুনিয়ার সাজ-সজ্জার জন্যে আমরা পাগল। শেষ বিচারে যখন কোন নারী সফলকাম

www.BANGLAKITAB.com

বলে ফয়সালা লাভ করবে কিংবা কোন পুরুষের পক্ষে সফল বলে ফয়সালা দেয়া হবে তখন সে একটি শ্লোগান দিবে।

মূলত কোরআন মাজীদে উল্লেখিত এই শব্দটি শ্লোগান। আমাদের ভাষায় এর প্রকৃত কোন তরজমা নেই। বাজিতে জিতে গেলে বিজয়ী ব্যক্তি যেমন এই বলে উল্লাস প্রকাশ করে- আসো, আসো! এটাও ঠিক সেই ধরনের একটি শ্লোগান। কোন মানুষ যখন খুশিতে খেই হারিয়ে ফেলে তখন সে এভাবেই শ্লোগান দেয়। বারবার নির্বাচনে জেতার পর বিজয়ী কত রকমের শ্লোগান দেয়। তার সে শ্লোগান কোন কোন সময় পাগলামীকেও স্পর্শ করে। সে চিন্তা করে না আমার এই কথা মানুষ শুনলে কী মনে করবে। সে দিন যারা বিজয়ী হবে, তারা তাদের আমলনামা খুলে এই বলে আহ্বান করবে- اِقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ

আমার আমলনামা পড়ে দেখ। [হাক্কা : ১৯]

হ্যাঁ, বিজয়ীরা ডেকে বলবে- আমার কাগজ পড়ে দেখো না! আমি তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছি। অন্যরা চিৎকার করে বলবে- আরে বোন! তুমি কীভাবে পাস করে গেলে। আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। আরে ভাই, তুমি কীভাবে সফলকাম হলে! আমি তো বরবাদ হয়ে গেছি। সে তার জবাবে বলবে-

اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ

আমি তো জানতাম, আমাকে আমার হিসাব নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। [হাক্কা : ২০]

অর্থাৎ আমি আগে থেকেই জানতাম আমাকে আমার প্রভুর সামনে আমার কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। তাছাড়া আমি পাগল ছিলাম না যে, শহরের গলিপথে ছুটোছুটি করে জীবন ধ্বংস করে দিব। আমি নির্বোধ ছিলাম না যে, দু'দিনের এই ক্ষুদ্র জীবনের জন্যে আমি আমার আখিরাতের অনন্ত অসীম জীবনকে বিক্রি করে দিব। তাই আমি আমার দু'দিনের সংক্ষিপ্ত জীবনকে এই আখিরাতের জীবনের প্রস্তুতির মধ্যেই কাটিয়েছি।

www.BANGLAKITAB.com

জগতবিখ্যাত তাপসী হযরত রাবিয়া বসরী (র.) কেবল একজন নারী হিসেবেই ইতিহাসে বিখ্যাত নন। তাছাড়া নারীসুলভ রূপ সৌন্দর্যের কারণেও তিনি এই গুরুত্ব পাননি। কারণ, কোন নারীকে নারী হিসেবে আকর্ষণীয় হতে হলে তার থাকতে হয় খান্দানী শ্রেষ্ঠত্ব, রূপের সৌন্দর্য, সম্পদ ও সন্তান দান সক্ষমতা। অথচ এসব গুণের কোনটিই ছিল না হযরত রাবিয়া বসরীর মাঝে। বংশ হিসেবে ছিলেন দাসী। শরীরের রঙ বর্ণে ছিলেন কালো। আর কৃতদাসের তো কোন ধন সম্পদই নেই। অধিকন্তু ছিলেন বন্ধ্যা। কিন্তু তারপরও শত শত বছর পর আমরা আজ তার নাম নিচ্ছি। কেন তাঁকে স্মরণ করছি আমরা? তাঁর সময়ে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় রূপসী-সুন্দরী নারী ছিল। তাদের জীবন ছিল সোনা-রূপায় আচ্ছাদিত। কিন্তু আজ তাদের নাম নেয়ার মতো জগতে কেউ নেই। কারণ, সেটা ছিল বনু উমাইয়াদের শাসন যুগ। সে যুগে উমাইয়া শাসকদের হেরেমে সুন্দরী রূপসী নারীর কোন কমতি ছিল না। অথচ তাদের কারও কথাই ইতিহাস স্মরণ রাখেনি। ইতিহাস মনে রেখেছে বংশগত কৃতদাস, কৃষ্ণ-কালো সন্তানহীনা এক বন্ধ্যা নারীর কথা। সে বন্ধ্যা ছিল। রাতের বেলা গোসল করে কাপড় পরিধান করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতো, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? স্বামী বলতো, না। অতঃপর প্রশ্ন করতো, আমাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন? স্বামী বলতো, হ্যাঁ। অতঃপর রাবিয়া বসরী (র.) মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়াতেন এবং মুসল্লাতেই রাত কাটিয়ে দিতেন।

হযরত হাসান বসরী (র)-এর প্রস্তাব

হযরত রাবিয়া বসরী (র)-এর স্বামী মারা গিয়েছিল যৌবনে। হাসান বসরী (র.) ছিলেন সে যুগেরই এক মহান ব্যক্তিত্ব। ইসলামী জ্ঞান ও বুযুর্গীর পথিকৃৎ। সেকালের অনেক লোকে তাঁর কাছে কন্যা দেয়ার জন্যে লালায়িত ছিল। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র.) নিজে পায়ে হেঁটে হযরত রাবিয়া বসরী (রহ)-এর সমীপে উপস্থিত হন। পর্দার আড়াল থেকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে হযরত রাবিয়া বসরী (র.) বলেন, আমাকে চারটি প্রশ্নের জবাব দাও। তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করবো। হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, বলুন আপনার প্রশ্ন। রাবিয়া বসরী (র.) বললেন,

www.BANGLAKITAB.com

বলো আমি কী জান্নাতী না জাহান্নামী। হাসান বসরী নীরব। প্রশ্ন করলেন, হাশরের মাঠে যখন আমলনামা প্রদান করা হবে তখন কেউ আমলনামা পাবে সামনে থেকে, কেউ পেছন থেকে। বলো, আমি কোন দিক থেকে পাবো? হাসান বসরী তখনও নীরব। প্রশ্ন করলেন, কিয়ামতের দিন যখন আমল ওজন দেয়া হবে তখন কারও নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে, কারও বদ আমলের। বলো, আমার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে না বদ আমলের। হাসান বসরী এবারও নীরব। প্রশ্ন করলেন, যখন পুলসিরাত পার হওয়ার পালা আসবে তখন কেউ তো বিদ্যুৎ গতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে, আবার কেউ বা পড়ে যাবে। বলো, আমার অবস্থা কী হবে? হযরত হাসান বসরী (র.) বললেন, রাবিয়া আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরই আমার কাছে নেই। উত্তরে হযরত রাবিয়া বসরী (র.) বললেন, হাসান! যাও, আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ দাও। আমার সামনে বড় বিপজ্জনক ঘাঁটি রয়েছে। বিয়ে করার অবকাশ আমার নেই।

রাবিয়া বসরীর মৃত্যুর স্মরণ

আমাদের সামনে একটি মনযিল রয়েছে। আমরা তো সকলেই মুসাফির। আপনারা হয়তো ভেবে থাকবেন, আমরা তাবলীগের লোক। তিনদিনের জন্যে বেরিয়েছি। তাই আমরা মুসাফির। কথা কিন্তু তা নয়। খোদার কসম করে বলছি, আমরা যেমন মুসাফির, আপনারাও তেমনি মুসাফির। আমাদের এই সফরের সীমানা হলো মৃত্যু। সেখান থেকে শুরু হবে আরেক নব জীবনের যাত্রা। সে যাত্রার শুরু আছে শেষ নেই। মূলত আমাদের সকল প্রস্তুতি সেই জীবনের লক্ষ্যে। এটাই হলো মূলত আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়। কেউ বলতে পারে না, এখানে কার কত দিন থাকতে হবে। অবশেষে বিচ্ছেদ আসবেই। আমাদের চোখের সামনের চলন্ত জানাযা কি এ কথা প্রমাণ করে না, আমাদের এই ঘর ক্ষণস্থায়ী। পতিত লাশগুলো কি আমাদেরকে এ কথা বলে দেয় না, এ জগতটা মন দেয়ার জগত নয়। চকিত দৃষ্টিতে তাকালে এই জগৎ কত সুন্দর! এখানে মৃত্যু নামক কিছু যে আছে বলে মনেও হয় না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের চারপাশে একটু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করি তাহলে দেখি, এই তো দাদী

www.BANGLAKITAB.com

মারা গেছেন, দাদা মারা গেছেন, নানা মারা গেছেন, নানীও নেই। তখন এও উপলব্ধি হয়– এখান থেকে মানুষ বিদায় নেয়। এই তো গত বছরের কথা। আমি হজ্জে গিয়েছিলাম। এদিকে আমার মা ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর লাশ পড়ে আছে। সবাই কান্নাকাটি করছে। তিন বছর বয়সী আমার ভাতিজি এসে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছে, চাচীজান! এরা সবাই কাঁদছে কেন? আমার স্ত্রী তাকে জবাব দিচ্ছে, তোমার দাদী মা মারা গেছেন তাই। এটাই ছিল তার দেখা প্রথম দুর্ঘটনা। তার বয়সও কেবলমাত্র তিন-চার বছর। সে তো ইতোপূর্বে কেবল হাসতে দেখেছে। আজই প্রথম দেখল এতগুলো মানুষকে একসাথে কাঁদতে। তাই সে অস্থির এরা কাঁদছে কেন। আমার স্ত্রী যখন তাকে বললো, আজ তোমার দাদী মা আল্লাহর কাছে চলে গেছেন, তখন সে বিস্মিত হয়ে বললো, আল্লাহর কাছে চলে গেছেন। দাদু তো দেখি এখানেই শুয়ে আছে। কিন্তু কথা বলছে না কেন, উঠছে না কেন, এরা কাঁদছে কেন? মূলত তার জীবনের এটা একটা প্রথম ধাক্কা। তার নিষ্পাপ হৃদয় দর্পণে এই প্রথম আঁচড়। এই ধাক্কা খেতে খেতে একদিন হয়তো বা তার আয়নাই ভেঙ্গে যাবে। আমরা কত না পাগল। প্রতিনিয়তই এই দৃশ্য দেখি, কিন্তু কিছুই শিখি না।

নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিদায়

হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তিকালের সময় অসুস্থ ছিলেন। জরুরী কোন প্রয়োজনে হযরত আলী (রা.) ছিলেন ঘরের বাইরে। হযরত ফাতিমা (রা.) ঘরের সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমার জন্যে পানির ব্যবস্থা কর। পানির ব্যবস্থা করা হলো। বললেন, গোসল করাও। গোসল করানো হলো। অতঃপর তিনি কাপড় পরিধান করলেন। বললেন, আমার খাটিয়াটি ঘরের মধ্যখানে এনে দাও। সেবিকা খাটিয়াটি ঘরের মধ্যখানে এনে দিল। হযরত ফাতিমা (রা.) কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়লেন। সেবিকাকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি গোসল করেনিয়েছি। খবরদার আমার মৃত্যুর পর কেউ যেন আমার শরীর না দেখে। এ কথা বলেই তিনি এ জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আলী (রা.) ঘরে ফিরে দেখেন কাহিনী খতম। হযরত ফাতিমা (রা.) চব্বিশ বছর বয়সে ওফাত লাভ করেছেন। সেবিকা এসে যখন পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো তখন হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যা বলেছো তাই হবে। যখন কবরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হলো, চারদিকে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হযরত আলী (রা.) ফাতিমা, ফাতিমা, বলে তিনবার ডাকলেন। কিন্তু না, কোন সাড়া শব্দ নেই। তখন তিনি একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন, যার মর্মার্থ এই-

ফাতিমার কী হলো-
সে তো আমার একটি মাত্র ডাকেই কেঁপে উঠতো
অথচ আজ আমার আহবানে কোন সাড়া নেই।
আজ কেন কোন সাড়া নেই?
প্রিয়তমা! সমাধিতে পা দিতেই ভুলে গেলে ভালোবাসার সব কথা?
হ্যাঁ, কতদিন কে কার সাথে থাকে ?
সঙ্গতা একদিন সাঙ্গ হবেই।
আমি আমার নিজ হাতে আমার প্রিয় নবীকে সমাধিস্থ করেছি।
আর আজ এই হাতেই মাটির গর্ভে রেখে দিলাম ফাতিমাকে।
হারালাম প্রিয়তমাকে চিরতরে মাটির গর্ভে।
আমি আজ উপলব্ধি করেছি এখানে কারও বন্ধুত্বই টিকে থাকে না।
আমি বুঝেছি এই রাত একদা নেমে আসবে আমার জীবনেও
যেদিন উত্তোলিত হবে আমার জানাযা
সেদিন কারও রোনাজারীই আমাকে উপকৃত করবে না।
আমি তো পড়ে থাকবো মৃত্তিকা জড়িয়ে
অন্যেরা কাঁদলেই বা আমার কী লাভ হবে?

পরকালের সম্বল

এখানে গভীরভাবে জানার বিষয় হলো, পরকালে আমাদের কাজে লাগবে কোন সে পুঁজি? দুনিয়ার টাকা পয়সা, রূপ, সৌন্দর্য কিংবা বংশ গৌরব তো কাজে আসার বিষয় নয়। বংশ গৌরব যদি কাউকে বাঁচাতে পারতো তাহলে অন্তত আবু লাহাবকে জাহান্নামে যেতে হতো না। বংশ পরিচয়ের কারণেই যদি কেউ পরাজিত হতো তাহলে হযরত বিলাল (রা.)

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাতে যেতে পারতেন না। বংশ পরিচয় যদি কাউকে খাটো করতে পারতো, তাহলে তেরশ বছর পর আমরা রাবিয়া বসরীর কথা স্মরণ করতাম না। এখানে বিবেচ্য বিষয় তো হলো, কার মৃত্যু হয়েছে আল্লাহর দ্বীনের উপর। এখানে দেখার বিষয় হলো– কে কতটুকু ধন সম্পদ নিয়ে কবর পথে পাড়ি দিয়েছে? আমাদের এই তাবলীগ জামাত মূলত এই কবরের প্রস্তুতির কথাই বলে। বলে, পরকালের জন্যে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করতে। বলে, ভবিষ্যতে এই টাকা-পয়সা কোন পুঁজি হিসেবে বিবেচিত হবে না। পরকালের পুঁজি হলো আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি। সুতরাং আল্লাহ পাক ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্জিকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর মর্জি রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনের সকল মর্জিকে বিসর্জন দিতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জন্মই এমন পরিবেশে যেখানে মানুষ নিজের মর্জির গোলামী করে বেড়ায়। ইরশাদ হচ্ছে–

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে যে তার খেয়াল-খুশিকে নিজের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে? [জাসিয়া : ২৩]

নিজের খেয়াল-খুশিকে মাবূদ হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করা। মন যা চায় তাই করে বেড়ায়। কোরআনের আহবান কানে তুলে না, শরীয়াতের বিধানকে পাত্তা দেয় না। শোনে না, নবীর আহ্বানও। বরং মন যা চায় তাই করে বেড়ায়। আমাদের আহ্বান হলো, তোমার এই খেয়াল-খুশির পথকে বর্জন কর।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলার প্রিয়তম নবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনার্দশকে আঁকড়ে ধরো। তাঁর চেয়ে দয়ালু আর কোন মানুষ নেই। তিনি এই উম্মতের প্রতিটি নারী ও পুরুষের জন্য অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন। এই উম্মতের প্রতিটি নারীর দুঃখ বেদনায় অস্থিরতার ভেতর দিয়ে তেইশটি বছর অতিক্রান্ত করেছেন। আর আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শের সরাসরি বিদ্রোহী। এই জগতে আমাকে এমন

www.BANGLAKITAB.com

একজন মা দেখাও যে তার সন্তানের জন্য তেইশ বছর কেন, তেইশ মাস কেঁদেছে? তেইশ মাস কেন, তেইশ সপ্তাহ কেঁদেছে- এমন মা-ই বা কোথায় ? আমি বলি, অবিরাম তেইশ ঘন্টা কেঁদেছে এমন মা-ও জগতে খুঁজে পাবে না। আমি মনে করি, দেড় হাজার বছর আগের মদীনার দিকে লক্ষ্য করে দেখ, এমন এক মহান সত্তা, যাঁর জন্যে সমগ্র জগত কুরবান। তিনি দুনিয়ার যেখানেই কদম রাখেন সেখানেই শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে। তিনি যেখানে মাথা রাখেন সেখানে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত ফুল বাগিচায় রূপান্তরিত হয়। তিনি যে দিকেই যান সে দিকেই চির বসন্ত কাল। তিনি যেখানেই উপবেশন করেন সেখানেই পড়ে আরশের তাজাল্লী।

যিনি মাটির পৃথিবীতে বসে জান্নাত জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁর পায়ের ধুলো এতটা মর্যাদাসম্পন্ন যে, তার পেছনে পড়ে থাকে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান ষষ্ঠ আসমান ও সপ্তম আসমান। সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত তাঁর গতির কাছে পরাজিত। আরশে মুয়াল্লাও তাঁর মনযিল নয়। বরং মনযিল পথ তিনি পার করে চলে যান আরশেও। অবশেষে সত্তর হাজার নূরের পর্দা উন্মোচিত হয় তাঁর অগ্রসরতায় ধীরে ধীরে। অতঃপর মুখোমুখি হন স্বয়ং আল্লাহ তাআলার।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

ফলে তাঁদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান দূরত্ব রইলো। অথবা তারও কম। [নাজম ঃ ৯]

এত মহান যাঁর মর্যাদা তিনিই আপনার আমার জন্যে মদীনায় বসে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মুবারক ভিজে যাচ্ছে। ভিজে যাচ্ছে তাঁর বক্ষ মুবারক। তিনি সিজদায় পড়ে কাঁদছেন। তাঁর চোখের পানিতে সিজদার স্থান কর্দমাক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর পেছনে বসে তাঁর স্ত্রী কাঁদছেন এবং এই ভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছেন- আপনি এতটা অস্থির কেন? তাঁর সিজদার দীর্ঘতা দেখে কেউ কেউ এই ভেবে ভীত হয়েছেন, না জানি তিনি ইন্তিকাল করে গেলেন কি না। এত দীর্ঘ সময় সিজদা কোন

www.BANGLAKITAB.com

জীবিত মানুষ করতে পারে না। কার জন্য করেছেন এত দীর্ঘ সিজদা? শুধু এই বাসনায়– হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে মাফ করে দাও।

সাহাবায়ে কেরাম ও নবী পরিবারের মর্যাদা

মজার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কিরামের সকলেই তো ছিলেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তাঁদের সম্পর্কে তো মহান আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতে থাকতেই অঙ্গীকার করে রেখেছেন–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। [বায়্যিনা : ৮]

وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

তবে আল্লাহ তাদের সকলের জন্যে কল্যাণের– জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। [হাদীদ : ১০]

হযরত হাসান (রা.) জান্নাতের সরদার।
হযরত হুসাইন (রা.) জান্নাতের সরদার।
হযরত ফাতিমা (রা.) বেহেশতি নারীদের সরদার।

হযরত আলী (রা.)-এর ঘর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের সামনে। পাক কোরআনে উম্মাহাতুল মুমিনীনের আলোচনা হয়েছে বিশেষ মর্যাদার সাথে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সকল নারীকে কোরআনে কারীমে 'ইমরাআতুন' শব্দে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আমাদের মহানবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণকে কোথাও এই শব্দে স্মরণ করেননি। বরং স্মরণ করেছেন 'যাওজা' শব্দে।

ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا

স্মরণ কর, নবী তাঁর স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন। [তাহরীম : ৩]

تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ

তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ। [তাহরীম : ১]

www.BANGLAKITAB.com

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। [আহযাব : ৬]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণকে আল্লাহ তাআলা 'যাওজা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অন্যান্য নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন 'ইমরাআতুন' শব্দ। সেসব নারীদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.), হযরত লূত (আ)-এর বিবিগণ যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন ফিরাউনের স্ত্রী এবং ইমরানের স্ত্রী। হতে পারে হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী অবাধ্য ছিল; তবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তো ঈমানদার ছিলেন। হযরত সারা-এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত ইসহাক (আ)। তাইতো হযরত সারা (আ.) হযরত ইসহাক (আ)-এর জননী। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর দাদী এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরদাদী। সুতরাং তিনি একজন মর্যাদাবান নারী। কোরআনে কারীমে তাঁকেও 'ইমরাআতুন' বলা হয়েছে। এই দুইয়ের মাঝে পার্থক্য কী? পার্থক্য হলো– বিবাহিত নারীকেই 'ইমরাআতুন' বলে। যে নারীর সূত্রে স্বামীর বংশধারা অব্যাহত থাকে। আর 'যাওজা' বলা হয় এমন জীবন সঙ্গিনীকে যে কেবল সন্তান প্রসবেরই অংশীদার নয় বরং স্বামীর চিন্তা, গোপন রহস্য, তার চিন্তা-ভাবনা সবকিছুরই অংশীদার হয়। স্বামীর অংশীদার হয় জীবনের ও জীবন চলার পথের। সে অংশীদার হয় প্রবাসে, অংশীদার হয় নিবাসে। সুখেও অংশীদার হয়, ভাগীদার হয় দুঃখেও। স্বামীর আনন্দই তার আনন্দ বলে বিবেচিত হয়। স্বামীর বেদনাই হয় তার বেদনা। যে নারী স্বামীর প্রতিটি নিঃশ্বাসের ভাগীদার, যে নারী স্বামীর দুঃখ প্রতিটি পদক্ষেপে অংশীদার, যে নারী স্বামীর দুর্দিনে নিরাপদ আশ্রয় সে নারীই 'যাওজা'। স্বামীর জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হয় না যে নারী, আরবী ভাষায় তাকেই 'যাওজা' ব[illegible] হয়। আমাদের মহানবীর বিবিগণকে এই শব্দেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্যে মা। কোরআন তাঁদেরকে সম্মানিত করেছে এভাবে–

لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। [আহযাব : ৩২]

www.BANGLAKITAB.com

অর্থাৎ হে নবীর সঙ্গিনীগণ! এই জগতে তোমাদের কোন তুলনা নেই।

উম্মতের জন্যে নবী করীম (সা.)-এর ক্রন্দন

রাসূল (সা.) আরাফায় পড়ে কাঁদছেন কেন? কেন কাঁদছেন মিনায়? হেরেমে কেন কাঁদছেন? মাঝ রাতে তাঁর কান্নায় কেন কেঁপে উঠছে আরশে আজীম। তাঁর সে কান্না ছিল অনাগত উম্মতের জন্যে। তিনি কেঁদেছেন ভবিষ্যত উম্মাতের ক্ষমা প্রার্থনায়। তিনি কেঁদেছেন যেন তাঁর উম্মতের ছোট বড় সকল নারী-পুরুষ মুক্তি পেয়ে যায়।

হাদীস শরীফে আছে– وَلَهُ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ

তিনি যখন কাঁদতেন তখন তাঁর বুকের ভেতর থেকে ডেগের ফুটন্ত পানির ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি শোনা যেত।

তিনি বিড়বিড় করে কাঁদতেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। বলতেন– হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ.) বলেছিলেন, ক্ষমা করে দাও। সে তো তোমার খুশি, যদি ক্ষমা না করো সেও তোমার খুশি। ঈসা (আ.) বলেছিলেন– মাফ করো সে তোমার ইচ্ছা, না করো সেও তোমার ইচ্ছা। অথচ হে আল্লাহ! আমি তো এ কথা বলিনি। আমি বলি –

أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ ... أُمَّتِىْ أُمَّتِىْ

... আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও।

হে আল্লাহ! তুমি মাফ করবে না তবুও ক্ষমা করে দাও। এ কথা বলে তিনি এমনভাবে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন যে. হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন হযরত জিবরাইল (আ)। এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ পাক আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, কী হয়েছে? ইরশাদ করেন– আমার উম্মতের চিন্তা আমাকে কাঁদাচ্ছে। জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– কাঁদতে হবে না। আপনাকে আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে খুশি করে দেব।

কত বড় বেদনার বিষয়! আমরা সেই নবীর আদেশ লঙ্ঘন করি। আমরা সেই নবীর দেখানো আদর্শকে বিসর্জন দেই।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

একবার একটু ভেবে দেখ, যিনি তোমার জন্যে এতটা কেঁদেছেন, এতটা ভেবেছেন, এতটা অস্থির হয়েছেন তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস

www.BANGLAKITAB.com

কর, তাঁর সম্পর্কে তোমার অন্তর কী বলে? আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি, একটি মৃত আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেও সে চিৎকার করে বলবে, যা করছি সবই ভুল। আমরা যা করছি এটা আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়।

প্রিয় বোনেরা আমার,

এই যে আমরা আমাদের জীবনভর নানা রকম সংস্কৃতি লালন করছি, শরীয়াতের সাথে এর কী সম্পর্ক রয়েছে? বিয়ে-শাদীতে এই যে মেহেদী উৎসব, মেহেদী উৎসবের বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা– এটা আমরা কোথেকে পেলাম? এ তো একসময় বিজাতীয় সংস্কৃতি ছিল। মুসলমানরা এটা কী করে গ্রহণ করলো? বলো, হযরত খাদিজা, হযরত রুকাইয়া, হযরত যাইনাব ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-এর বিয়েতে, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়েতে বরাত দেখাও। বলো, তাঁদের বিয়েতে কি কোন ব্যান্ড বাজানো হয়েছিল? তাঁদের বিয়েতে কি মেয়েরা নেচেছিল? যে মেয়েদের লজ্জা দেখে একদা ফেরেশতাগণ লজ্জা পেতো আজ সে মেয়েদের নির্লজ্জতা দেখে শয়তানও চোখ নামিয়ে নেয়। যে যুবকদের সততা ও পবিত্রতা দেখে ফেরেশতাগণ পর্যন্ত বিস্মিত হতো আজ তাদের বেহেল্লাপনা দেখে শয়তানও লজ্জায় মুখ ঢাকে।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা কি করছি? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি? যিনি আমাদের জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেঁদেছেন। আমাদের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে যিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন আমরাই আজ তাঁর আদর্শের প্রধান বিদ্রোহী।

প্রিয় নবী (সা.) এর জীবন সায়াহ্নে জিবরাইল ও আজরাইলের আগমন

দিবসের এক প্রহর কেটে গেছে। আজ বারই রবিউল আউয়াল। সোমবার। অতি শীঘ্রই সেই মহা ঘটনাটি সংঘটিত হবে। যে ধরনের ঘটনা এই দুনিয়াতে আগেও কখনও ঘটেনি, পরেও কখনও ঘটবে না। হযরত জিবরাইল (আ.) কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে আসলেন। তাঁর সাথে আগমন

www.BANGLAKITAB.com

করলেন এমন একজন ফেরেশতা যিনি এর পূর্বে কখনও দুনিয়াতে আসেন নি, পরেও কখনও আসবেন না। তাঁরা উভয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন। কী ব্যাপার ? ব্যাপার এটাই– ইয়া রাসূলাল্লাহ! বাইরে মালাকুল মাওত দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে আসার অনুমতি চাইছে। আপনি নির্দেশ দিলেই তারা প্রবেশ করবে।

একবার ভেবে দেখুন, যে নবীর সামনে অনুমতি ছাড়া মালাকুল মাওতও উপস্থিত হতে পারে না, আজ আমরা সেই নবীর সাথে বিদ্রোহ করছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আসতে বলো। মালাকুল মাওত এসে আরয করলো– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ছিল আমরা যেন আপনার অনুমতি নিয়েই ভেতরে প্রবেশ করি, অন্যথায় যেন ফিরে যাই। এমন ঘটনা ইতোপূর্বে কখনও ঘটেনি, এর পরেও কখনও ঘটবে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনাকে অধিকার দিয়েছেন, আপনি চাইলে থেকে যেতে পারেন, আবার চলে যেতেও পারেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাইল (আ)-এর প্রতি তাকালেন। তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আপনার সাক্ষাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও! গিয়ে জেনে আসো আমি চলে যাওয়ার পর আমার উম্মতের সাথে আল্লাহ পাক কী আচরণ করবেন?

এ হলো আমাদের প্রতি আমাদের নবীর দরদ। আজ আমরা সেই নবীর আদর্শকেই জীবনের সব ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে চলছি। সুতরাং ভাই ও বোনেরা আমার! সুদী লেনদেন ছাড়। অনেকেই বলে, তাহলে ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে কীভাবে? যদি বলি, বোনেরা আমার! পর্দা করো। তখন বলে, পর্দা করে এই সোসাইটিতে থাকবো কী করে? আমি বলি, তোমাদের এই প্রশ্ন বড়ই বিস্ময়কর। যদি বলি, এই মেহেদী উৎসব ছাড়। এটা বড়ই অন্যায়। বলে, এটা তো আমাদের সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা ছেড়ে সমাজের আর দশজনের সাথে চলবো কী করে? বলি, এ তো হলো সমাজের সাথে সোসাইটির চলমান সভ্যতার সাথে তোমাদের আন্তরিকতা। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.BANGLAKITAB.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতাও দেখ। নির্বোধ জানোয়ারও তো এতটা বিশ্বাসঘাতক হয় না। দীর্ঘ তেইশ বছরের একটানা সফরে ক্লান্ত পথিক যিনি তাঁর জীবনের সকল সহায়-সম্বল এ পথেই বিলিয়েছেন। অবশেষে বিদায় ক্ষণে যেতে যেতেও মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন এই উম্মতের তরেই। বলেছেন- আগে জেনে আস, আমি চলে যাওয়ার পর আমার উম্মতের সাথে কী আচরণ করা হবে।

নবী (সা.)-এর শেষ সময়ের ইতিবৃত্ত

যখন তিনি জান্নাতুল বাকী হতে ফিরে আসেন তখন শুরু হয় তাঁর মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সে ব্যথা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অতঃপর জ্বরে রূপ নেয়। তিনি তখন যার ঘরেই অবস্থান করতেন, জিজ্ঞেস করতেন- আগামীকাল আমি কার ঘরে থাকবো? সম্মানিত জীবন-সঙ্গিনীগণ আঁচ করতে পারেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত মা আয়েশার গৃহে অবস্থান করতে চাচ্ছেন। হযরত রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মা যায়নাব কিংবা মা হাফসার গৃহে ছিলেন। তখনই সকলে মিলে পরামর্শ করে জানালেন- ইয়া রাসূলুলাহ! আমরা সকলে আনন্দচিত্তে সম্মতি দিচ্ছি আপনি আপনার জীবনের অবশিষ্ট সময়গুলো আয়েশার ঘরেই থাকবেন। এ কথা শোনার পর সকলের প্রতি শুকরিয়া জানালেন। বললেন, আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক চুল পরিমাণও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হননি। অতঃপর হযরত আয়েশার ঘরে চলে যান।

রাসূলুল্লাহর শেষ ভাষণ, শেষ উপদেশ

তারপর হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা.)-কে ডাকলেন। তাঁদের কাঁধে ভর করে মসজিদে আগমন করেন। মসজিদের মিম্বরে উপবেশন করেন। তারপর সমবেত সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছি। হতে পারে এই সময়ে আমি কথায় ও কাজে কারও প্রতি অন্যায় অবিচার করেছি। আমি উপস্থিত আছি। যদি কারও প্রতি অবিচার করে থাকি তাহলে সে যেন তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়। কি যে ভালোবাসা ছিল হৃদয়ে! বিদায় মুহূর্তেও সেই একই ভাবনা।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা মুবারক আমার বুকের উপর রাখা ছিল। তিনি সোজা হয়ে শোয়া ছিলেন। হযরত জিবরাইল (আ)-কে বললেন, আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে এসো, আমি বিদায় হয়ে যাওয়ার পর আমার উম্মতের সাথে কী আচরণ করা হবে? তখন উত্তর এলো, আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার উম্মতকে আমি একা ছাড়বো না। আমি তাদের সাথে থাকবো। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

.... اَلْئٰنَ قَرَّتْ عَيْنِىْ

এখন আমার চোখ ঠাণ্ডা হলো।

আজরাইল! এখন তুমি তোমার কাজ কর। অতঃপর পাঠ করলেন–

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى

এই আওয়াজ শোনার সাথে সাথেই হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন। ঠিক সেই সেময়ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেদনা ছিল এই উম্মতকে নিয়েই। তখনও তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল–

..... اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

হে উম্মতী! নামায ছেড়ো না।

অতঃপর আজ আমাদের মাঝে এমন অনেক নারী আছেন যারা নামায পড়েন না। পুরুষদের মধ্যে তো এই সংখ্যা কম নয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ উপদেশে অধীনস্থদের প্রতি সদাচরণের কথা বলেছেন। অধীনস্থ কর্মচারী চাকর-বাকর কারও প্রতি অবিচার করতে বারণ করেছেন। তারা যদি তাদের কাজকর্মে দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করে তো তাদেরকে গালাগাল করতে, তাদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন– তোমাদের প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো নামাযের প্রতি যত্নবান থাকবে এবং অধীনস্থদের প্রতি অবিচার করবে না। অথচ আজকে আমাদের সমাজের প্রতি লক্ষ্য

www.BANGLAKITAB.com

করলে আমরা দেখব, ঘরে বাজারে অফিসে অধীনস্থদের প্রতি কী অবিচারই না করা হয়! তাছাড়া মসজিদে যখন আযান হয় তখন কয়জন পুরুষ মসজিদে যায়, কয়জন নারী উঠে গিয়ে জায়নামাযে দাঁড়ায়! আমাদের প্রতি আমাদের মহানবীর মমতাকে দেখুন, আর দেখুন তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা। সেই মহান সত্তা যাঁর জান কবজ করার সময় আজরাইল (আ.) পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিলেন। আমি কয়েক মাস আগে একটি হাদীসে পড়েছি, জিবরাইল (আ.) যখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ বের করেন তখন তাঁর চোখ হতে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আজরাইল (আ.) বলেন, হায় মুহাম্মাদ! আসমানে যাচ্ছো, এখনও ক্রন্দনরত অবস্থায় যাচ্ছো।

আমরা আর কতকাল শত্রুর আনুগত্য করব

এ কত বড় জুলুম! ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখুন, চার বছরের শিশুরা গলায় টাই ঝুলিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরে স্কুলে যাচ্ছে। তাদের মা-বাবা কত বড় জালিম! যারা তাদের এই স্বচ্ছ-হৃদয় সন্তানদেরকে শত্রুদের আদলে গড়ে তুলছে। ওরা তো আল্লাহর দুশমন। আল্লাহর নবীর দুশমন। আপনার দুশমন। আজো তাদের হাতে রয়েছে দু'ধারী খঞ্জর। আপনার বংশধরদের শাহরগ কেটে দিতে তাদের হাত একটুও কাঁপবে না। তারা আমাদের প্রতি শত অন্যায় করার পরও তাদের অন্তরে এক বিন্দু অনুগ্রহ জাগে না। অথচ আমরা অনুসরণ করছি তাদেরই মত ও পথের, তাদেরই পোশাকের, তাদেরই জীবন সভ্যতার। একটি কুকুরও তো এতটা বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে এক টুকরো রুটি খেয়ে আজীবন তার মনিবের পাহারাদারী করে যায়। ভাববার বিষয়, আমরা আজ কোন ধরনের সমাজ-সভ্যতাকে কিনে এনেছি। কোন পথকে আমরা ভালোবেসেছি। এই নিষ্পাপ শিশুটির কি অন্যায় ছিল? কী দোষে আজ এই শিশুটি কাফিরদের পোশাক পরিহিত? সে যখন কাল বড় হবে তখন কী আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের উপর উঠে দাঁড়াবে? এ কেমন অন্ধকার নগরী? এই মা-বাবা কী জবাব দিবে তখন? তুমি কি জান না, এই উম্মতের সকলেই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র কন্যাসম? তিনি যদি আখিরাতে জিজ্ঞেস করেন, পুত্র! কেন তুমি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসতে পারোনি? আমার আদর্শ-সুন্নাত তোমার কাছে কেন ভালো লাগেনি? আমি তো তোমাদের জন্যে কত যন্ত্রণা

www.BANGLAKITAB.com

সয়েছি। যে দুশমনরা তোমাদের বংশধারাকে নিশ্চিহ্ন করতে সচেষ্ট ছিল তোমরা তাদেরই অনুকরণে চলেছো। আমার কথা একবারও স্মরণ হয়নি? তখন কী জবাব দিবে? সেখানে তো পালাবার কোন পথও থাকবে না। মরবারও উপায় থাকবে না। বড়ই ভাবনার বিষয়।

পর্দার আদর্শ ও এক সাহাবিয়্যার ঘটনা

রাতের বেলা নির্দেশ এলো পর্দা কর। এই নির্দেশ কেউ পেল, কেউ পেল না। আলিফ লাম থেকে আরম্ভ করে সূরা নাস পর্যন্ত হাজারবার পড়। হযরত মারিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নারীর নাম নেই। হযরত মারিয়াম (আ)-এর নামও এই কারণে প্রকাশ করেছেন, আল্লাহ পাকের প্রতি একটা মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে। লোকেরা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বসেছিল। তখনই আল্লাহ পাক জানিয়েছেন, হে বেকুবের দল! ঈসা আমার পুত্র নয়, মারিয়ামের পুত্র। মূলত এই অভিযোগ খণ্ডনের জন্যই হযরত মারিয়ামের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি তাঁর মায়ের মাতার নামও উল্লেখ করা হয়নি। নেক বদ কোন রকমের নারীর নামই উল্লেখ করা হয়নি। যেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বামীকে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরাউনের স্ত্রী, নূহ (আ)-এর স্ত্রী, লূত (আ)-এর স্ত্রী, ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী। কারও নাম উল্লেখ নেই। খাদিজা, হাফসা, আয়েশা, সারা, জুলাইখা কারও নামই নেই। উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এর কারণ হলো, আল্লাহ পাক বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম নেয়াটাও পছন্দ করেন না। মেয়েদের নামটাও গোপন রাখার বিষয়। সুতরাং মেয়েদের মুখ দেখাবার অনুমতির কথা কি ভাবা যায়? আল্লাহ তাআলা যেখানে তাদের নামকে পর্যন্ত গোপন রাখতে শিখিয়েছেন, সেখানে চেহারা দেখাবার অনুমতি কীভাবে দিবেন? তবে প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করেননি, বলেছেন পর্দাসহকারে যেতে।

আল-কোরআনে লজ্জা প্রসঙ্গে আলোচনা

হযরত মূসা (আ.) যখন মাদাইন শহরে পৌঁছলেন তখন লক্ষ্য করলেন, একটি কূপের ধারে ছাগলকে পানি পান করানো হচ্ছে।

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ

www.BANGLAKITAB.com

তাদের পেছনে ছিল দুইজন নারী। [ক্বাসাস : ২৩]

مَا خَطْبُكُمَا

(মূসা (আ.) বললেন) তোমাদের কী ব্যাপার! [ক্বাসাস : ২৩]

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না কেন? তারা বললো–

لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

আমরা আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ অন্য রাখালরা তাদের জানোয়ারগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আর আমাদের পিতা তো খুবই বৃদ্ধ। [ক্বাসাস : ২৩]

এ কথা শোনার পর হযরত মূসা (আ.) বললেন, আমি তোমাদের জন্তুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি অগ্রসর হন। মানুষের ভীড় ঠেলে কূপের পাড়ে চলে যান। যে বালতিটি দশজনে টেনে তুলতো হযরত মূসা (আ.) একাই তা অনায়াসে তুলে আনেন এবং ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়ে দেন। তারপর ছায়ায় গিয়ে বিশ্রাম করতে থাকেন এবং বলেন–

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে রহম করবে আমি তার কাঙাল। [ক্বাসাস : ২৪]

উভয় বোন ঘরে ফিরে যায়। তাদের বৃদ্ধ পিতা জিজ্ঞেস করে, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কী করে? তারা বলে, আব্বা! আজ এক ব্যক্তি আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করিয়ে দিয়েছে। অন্যজন বলে উঠে-তাকে কিছু প্রতিদান দেয়া উচিত। বাবা বলেন যাও, তাকে নিয়ে আসো। তাকে গিয়ে বলো, আমাদের পিতা তোমাকে তোমার পরিশ্রমের কিছু বিনিময় দিতে চাচ্ছেন।

এক বোন হযরত মূসা (আ)-কে ডাকতে আসে। এখানে এই ঘটনা শোনাবার কী প্রয়োজন? প্রয়োজন এটাই, কোরআনে কারীম সবকিছুই

www.BANGLAKITAB.com

সংক্ষেপে বলে। হযরত মূসা (আ.) কর্তৃক ছাগলকে পানি পান করানো, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া, এক বোনের তাঁকে ডাকতে আসা, তারপর তার সাথে হযরত মূসা (আ)-এর গমন– এসব কাহিনী এখানে কেন শোনানো হয়েছে? মূলত এর উদ্দেশ্য হলো– নারী জাতির সামনে একটি বিধান আলোচনা করা। ইসলামী জীবনের একটি দিক তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। ইসলামে এমন কঠোরতা নেই যে, একা নারী তার ঘর থেকে বেরই হতে পারবে না। তবে অবশ্যই সেই বের হওয়ার স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

فَجَاءَتْهُ إِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

তখন নারীদের একজন লজ্জাজড়িত চরণে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলো। [ক্বাসাস : ২৫]

এই গল্প আল্লাহ তাআলাই শুনিয়েছেন। শুনিয়েছেন একজন কন্যা হযরত মূসা (আ)-কে ডাকতে এসেছে। কিন্তু সেখানে এই কাহিনীটি বলতে গিয়ে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই তিনটি শব্দের দ্বারা তার চলনভঙ্গিটি স্থির করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে, তার চলন-চরণ লজ্জাজড়িত। যারা আরবী ভাষাতত্ত্বের খোঁজ-খবর রাখেন তারা বুঝবেন এই আয়াতে সেই নারীর চলনকে বাহনের চলনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বাহন যেমন তার মালিকের অনুগত হয়ে বাধ্যগতের মতো ধীর কদমে অগ্রসর হয় তেমনি এ কন্যাও লজ্জার অনুগত হয়ে পথ চলছিল ধীর কদমে। মূলত আয়াতের এই বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদেরকে এ শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন। শিক্ষা দিতে চেয়েছেন লজ্জা কাকে বলে, এই মেয়েকে দেখে শিখ। সে এমনভাবে চলছে যেন লজ্জার আবরণ জড়িয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত লজ্জাবৃত হয়ে ধীর কদমে পথ চলছে।

সেই সাথে হযরত মূসা (আ)-এর লজ্জার কথাও বর্ণনা করেছেন। সেই লজ্জার কথা স্থান পেয়েছে হাদীস ও ইতিহাসে। আর নারীর লজ্জার কথা স্থান পেয়েছে পবিত্র কুরআনে। কারণ, পুরুষের চাইতে নারীর জন্যই লজ্জা বেশি প্রয়োজনীয়। সে মূসা (আ)-এর কাছে এসে বলেছে–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ ..... لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করাবার প্রতিদান দেয়ার জন্য। [ক্বাসাস : ২৫]

এ কথা বলে মেয়েটি যখন বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করে তখন হযরত মূসা (আ.) তাকে বলেন, তুমি আমার পেছনে আস। পেছন থেকে আমাকে পথ বলে দাও। পবিত্র নবী নিষ্পাপ নবী তাঁর দৃষ্টির উপর ভরসা করেননি। অথচ তিনি কালীমুল্লাহ। আমাদের মতো নামাযী মানুষ নন। আমরা হলে হয়তো মনের পর্দার কথা বলতাম। বলতাম, মনের মধ্যে আগে থেকেই পর্দা আছে। বলি, পর্দা তো মনের নয়। পর্দা তো হয় শরীরের, চেহারার।

মূলত আমাদের সফলতার মাপকাঠি হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। নারী যতই নিজেকে আবৃত রাখে, আল্লাহ পাক ততই তাকে পছন্দ করেন। আমরা তো আমাদের অতীত ভুলে বসে আছি। আমরা যে সবেমাত্র অপমানের সিঁড়িতে পা রেখেছি তা নয়। আমরা দুইশ' বছর অপমানের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। দুই ঘণ্টায় দুইশ' বছরের ইতিহাস শোনাবো কীভাবে? কীভাবে আমরা ধীরে ধীরে পথহারা হয়েছি? কীভাবে আমরা দূরে সরে গেছি আমাদের মানযিল থেকে? কীভাবে আমরা সুতো ছেড়া ঘুড়ির মতো শেকড় ছিন্ন হয়ে পড়েছি সে কাহিনী অনেক দীর্ঘ। কীভাবে অপশক্তি আমাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে আমরা পথহারা মুসাফিরের মতো উদ্ভ্রান্ত হয়ে যাই? অতঃপর আমরা পথহারা পথে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় চলতে থাকি। আমরা এক জায়গায় সুখ রেখে সুখ খুঁজতে থাকি অন্য কোথাও।

আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্যে মর্যাদা রেখেছেন কোরআনে। তাদের সম্মান দিয়েছেন, লজ্জা দিয়েছেন। এর পূর্বে তো নারীকে কেউ পাত্তাই দিতো না। ইহুদীদের কাছে নারী ছিলো এক ডাইনি জাতি। কাফির সম্প্রদায় নারীকে জানোয়ার মনে করতো। খ্রিস্টানরা মনে করতো, নারী হলো যৌন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্র মাত্র। তারপর এলো ইসলাম। ইসলাম এসে নারীদের ব্যাপারে এক বিস্ময়কর ঘোষণা দিল। বললো–

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। [নিসা : ১৭৬]

www.BANGLAKITAB.com

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহ পাক নারীকে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রেও কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। ছেলের জন্যে দুই অংশ, মেয়ের জন্যে এক অংশ। ছেলের জন্যে দুই টাকা, মেয়ের জন্য এক টাকা। কিন্তু এখানে ছেলের অংশ বিবৃত করার জন্যে মেয়ের অংশকে ভিত্তিস্বরূপ উপস্থাপন করা হয়েছে। অথচ সাধারণ বিচারে পুরুষের মর্যাদা নারীর চাইতে বেশি সেই হিসেবে কথাটা হওয়া উচিত ছিল –

لِلْأُنْثٰى مِثْلُ نِصْفِ حَظِّ الذَّكَرِ.

'মেয়ের জন্য পুরুষের অংশের অর্ধেক।'

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, নারীদের প্রতি আল্লাহ পাক কতটা করুণাপরায়ণ। এখানে তিনি প্রথমে, নারী অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ, সমাজে নারীদেরকে তাদের অধিকার দেয়া হয় না। ধারণা করা হয়, বিয়েতে তোমাকে 'জাহিয' হিসেবে যা দেয়া হয়েছে ওটাই তোমার পাওনা। আমাদের সম্পত্তিতে মেয়েদের কোন অধিকার নেই। আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে তাদের পাওনা অধিকার দেয়ার উদাহরণ খুবই বিরল। আমার বাবা যখন আমার বোনদেরকে তাদের পাওনা অধিকার বণ্টন করে দেন তখন আমাদের এলাকায় এই নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমার বাবাকে কেউ কেউ আক্ষেপের সাথে এ কথাও বলেছেন আপনি এ কী ঝামেলার কাণ্ড ঘটালেন। এখন তো আমাদের মেয়েরাও তাদের পাওনা দাবী করে বসবে। কিন্তু এখানে আল্লাহ পাকের বাচনভঙ্গি দেখুন। প্রথমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতঃপর তার সাথে তুলনা করে পুরুষের অধিকার উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিক, অনেক অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের চাইতে অগ্রণী। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

পুরুষ নারীর কর্তা। [নিসা : ৩৪]

সেই হিসেবে পুরুষের মর্যাদা অবশ্যই নারীর চাইতে বেশি। তাই নারী পুরুষের অধীনস্থ। তবে সেই অধীনস্থতা আল্লাহ পাকের আনুগত্যে

www.BANGLAKITAB.com

অবাধ্যতায় নয়। ইসলামে যেভাবে পুরুষের অধিকার রয়েছে তেমনি অধিকার রয়েছে নারীরও। কিন্তু সম্পদের অধিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা আগে নারীর অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে যেমন রয়েছে তাদের উপর পুরুষদের। [বাক্বারা : ২২৮]

এখানে কথাটা তো এমন হওয়ার কথা ছিল–পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার আছে, যেমনটি তোমাদের রয়েছে পুরুষদের উপর। কিন্তু এখানে নারীদের অধিকারের কথা প্রথমে বলা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে পুরুষের অধিকারের কথা। আল্লাহ পাক এভাবেই নারীর অধিকারকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তারপরও কি আমাদের নারীরা আল্লাহর কথা মানবে না? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শনুযায়ী চলবে না? বেপর্দাকে তাদের জীবন হতে তাড়াবে না? তারা অপচয় মুক্ত জীবন গঠন করবে না?

কথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যখন জান্নাতে যাওয়ার পালা আসবে, সেখানেও কিন্তু নারীরাই প্রথমে যাবে। পুরুষরা যাবে তাদের পরে। অবশ্য এই আগে যাওয়াটা মর্যাদার কারণে নয়। নবীদের চাইতে অধিক মর্যাদাবান তো আর কেউ হতে পারে না। অথচ নবীদের জীবন-সঙ্গিনীরাও তাঁদের আগে জান্নাতে যাবেন। আগে যাবেন এই জন্যে যেন জান্নাতের সৌন্দর্য, জান্নাতের রূপ ও অলংকারে সুশোভিত ও সুসজ্জিত হয়ে স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পারে। জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতের রূপ- সৌন্দর্য মেখে দুনিয়ার নারীগণ বেহেশতি হুরদের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি সুন্দরী রূপসী হয়ে উঠবে।

একজন কালো নারী এবং কালো পুরুষ যখন আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন জান্নাতের রূপ-সৌন্দর্য মেখে সেই কৃষ্ণ-কালো নারী ও পুরুষ এতটা বিভামণ্ডিত হয়ে উঠবে যে, হাজার বছরের দূরত্বে অবস্থান করেও তাদের চেহারার নূরকে দেখতে পাবে।

www.BANGLAKITAB.com

...وَاَنَّ بَيَاضَ الْاَسْوَدِ يُرٰى مِنْ مَسَافَةِ اَلْفِ عَامٍ

এ হলো সেই নারীর রূপ ও বিভা। পার্থিব জগতে যার আকারে কোন সৌন্দর্য ছিল না, বর্ণে ছিল না কোন রূপ।

সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তাঁর সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন মুসলমানদের মধ্যে অসহায় গরীব ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণ। ধনী মুসলমানগণ গরীব মুসলমানদের পরে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সবার আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর সাথে থাকবেন হযরত বিলাল (রা.)। পেছনে থাকবেন হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবি উবাইদা ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। এই কাফেলার পর জান্নাতে প্রবেশ করবেন গরীব মুসলমানগণ। সকলেই নিজ নিজ বাহনের উপর উপবিষ্ট হবে। সকলেই নিজ নিজ জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাবে। জান্নাতের দরজায় জান্নাতের সেবক দল তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আরেকটু অগ্রসর হলে অভ্যর্থনা জানাবে জান্নাতের হুরগণ। অতঃপর যখন জান্নাতের দরজায় গিয়ে পৌঁছবে তখন অভ্যর্থনা জানাবে ঈমানদার বিবিগণ।

তারা তাদের স্বামীদের হাতে হাত রেখে বলবে–

اَنْتَ تُحِبُّنِىْ اَنَا اُحِبُّكَ

-আমি তোমার প্রিয়তমা, তুমিও আমার প্রিয়তম।

اَنَا الْخَالِدَةُ فَلَا اَمُوْتُ

.....এখন থেকে আমি আর কখনও মৃত্যুবরণ করবো না।

اَنَا النَّاعِمُ فَلَا اَبْعَثُ

...... আমি আর কখনও বুড়ি হবো না।

www.BANGLAKITAB.com

اَنَا الْمُقِيْمُ فَلَا اَرْحَلُ

....আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে যাবো না।

اَنَا رَاضِي فَلَا اَسْخَطُ

... আমি আর কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবো না।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

এই যে আমরা স্ত্রী-সন্তান রেখে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাই এটা এই কারণে নয় যে, আমরা পাগল। এই কারণে নয় যে, আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি আমাদের কোন অনুরাগ ও ভালোবাসা নেই। বরং আমরা এই কারণে তাদেরকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাই যেন আমরা জান্নাতে গিয়ে একত্রিত হতে পারি। যার পর আর কখনও আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটবে না।

একটি মজার ঘটনা

আমরা একবার হজ্জে গেলাম। হেঁটে হেঁটে মুজদালিফায় যাচ্ছি। আমরা পথের পাশে এক জায়গায় বসে পড়লাম। মিনায় প্রবেশ করার জন্যে লোকজন আসছে। এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। বুড়ি এসেই বসে পড়লো। বুড়ো দাঁড়ানো। তারা ছিল আমাদেরই অঞ্চলের। তাই বুড়ো বুড়িকে বলতে লাগলো– ওঠ! এখনও পুরো পথই বাকি। বুড়ি বললো, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আর চলতে পারছি না। বুড়ো বললো, ভীড় বেড়ে যাবে। শয়তানকে পাথর মারতে হবে। তখন পারা যাবে না। কাজটা এখনই সেরে নিই। বুড়ি বললো, আল্লাহর বান্দা! আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। আমি চলতে পারছি না। বুড়ো মিয়া একটু রেগে গেল। কিছুটা শক্ত ভাষায়ই বললো, ওঠ! বুড়ি বললো, আমি উঠতে পারবো না। তোমার যা খুশি কর। বুড়ো বললো, এটা শ্বশুর বাড়ি নয়। যা খুশি তাই করবে নাকি ?

লক্ষ্য করার বিষয় হলো, এই বুড়ো-বুড়ি হজ্জ করতে এসেছে। আল্লাহর ভালোবাসাই তাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে। তারা ইহরামের কাপড় পরে আছে। ইহরামের কাপড় পরে তো অন্যের সাথেও ঝগড়া করা

www.BANGLAKITAB.com

যায় না। আর এরা ঝগড়া করছে স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু জান্নাত এমন স্থান যেখানে গিয়ে এই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াও থাকবে না।

জান্নাতে অনন্ত সুখের ঠিকানা

স্বামী-স্ত্রী বেহেশতে গিয়ে এক সাথে উপবেশন করবে। তাদের মাথার উপর ছেয়ে থাকবে বিভিন্ন রকমের গাছ-গাছালি। তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। গাছে ঝুলে থাকবে বিচিত্র ফলফলাদি। মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে পাখি। পাশ দিয়ে বয়ে চলবে পানির ঝরনা। মৃদু বেগে ঝির ঝির করে বইবে সমীরণ। বিশ্রুত হবে অপূর্ব সঙ্গীত। সেখানে থাকবে সারি সারি ফেরেশতা ও সেবক দল। সেখানে নিয়ামতরাজির কোন সীমা থাকবে না। যখন তারা সুখ-ভোগের নেশায় চূড়ান্ত পর্যায় উত্তীর্ণ হবে, তখন ফেরেশতাগণ এসে বলবে–

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ

সালাম, পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্ভাষণ।

[ইয়াসিন : ৫৮]

এই হলো জান্নাতের শান। এই হলো বেহেশতির মর্যাদা। এখানে এসে দেখবে, কাল যে ঘরের চাকরাণী ছিল আজ এখানে তার মর্যাদার অন্ত নেই। কাল যে পথে ফেরি করে ফল বিক্রি করতো, আজ জান্নাতে তার আলীশান অট্টালিকা। আজ জান্নাতে এসে সে সালাম পাচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। পাচ্ছে সাদর-সম্ভাষণ। অতঃপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন– হে আমার বান্দা ও বান্দীগণ! তোমারা কি সন্তুষ্ট আছো? সকলেই আরয করবে, হে আল্লাহ! আমরা তো এখানে সবকিছুই পেয়েছি। এরপরও সন্তুষ্ট হবো না কেন? আমরা যা পেয়েছি তার চেয়ে উত্তম তো আর কিছু আছে বলে আমাদের জানা নেই। তখন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন– যাও, আজ থেকে আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম। আর কখনও তোমাদের প্রতি নাখোশ হবো না।

আমাদের এই তাবলীগ জামাত মূলত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে পৃথিবীব্যাপী ঘুরে ঘুরে এই জান্নাতের কথাই বলে। মানুষের সামনে পূর্ণ যত্ন ও দরদের সাথে এই জান্নাতের পথই তুলে ধরে। আমাদের পয়গাম

www.BANGLAKITAB.com

একটাই, মনগড়া পথকে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর পথ ধর। আল্লাহ যা করতে বলেছেন তাই কর। আর আল্লাহ যা ছাড়তে বলেছেন তা বর্জন কর। কারণ, যদি আল্লাহর দেয়া পথে তোমরা উঠে আসতে না পার তাহলে কিয়ামতের দিন সকলকেই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন পালাবার কোন রাস্তা থাকবে না।

ফেরাউনের গৃহে ঈমান

আমরা ফিরাউনের নাম সকলেই শুনেছি। সে ছিল বিশ্ব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অহংকারী শাসক। সে নিজেকে খোদা দাবী করেছিল। তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ ছিল না। সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অত্যাচারী শাসকের ঘরেরই দুটি কাহিনী শুনাচ্ছি। তার ঘরেই এক দাসী ছিল। ফিরাউন নিজে ঈমান না আনলেও ঈমান এনেছিল সেই দাসী। তার ছিল ছোট ছোট দুটি কন্যা। একজন তো দুগ্ধপায়ী শিশু। ফিরাউন তাকে ডেকে সাবধান করে দেয়– যদি তুমি মূসার রবের ধর্ম ত্যাগ না কর তাহলে তোমাকে ও তোমার এই দুই কন্যাকে ফুটন্ত তেলে পুড়িয়ে মারবো। ঈমানদার দাসী ফিরাউনের কথায় মোটেও শংকিত হয়নি। সে তার ঈমানে অটল। অবশেষে তার চোখের সামনে বিরাট পাত্রে তেল গরম করা হয় এবং ফুটন্ত তেলের মধ্যে একজন একজন করে তার নাড়ী ছেড়া ধন কন্যাদ্বয়কে ছুড়ে মারা হয়। মা তো মা-ই। মা ভড়কে ওঠে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু শিশু কন্যা মাকে বিস্ময়করভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে– মা! ধৈর্য ধর! জান্নাতে সাক্ষাত হবে। এই ঘটনা আমরা ইতোপূর্বে শুনেছি। এও শুনেছি, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাস হতে যখন উর্ধ্ব আকাশের দিকে যাত্রা করেন তখন অপূর্ব এক সুবাসে আমোদিত হয়ে ওঠে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন-প্রাণ। হযরত জিবরাইলকে জিজ্ঞাসা করেন– জিবরাইল! এ কিসের সুবাস? জিবরাইল বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরাউনের সেই ঈমানদার দাসী ও তার দুই কন্যার পড়ে যাওয়া হাড়গুলো এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। এই সুগন্ধি সেই হাড় থেকে উৎসারিত। ফিরাউনের দাসীর এই অবিচল বিশ্বাস দেখে ফিরাউনের স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায়। সে বলে, দুনিয়ার কোন মা এমন অত্যাচারী হতে পারে না। নিশ্চয়ই এ কাণ্ড যিনি ঘটিয়েছেন তিনিই সত্য। যে ফিরাউন তাকে অস্বীকার করার কারণে

www.BANGLAKITAB.com

অন্যদেরকে শাস্তি দিচ্ছিল আল্লাহর কী লীলা! অবশেষে তার গৃহেই ঈমান প্রবেশ করলো। তার সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী হলো মুসলমান। পরিষ্কার ঘোষণা করে দিল–

آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

ফিরাউন বললো, এর শাস্তি তো এইমাত্র দেখলে! তুমি আবার এ কী কাণ্ড করে বসলে? বললো, আমি যা করেছি বুঝে শুনেই করেছি। নিশ্চয়ই এই দ্বীন সত্য। অন্যথায় কোন মা এমন বিস্ময়কর কাণ্ড করতে পারে না। তাঁর প্রতি ফিরাউনের ভালোবাসা ছিল ভীষণ। এই স্ত্রীর অনুরোধেই একদিন ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-কে ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তাকে খুব বুঝালো। কিন্তু সে ফিরাউনের কোন কথাই মানলো না। অতঃপর জেলে পুরে দিলো। জেলখানায় গিয়ে সম্মুখীন হলো অনাহারসহ নানা কষ্টের। তারপর ডেকে আনা হলো দরবারে। এই সেই দরবার যেখানে একসময় আছিয়ার রাজত্ব চলতো। সেই আছিয়াই আজ এই দরবারের আসামী। তার হাত-পা বাঁধা। আছিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলো– যত খুশি মার, আমি আমার বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়ছি না। এক জল্লাদ তাকে বেত্রাঘাত করতে থাকলো এবং তার কোমর থেকে রক্তের নদী প্রবাহিত হতে লাগলো। সেই রক্তে পা ভেসে যাচ্ছিল। আর আছিয়া বলছিল–

فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। [ত্বহা : ৭২]

স্পষ্ট ঘোষণা। তুমি যা খুশি কর, কিন্তু আমি আল্লাহর হুকুম ছাড়ছি না। আমি যে রঙ ধারণ করেছি জীবন ছাড়বো তবু সে রঙ ছাড়বো না। জীবন দেব পর্দা ছাড়বো না। ফিরাউন যখন দেখলো এখানে সমস্ত কৌশলই ব্যর্থ তখন বললো, একে শূলিতে চড়িয়ে দাও। সেকালের শূলি কেমন ছিল? হাতে পায়ে পেরেক মেরে কাঠের পাটাতনের উপর লেপ্টে দেয়া হতো। অতঃপর এভাবেই রেখে দেয়া হতো। যখন হযরত আছিয়ার উভয় হাতে পেরেক মারা হলো– সেই হাতে যে হাতে কখনও কোন তৃণ-লতা পর্যন্ত পড়েনি। অতঃপর ফিরাউন নির্দেশ দিল, একে মাটিতে বিছিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

দাও এবং তার উপর একটি পাথর রেখে চাপা দাও। যে পাথরের নিচে চাপা পড়ে সে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করবে। তখন হযরত আছিয়া (রা.) চিৎকার করে উঠলেন এবং এমন এক বাণী শোনালো যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। সেই বাণী হাদীসেও সংরক্ষিত হয়েছে, সংরক্ষিত হয়েছে পবিত্র কুরআনেও। হযরত আছিয়া (রা.) বলেছিল–

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং আমাকে উদ্ধার করো ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে। আর আমাকে রক্ষা করো জালিম সম্প্রদায় থেকে। [তাহরীম : ১১]

তাঁর হৃদয়ের দরদপূর্ণ সে আবেদন আল্লাহ পাক কবুল করেছেন এবং স্বীয় সান্নিধ্যে তাঁকে ঘরও দান করেছেন। আমাদের নবীর জন্যে বেহেশতে একটি নির্ধারিত স্থান রয়েছে। যার নাম হলো 'মাকামে মাহমুদ'। এই স্থানটি আরশের সাথে একেবারে লাগোয়া। এখানে যে আসবে সে আল্লাহ পাকের একেবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে।

যখন হযরত খাদিজা (রা.) ইন্তিকাল করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন– খাদিজা! তুমি যখন জান্নাতে যাবে তখন তোমার সতীনকে আমার সালাম জানাবে। হযরত খাদিজা (রা.) চমকে উঠলেন। বললেন, আমার সতীন! কেন আমিই তো আপনার প্রথম স্ত্রী। ইরশাদ করেন– না! বেহেশতে ফিরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়ার সাথে আল্লাহ পাক আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া হযরত ঈসা (আ)-এর জননী মারিয়ামের সাথেও আল্লাহ পাক আমার বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় বোনেরা আমার!

এসব সম্মানিত নারীদের সাথে হাশর লাভের আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ কর। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ কর যেন এই ভাগ্যবতী নারীদের সাথেই তোমাদের হাশর হয়। বড়ই দুঃখ হয়, আজ আমরা কাদের পেছনে

www.BANGLAKITAB.com

ছুটছি? আমরা যাদের পেছনে ছুটছি তাদের জীবন তো হলো গান-বাজনা আর নাচানাচির।

বাংলাদেশ সফর

আমি বাংলাদেশ থেকে ফিরছিলাম। পথে আমার পাশে সিট পড়লো গৌর বর্ণের এক ব্যক্তির। প্রায় ঘন্টাখানিক আমি তার সাথে কোন কথাই বলিনি। ভেবেছি, ইংরেজি হয়তো আমি ভুলে গেছি। অন্তত পঁচিশ বছর হলো আমি ইংরেজি বলি না। ভাবলাম, একে দাওয়াত দেয়া দরকার। কিন্তু সাহস পাচ্ছিলাম না। এরই মধ্যে আমাদের সামনে খাবার পরিবেশিত হলো। এবার আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। মনে মনে আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাইলাম– হে আল্লাহ! জীবনে তো বহু ইংরেজি বলেছি। তুমি আমাকে সাহায্য কর। অতঃপর তার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। আল্লাহ তাআলা ধীরে ধীরে ইংরেজি বলাটা আমার জন্যে সহজ করে দিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আচ্ছা! এই যে তোমরা সারাটা জীবন নাচছো, গাইছো, ডিসকো ক্লাবে গিয়ে জুয়া খেলছো এবং এগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে তোমাদের জীবন। তোমার অন্তরকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখ তো এই বিশাল পৃথিবীটা কী এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি তাকে খুব সহজে বললাম, কিছু লোক কোথাও একত্রিত হয়ে একসাথে নাচবে, গাইবে, পরস্পরে হাত বদল করবে, রাতভর শরাব পান করবে। তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। পুরা সপ্তাহের উপার্জন এক রাতে এনে ঢেলে দেবে। পরদিন সকাল বেলা উঠে গাধার মতো আবার উপার্জন শুরু করবে। বলো, এটা কি কোন মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে? সে আমার প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে গেল। বললো, এমন প্রশ্ন তো জীবনে আমাকে কেউ করেনি! আমি বললাম, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। বলো, এই পৃথিবীতে আমরা কী জন্যে এসেছি? এই তুচ্ছ কাজগুলোর জন্যেই কি আমরা পৃথিবীতে এসেছি? সে একটু ভেবেচিন্তে বললো, না। আমি বললাম, এসবই যদি জীবনের টার্গেট হয় তাহলে আমরা তো জানি, টার্গেট অর্জনের পর মানুষের জীবনে একটা সুখ ও স্বস্তি আসে। মানুষ শান্তি ও নিবিড়তা অনুভব করে। তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো, তুমি কি তোমার অন্তরে কখনও প্রশান্তি অনুভব করেছো? সে বললো, না। আমি

www.BANGLAKITAB.com

বললাম, তাহলে তো তোমার জীবনের কোথাও কোন একটা শূন্যতা আছে? আমি বললাম, আমরা এমন একটি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেখানে আমাদের জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আছে। কিন্তু কী করবো? আমরা তো নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মেরেছি। এ কথা বলে আমি তাকে ইসলাম বুঝাতে শুরু করি। আমি তাকে বুঝালাম, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলামের বেশ কিছু সুন্দর দিক তার সামনে তুলে ধরলাম। কথা প্রসঙ্গে আমার মুখ থেকে অলক্ষ্যেই বেরিয়ে এলা ইসলামে মদ পান একেবারে হারাম। কারণ, মদ মানুষকে পাগল বানিয়ে ফেলে। সে আশ্চর্য হয়ে বললো, তোমাদের ধর্মে মদ অবৈধ? আমি বললাম, অবশ্যই। সে আমাকে বললো, আমি তো সমগ্র পৃথিবী ঘুরে বেড়াই এবং করাচীতে গিয়েই সবচাইতে ভালো মদ পাই। এ কথা শুনে আমি নীরব হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম, এখন তাকে কী বলতে পারি। আমার অন্তরটা তখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। মনে হলো, মুসলমানরাই তাহলে এখন কাফিরদের ইসলাম গ্রহণের পথে বড় বাধা। তবুও আমি তাকে বললাম, আমাদেরকে দেখো না, আমাদের ধর্মের কিতাব পড়। বাস্তব জীবনে আমরা অনেকটা দুর্বল। আমাদের কিতাবের সব কথা আমরা মানতে পারি না। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ সত্য, তাতে কোন খাদ নেই।

দু'জাহানের সম্মান

আমাদের এই চলমান জীবনের পরিণতি খুবই ভয়াবহ। বাঁচতে হলে এই জীবন থেকে আমাদেরকে তাওবা করতে হবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে জীবন দিয়েছেন নারী-পুরুষ সবাই মিলেই সে জীবন অনুসরণ করে চলতে হবে। এ শুধু আমাদের জন্যেই নয়, এ জীবন বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে। তাই শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে তার অনুশীলনই যথেষ্ট নয়। বরং সমগ্র পৃথিবীতে এর দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। এই দায়িত্ব মুসলমান নারী-পুরুষ সকলেরই।

পৃথিবীতে আদমশুমারির বিচারে পুরুষের চাইতে নারীর সংখ্যা অধিক। তাই পুরুষের চেয়ে নারীর কর্তব্যও বেশি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) তো ইসলামের চার ভাগের একভাগ উম্মতের তথা

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের কাছে পৌঁছাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। অবশিষ্ট তিন ভাগ পেয়েছি আমরা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর মাধ্যমে। আমাদের চার খলিফার মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে ইসলাম গ্রহণ করিয়েছিলেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উমরকে মুসলমান বানিয়েছিল তাঁর বোন ফাতিমার কোরআন তিলাওয়াত। আর হযরত উসমান (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন তাঁর ফুফু সাওদা বিনতে কুরাইজা (রা.)-এর কাছে। সুতরাং চার খলিফার মধ্যে দুইজন মুসলমান হয়েছেন হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে। অন্য দু'জন মুসলমান হয়েছেন নারীর দাওয়াতে। ইসলামে নারীর অবদান তো এই।

১৯৮৮ সালে আমরা কানাডায় যাই। টরেন্টো শহর বিশ্বের অন্যতম একটি উলঙ্গ সভ্যতার শহর। আমরা সেখানে আট দিন কাজ করি। এতে সত্তরজন নারী বোরকা গ্রহণ করে। তবে বোরকা পরার অর্থ এই নয়, তারা শুধু পর্দাটাকেই গ্রহণ করেছে। বরং তারা ইতোপূর্বে হাজার হাজার ডলার বেতনে চাকরি করতো। সেই চাকরিও তারা ছেড়ে দিয়েছে। পর্দার দাবীতে ঘরে বসে পড়েছে। অঙ্গীকার করেছে জীবনে আর কখনও আল্লাহর বিধান অমান্য করবে না।

শিকাগোতে গিয়ে যখন আলোচনা শুরু করলাম তখন মহিলাদের পক্ষ থেকে আমাকে একটি চিরকুট দেয়া হলো। সেই চিরকুটে লেখা ছিল আজ পর্যন্ত আমাদেরকে কেউ জীবনের পথ দেখায়নি। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আজ থেকে তাই হবে যা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল বলেছেন। আল্লাহ্ ও হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বাইরে আমরা কোথাও সফর ও পা রাখবো না। লসএঞ্জেলেস থেকে আমরা যখন দাওয়াতের কাজ করে বেরিয়ে আসি তখন সেখানকার মহিলারা আমাদের মহিলাদেরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। আর বলতে থাকে, আল্লাহর দোহাই! আমাদেরকে এখানে রেখে যেও না। আমরা সবেমাত্র আলো দেখতে শুরু করেছি, এখনই যদি আমাদেরকে রেখে চলে যাও তাহলে আমরা আবার অন্ধকারে হারিয়ে যাব। এ শুধু টরেন্টো, শিকাগো আর লসএঞ্জেলেসের অবস্থাই নয়। এ অবস্থা গোটা পৃথিবীর। সুতরাং আল্লাহর

www.BANGLAKITAB.com

দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়া নারী-পুরুষ সকলেরই দায়িত্ব। আমাদেরকে কালিমার দাওয়াত নিয়ে বিশ্বব্যাপী এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে হবে যেন পৃথিবীতে একজন বোনও বেপর্দায় না থাকে, একজন নারীও যেন সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত না থাকে। একজন নারীও যেন বেনামাযী না থাকে। আমাদের সমাজ যেন হয় মানুষের সমাজ। আমাদের সমাজে প্রতিশোধ স্পৃহার স্থানে যেন জায়গা করে নেয় অবাধ অবারিত কল্যাণ কামনা। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন, আমীন।

মুসলিম নারীর দশটি পুরস্কার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আল্লাহ তাআলা জগতের সকল নারী ও পুরুষের সফলতার জন্যে একটি নির্দিষ্ট বিধান রেখেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিটি নারী ও পুরুষের সফলতা ও ব্যর্থতার বিধান একটিই। এতে কোন অবস্থাতে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটবার নয়। আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন–

....اِنِّيْ اِذَا اُطِعْتُ رَضِيْتُ

বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে তখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই।

وَاِذَا رَضِيْتُ بَارَكْتُ

যখন আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই তখন বরকত দান করি।

وَلَيْسَ لِبَرْكَتِيْ حَدٌّ

আর আমার বরকতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসী। মানব জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয়ে এ এক অমোঘ বিধান। এখানে আল্লাহ পাক এও বলেছেন–

وَاِنِّيْ اِذَا عُصِيْتُ غَضِبْتُ

www.BANGLAKITAB.com

বান্দা যখন আমার অবাধ্য হয় তখন আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হই।

وَاِذَا غَضَبْتُ لَعَنْتُ

আর আমি যখন অসন্তুষ্ট হই তখন অভিশাপ বর্ষণ কার।

وَاِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّى تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ -

আর আমার অভিশাপ ক্রমাগত সাত পুরুষ পর্যন্ত চলতে থাকে।

অর্থাৎ অবাধ্যতা যেমন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে আল্লাহর অভিশাপও।

এর বিপরীতে আরেক সাধনা রয়েছে শয়তানের।

بِمَا اَغْوَيْتَنِى لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُ غْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

আপনি যে আমাকে বিতাড়িত করলেন সেজন্য আমি দুনিয়াতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই সুশোভিত করে তুলবো এবং আমি তাদের সবাইকেই বিপথগামী করে ছাড়বো। [হিজর : ৩৯]

لَاَ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ لَاٰ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا ئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ ....

আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্যে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের কাছে আসবোই– তাদের সম্মুখ, পশ্চাত, ডান ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে অকৃতজ্ঞ পাবে। [আরাফ:১৬-১৭]

অর্থাৎ মানব জাতির সফলতার জন্যে আল্লাহ পাক একটি পথ স্থির করে দিয়েছেন। সে পথ হলো আল্লাহর আনুগত্যের। এ পথ নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই সমান।

এর বিপরীতে রয়েছে শয়তান। শয়তানকে যখন আল্লাহ পাক বিতাড়িত করেন তখন সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিছু অবকাশ প্রার্থনা

www.BANGLAKITAB.com

করে। আল্লাহ পাক তার সে প্রার্থনা গ্রহণ করেন। তারপর সে আল্লাহ তাআলার সামনেই শপথ করে বলে– তুমি যখন আমাকে অভিশপ্তই করলে তখন আমি আর কী করবো। আমি তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো এবং তোমার বান্দাদেরকে বিপদগামী করতে সচেষ্ট হবো। অগ্র-পশ্চাত, ডান-বাম সকল দিক থেকে আমি তাদের উপর আক্রমণ করবো। হয়তো বা আমার এই সাড়াশি আক্রমণ অতিক্রম করে কেউ কেউ তোমার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তোমার কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। তবে বাকি সবাই হবে আমার ভক্তজন।

শয়তানের এই আক্রমণের রূপ কেমন হবে? এ কথা ইরশাদ হয়েছে অন্য আয়াতে।

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِى لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ-

তুমি আমাকে বিপথগামী করেছো সেজন্য আমি দুনিয়াতে মানুষের কাছে পাপকর্মকে অবশ্যই সুসজ্জিত করে তুলবো এবং তাদের সকলকেই বিপদগামী করে ছাড়বো। [হিজর : ৩৯]

অর্থাৎ তাদের সামনে দুনিয়ার জীবনকে এতটা সুন্দর ও সুশোভিত করে তুলবো যার ফাঁদে পড়ে তারা তোমার জান্নাতের কথা ভুলে যাবে। সেই সাথে দুনিয়ার বিপদাপদকে তাদের সামনে এতটা বীভৎস করে তুলবো যার ভয়ঙ্কর রূপ কল্পনা করে তারা জাহান্নামের কথা ভুলে যাবে। এভাবেই আমি প্রতিটি মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বো।

এখন আমাদের সামনে দুটো পথ। একটি আল্লাহর, একটি অভিশপ্ত শয়তানের। একটির নকশা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন আল্লাহ, আরেকটির নকশা তুলে ধরেছে শয়তান। মানুষ মুক্ত স্বাধীনভাবে যার যে পথে খুশি চলছে। এখানে আল্লাহ পাক কাউকেই পাকড়াও করছেন না। বরং বলে দিয়েছেন–

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ-

-আর আমি মানুষকে দুটি পথ দেখিয়েছি। [বাদ : ১০]

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا.

-আমি তাকে পথ বাতলে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে হবে অকৃতজ্ঞ। [দাহর ঃ ৩]

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ-

সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। [কাহফ : ২৯]

আল্লাহর বড়ত্ব

এই পৃথিবীতে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আল্লাহ পাক মানুষকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এই স্বাধীনতা কি আখিরাত অবধিও এভাবে বহাল থাকবে? বিষয়টা কি এমন, ভবিষ্যতে আমাদের কৃতকর্মের কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না? মরে গেলাম এবং সব শেষ? আসলে বিষয়টি তা নয়। বরং এই পার্থিব জীবনের বিপরীতে শাস্তি ও পুরস্কারের এক সুনিপুণ ব্যবস্থা রেখেছেন আল্লাহ পাক। যার কিঞ্চিৎ রূপ এই পৃথিবীতে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত রূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে আখিরাতে। কারণ, এই বিশ্ব জাহানের সব কিছু তো আল্লাহর কুদরতের অধীন।

إِنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

সকল শক্তি আল্লাহরই। [বাকারা : ১৬৫]

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

বলো, সকল বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে। [আল ইমরান: ১৫৪]

অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছুর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যেমন আল্লাহর, তেমনি তাঁর কুদরতের কোন কুল-কিনারাও নেই।

لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহরই। [রূম : ৪]

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ পাক তাঁর ক্ষমতা ও শাসনে এক অদ্বিতীয় লা-শরীক। তাঁর কোন উযীর নেই, পরামর্শক নেই।

لَيْسَ مَعَهُ اِلٰهٌ يَخْشٰى

তাঁর সাথে ভয় পাওয়ার মতো কোন প্রতিপক্ষ ইলাহ নেই।

তাছাড়া তাঁর সাথে প্রতিপক্ষ এমন কোন প্রভু নেই, যার কাছে কেউ কোন কিছু আশা করতে পারে। আর তাঁর পর্যন্ত পৌছার জন্যে এমন কোন মধ্যস্থতাকারীও নেই যাকে ঘুষ দিয়ে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে হবে। যেমনটি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা লক্ষ্য করি। তাঁর এমন কোন মন্ত্রীও নেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে হলে যার সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। বরং তিনি বলেছেন –

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ

-তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। [হাদীদ : ৪]

اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ -

-আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর। [ক্বাফ ঃ ১৬]

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ

আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই আছি। [বাকারা : ১৮৬]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ

লোকেরা তোমাকে এতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বলো, তাদের জন্যে সুব্যবস্থা করাটাই উত্তম।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

মানুষ তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলো, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসূলের। [আনফাল : ১]

www.BANGLAKITAB.com

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ -

মানুষ তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

বলো, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপকারও। [বাকারা : ২১৯]

এখানে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সব প্রশ্নের জবাবই আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন– আপনি এর জবাবে বলে দিন...। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর নবীর মুখে সে প্রশ্নের জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন, পরিবেশ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে প্রথমে তো বলেছেন, 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপকারও'। কিছুকাল পরে এই বিধান আবার রহিত হয়েছে। মদ ও জুয়া নিষিদ্ধ হয়েছে সম্পূর্ণরূপে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে এখন থেকে মদ ও জুয়ার কাছেও যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখি, যেখানে প্রশ্ন এসেছে আল্লাহ পাকের বান্দাদের পক্ষ থেকে–

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّى

যখন আপনার কাছে আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে ...

এখানে 'বলে দাও' বলে উত্তর দেন নি। বরং এখানে বলেছেন, আমি তাদের অতি নিকটেই আছি। এর অর্থ হলো, এই জবাব কখনও রহিত কিংবা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমার বান্দা যখন যে সময় আমার সম্পর্কে জানতে চাইবে তখন তার জওয়াব এটাই। আমি তার কাছে আছি। আর কতটুকু কাছে আছে? তাও বলে দিয়েছেন– 'আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনি অপেক্ষাও নিকটতর।' আরও ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ

তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। [মুজাদালা : ৭]

www.BANGLAKITAB.com

وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا

তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি। তিনি তো তাদের সাথেই আছেন। তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। [মুজাদালা : ৭]

এক কথায়, দুনিয়ার মানুষ সর্বদাই আল্লাহ পাকের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ বাতলে দিয়েছেন। তারপর জানিয়ে দিয়েছেন সে পথে চলতে যারা সচেষ্ট হয় তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাদের প্রতি রহমত বরকত অবতীর্ণ করেন। নিরঙ্কুশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকার মহান মালিকের এ এক অমোঘ বিধান। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন শয়তানের বিধানের কথাও : কিন্তু শয়তানের বিধান অমর ও স্থায়ী নয়। কারণ, শয়তান তো নিজেই জাহান্নামে যাবে। জাহান্নামে যাবে তার অনুসারীদেরকে সাথে করেই।

পূর্ববর্তী উম্মতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

শুরুতে যে হাদীসটি আমি উল্লেখ করেছি সেখানে আল্লাহ পাক স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন– যদি তোমরা আমাকে মানো তাহলে বরকত লাভে ধন্য হবে, আর যদি না মানো তাহলে অভিশপ্ত, বঞ্চিত ও বিতাড়িত হবে। দুনিয়াতেও আখিরাতের ও। দুনিয়াতে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হবে কীভাবে তার বর্ণনা তুলে ধরেছেন পবিত্র কোরআনেই।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি কী আচরণ করেছিলেন? যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যার অনুরূপ কোন দেশে নির্মিত হয় নি। [ফাজর : ৬-৮]

এ কথা আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি। আদ সম্প্রদায় ছিল এক বিস্ময়কর জাতি। তিনশ' বছর বয়সে গিয়ে তারা যৌবনে পদার্পণ

www.BANGLAKITAB.com

করতো। তাদের গড় আয়ু ছিল সাতশ থেকে নয়শ' বছর। ছয় সাতশ' বছর বয়সেও তারা বৃদ্ধ হতো না, চুল সাদা হতো না, দাঁত পড়তো না, দৃষ্টি দুর্বল হতো না। আমরণ তাদের কেউ অসুস্থও হতো না। আজীবন শক্তি সুস্থতা ও বিলাসে সদা বহমান এক বিস্ময়কর জীবন ছিল তাদের। আর এত বিপুল নিয়ামতের অধিকারী হয়েও যখন অবাধ্য হয়, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের আযাব যদি আসে সে আযাব কেমন হবে? তারপর আগমন ঘটেছে আরেক সম্প্রদায়ের।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوْا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

এবং সামুদ সম্প্রদায়ের প্রতি– যারা উপত্যকায় নিবাস নির্মাণ করেছেন। [ফাজর : ৯]

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ -

এবং কীলকের অধিকারী ফিরাউনের কথা কি তোমরা জানো?

এভাবে আল্লাহ পাক সংক্ষেপে অতীতকালের নানা জাতির কাহিনী তুলে ধরেছেন। অতঃপর তাদের কর্ম ও আচরণ সম্পর্কে বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ

যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তথায় সীমাহীন বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। [ফাজর : ১১]

-مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

আমার চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? [হা-মীম-সিজদা : ১৫]

অর্থাৎ অবাধ্যচারীরা, সীমালঙ্ঘনকারীরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছে, তোমরা আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাও সে আযাব আন তো দেখি! ফিরাউন তো সরাসরি বলেছে, আমিই খোদা। আমাকে মারতে পারে এমন কে আছে? অতঃপর আল্লাহ পাক কী করলেন?

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর আযাবের কষাঘাত হানলেন। [ফাজর : ১৩]

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -

তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। [ফাজর : ১৪]

অর্থাৎ যারাই সীমালঙ্ঘন করেছে আল্লাহ পাক তাদেরই শাস্তি বিধান করেছেন। শাস্তির কষাঘাতে বিপর্যস্ত করেছেন, ধ্বংস করেছেন। আদ সম্প্রদায়কে ক্ষিপ্র বাতাস এমনভাবে আঘাত হেনেছে তাদের মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে। ফেরেশতা এসে যখন চিৎকার দিয়েছে সামুদ জাতির কলিজাগুলো বিদীর্ণ হয়ে গেছে, চেহারা হয়ে গেছে নীল। ফিরাউন সম্প্রদায় যখন নদীতে নেমেছে তখন নদীর পানি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বনি ইসরাইলের লোকেরা বলতে শুরু করেছে, আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি ফিরাউন মারা গেছে। তারপর আল্লাহ পাক ফিরাউনের লাশকে পানি থেকে তুলে এনে সমুদ্রের তীরে ফেলে দিলেন। আর বললেন–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً

আজ আমি তোমার দেহটি হিফাযত করবো যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। [ইউনুস : ৯২]

ফিরাউনের লাশকে আল্লাহ পাক সংরক্ষণ করেছেন। সংরক্ষণ করেছেন যেন পরবর্তীকালের অবাধ্যরা আল্লাহর নাফরমানির পরিণতির নমুনা দেখতে পারে। তারপরও এটা দুনিয়া। দুনিয়ার একটা নিজস্ব নিয়ম-নীতি আছে। এই দুনিয়ার পর আসে আখিরাত। যে আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ۝ وَأُتْبِعُوا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ..... ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ

www.BANGLAKITAB.com

عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ -

সে কিয়ামতের দিন তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে প্রবিষ্ট করা হবে তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনও। কত যে নিকৃষ্ট সে পুরস্কার, যা তাদেরকে দেয়া হবে। এই জনপদসমূহের কিছু সংবাদ যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তাদের মধ্যে কিছু এখনও আছে এবং কিছু নির্মূল হয়ে গেছে। আমি তাদের প্রতি যুলম করিনি। কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসলো, তখন আল্লাহ ব্যতীত যে সকল মাবুদের তারা ইবাদত করতো তারা তাদের কোন কাজে আসেনি। তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কিছু বৃদ্ধি করেনি। এমন তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা যুলম করে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি কঠিন। (হুদ ৯৮- ১০২]

আল্লাহ তাআলার বাচন ও বর্ণনাভঙ্গি কত সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত। অল্প কয়েকটি বাক্যে পুরো জাতির ঘটনা তার বিধান ও মানুষের চলার পথ সবকিছুই বলে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন এই ফিরাউন পরকালে তার অনুসারী জাতিকে নিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর এই জাহান্নাম কত যে নিকৃষ্ট নিবাস। বলে দিয়েছেন, এটাই তোমার প্রভুর বিধান। যখন তোমার প্রভু কোন জাতিকে পাকড়াও করেন তখন তার শাস্তি থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য কষাঘাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তাঁর ফয়সালার সামনে সকলকেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাদের কোন চেষ্টা কিংবা তাদের কোন মিথ্যা প্রভু আল্লাহর গ্রাস থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারে না। অতীতে কখনও পারেনি।

হযরত নূহ (আ)-এর তুফান এবং এক মা ও শিশু

ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন– যেদিন নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর আযাব এলো সেদিন যদি আল্লাহ পাক কারও প্রতি অনুগ্রহ

www.BANGLAKITAB.com

করতেন তাহলে নিষ্পাপ শিশু কোলে ব্যাকুল সেই নারীর প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করতেন। যে নারী তার নিষ্পাপ শিশুকে কোলে নিয়ে শাস্তি থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এবং কোন আশ্রয় সন্ধান করে ফিরছিল। ডান দিক, বাম দিক থেকে তরঙ্গময় পানির সয়লাব তাকে তাড়া করছিল আর সে তার সন্তান কোলে তুলে ছুটছিল কোন আশ্রয়ের সন্ধানে। ছুটতে ছুটতে পর্বতের একটি টিলায় গিয়ে উঠলো। তারপর আরেকটু উঁচু টিলায়। এভাবে উঠতে উঠতে শহরের সর্বোচ্চ টিলায় গিয়ে আশ্রয় নিলো। এদিকে পানিও সরিসৃপের মতো পর্বত বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। আর তার সামনে সকল প্রকৃতিকে ছিন্নমূল তৃণের মতো ভাসমান মনে হতে থাকে। অতঃপর পানি সেই সর্বোচ্চ টিলাকেও গ্রাস করেনিল। পানি জড়িয়ে ধরলো সেই অসহায় নারীর পা। তার সামনে পালাবার কোন রাস্তা নেই। এই পর্বত চূড়াই ছিল তার সর্বশেষ আশ্রয়। পানি যখন এখানেও এসে তাকে হানা দিল তখন সে ভয়ে শংকায় অস্থির হয়ে পড়লো। পানি বাড়ছে, তার শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে যখন মাথা পর্যন্ত পৌঁছে গেল তখন সে তার সন্তানকে দুই হাতে উঁচু করে ধরলো। পানি উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেও তার স্ব-শক্তি দিয়ে সন্তানকে পানির উপরে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। ঠিক এই সময় হঠাৎ করে একটি ক্ষুব্ধ ঢেউ এসে মা এবং শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং উভয়কে পানিতে ডুবিবে মারে।

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ

এমনই তো তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তি প্রদান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা অবিচার করে। নিশ্চয়ই তার আযাব মর্মন্তুদ ও কঠিন। [হুদ : ১০২]

অর্থাৎ তাঁর শাস্তি খুবই ভয়ানক ও কঠিন। যখন তিনি কাউকে পাকড়াও করেন তখন তাঁর আযাব থেকে রেহাই পাবার কোন পথ থাকে না। এ তো হলো দুনিয়ার শাস্তি। কিয়ামতের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا، رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ

সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে নিস্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করবো। পূর্বে যা করতাম তা আর করবো না। [ফাতির : ৩৭]

তাদের মর্মন্তুদ পরিণতি সম্পর্কে আরও ইরশাদ হচ্ছে—

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ، تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং আগুন আচ্ছন্ন করবে তাদের মুখমণ্ডল। [ইবরাহীম : ৫০]

قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ -

তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক।

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ

তাদেরকে পান করানো হবে গলিত পুঁজ। যা অতি কষ্টে একেক ঢোক করে গলধকরণ করবে এবং তা গলধকরণ মোটেই সহজ হবে না।
[ইবরাহীম : ১৬-১৭]

তাছাড়া তাদেরকে পান করতে দেয়া সে পুঁজ এতটা গরম হবে যে মুখের কাছে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ ঝলসে যাবে। তারপরও তারা সেই পুঁজ পান করবে। এখানে ভাববার বিষয় হলো, আমরা যদি অতিশয় গরম চা অলক্ষ্যে মুখে দিই তাহলে আমাদের ঠোঁট পুড়ে যায়, জিহ্বা পুড়ে যায়। কয়েক দিন পর্যন্ত তার যন্ত্রণা আমাদেরকে সহ্য করতে হয়। আর জাহান্নামের ফুটন্ত পানি তো এত গরম যদি সেখানকার এক বালতি পানি দুনিয়ার সাত সমুদ্রে ঢেলে দেয়া হয় তাহলে সাত সমুদ্র এক সাথে টগবগ করতে থাকবে। সুতরাং এই পানি যখন পেটের ভেতর যাবে তখন কী

www.BANGLAKITAB.com

অবস্থা হবে তা একেবারেই কল্পনাতীত। কোন মানুষের পক্ষে সে ভয়বহ কষ্টের বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়।

চারদিক থেকে মৃত্যুযন্ত্রণা ঘিরে ধরবে। নিরাশায় তাদের চেহারা শুকিয়ে যাবে। চিৎকার করে কান্নাকাটি করবে। অতঃপর আল্লাহকে ডেকে ডেকে বলবে, হে মালিক! আমাদেরকে মৃত্যু দাও। এর জবাবে ইরশাদ হবে–

إِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ ... لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ.

তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমি তো তোমাদের কাছে সত্য পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ। (যুখরুফ : ৭৭-৭৮)

আল্লাহ পাক যখন জানিয়ে দিবেন, আমি তো পৃথিবীতেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম- এখানে যদি আমাকে না মানো পরকালে ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং এখন কান্নাকাটি করে কী লাভ? তারা যখন নিরাশ হয়ে পড়বে, মৃত্যু আর আসবে না তখন তারা আবার আবেদন জানাবে, হে আমাদের মালিক! আমাদের আযাব অন্তত একটু হালকা করে দাও।

কোরআনে বর্ণিত আছে -

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ.

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামের প্রহরীদেরকে বলবে .... [মু'মিন : ৪৯]

জবাবে তারা বলবে–

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى

তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের নবী রাসূলগণ আগমন করেননি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন। [মু'মিন: ৫০]

www.BANGLAKITAB.com

তারা স্বীকার করবে, নবীগণ এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁদের আহবানে সাড়া দিই নি।

ইরশাদ হবে–

وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়। [মু'মিন : ৫০]

অর্থাৎ তোমরাও নবী রাসূলগণের আহ্বানে সাড়া দাওনি, আজ তোমাদের আহ্বানেও সাড়া দেয়া হবে না।

এবার তারা সকলে মিলে বলবে, এখন কী করা যায়? তখন তারা দল বেঁধে আল্লাহ পাককে ডাকতে শুরু করবে– ইয়া আল্লাহ, আয় আল্লাহ! এভাবে কেটে যাবে হাজার হাজার বছর। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাবে না। হাজার হাজার বছর পর আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন– কী হয়েছে তোমাদের, বল? তারা বলবে–

غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ. رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ

দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রভু! এই আগুন থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর। অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী হবো। আল্লাহ পাক বলবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। [মু'মিনূন:১০৬-১০৮]

তারপর আল্লাহ পাক জাহান্নামের ফেরেশতাগণকে বলবেন, জাহান্নামকে তালাবদ্ধ করে দাও যেন ভেতর থেকে কেউ বাইরে আসতে না পারে। বাইরে থেকেও যেন কেউ ভেতরে যেতে না পারে। ফেরেশতাগণ তালা লাগিয়ে দিবে। অসংখ্য নারী-পুরুষ এক অগ্নিময় দুর্বিসহ জগতে চিরদিনের জন্যে তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে। তারা কামনা করবে, যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারতাম তাহলেও তো রেহাই পেতাম। কিন্তু সেদিন মৃত্যু পাবে কোথায়?

www.BANGLAKITAB.com

তারপর কী হবে? তারপর কোরআন মাজীদে যে কথাটি বলা হয়েছে জাহান্নামীদের জন্যে সে কথাটি সবচে' কঠিন কথা।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا

অতঃপর তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করবো।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

খোদার কসম! এই পৃথিবী আজ বড় গাফলতে ডুবে আছে। আমাদের এই গাফলত ও উদাসীনতার কোন সীমা নেই। দুনিয়ার মানুষ শয়তান প্রদর্শিত যে ভয়ঙ্কর পথে চলছে এর পথ তো শেষ হয়েছে গিয়ে জাহান্নামে।

আমাদের সফলতার পথ

সফলতার পথ প্রদর্শন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক। হাদীসে কুদসীতে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, যে আমার আনুগত্য করে আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হই। আমি যার প্রতি সন্তুষ্ট হই তার প্রতি রহমত বরকত অবতীর্ণ করি। আর আমার বরকতের কোন সীমা নেই। অর্থাৎ কেউ যদি তাঁর সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারে তাহলে তিনি খানাপিন, জীবনোপকরণ সবকিছুতেই বরকত দিবেন। এই বরকতের পরিণতি পৃথিবীতে কেমন হবে? ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

যদি সে সব জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনতো ও আল্লাহকে ভয় করতো তাহলে আমি তাদের জন্যে আসমান ও যমীনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম। [আ'রাফ : ৯৬]

অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনো, আমাকে ভয় করো তাহলে আসমান ও দুনিয়ার সমূহ বরকতের সকল দ্বার তোমাদের জন্যে খুলে দিব। আরও ইরশাদ হয়েছে–

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় প্রভু নিশ্চয়ই তাদের জন্যে সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা। [মারিয়াম : ৯৬]

أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। [আল-ইমরান : ১৩৯]

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

মুমিনগণকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। [রূম : ৪৭]

وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

এভাবেই আমি মুমিনগণকে উদ্ধার করে থাকি।

অর্থাৎ মানুষ যদি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, তাঁকে ভয় করে তাহলে তিনি তাদের পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। তাদেরকে সাহায্য করবেন। শত্রুদের আঘাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে এই পৃথিবীতে করবেন বিজয়ী। এ সবই আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার। আরও অঙ্গীকার করেছেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ-

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। [নূর : ৫৫]

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ঈমান আমল ঠিক করে নাও, আমি তোমাদেরকে কর্তৃত্ব দান করবো। শুধু কি কর্তৃত্ব?

কোরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন–

www.BANGLAKITAB.com

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে– যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন। এবং তাদের ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। [নূর : ৫৫]

আল্লাহর ওয়াদা দুটি কর্ম দুটি পুরস্কার

আল্লাহ পাকের ফরমান খুবই স্পষ্ট। তোমরা দুটি কাজ করে নাও। ঈমান ঠিক কর এবং ভালোভাবে আমল কর। তাহলে আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শাসন ক্ষমতা দান করবো, তোমাদের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। তোমাদের মন থেকে ভয়ভীতি দূর করে দেব, তোমাদেরকে দান করবো শান্তি ও নিরাপত্তা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– এমন একটা সময় আসবে যখন ইরাকের প্রান্ত থেকে একজন সুন্দরী যুবতী অলংকার সজ্জিত হয়ে একাকী বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌছে যাবে, আল্লাহ পাকের ঘর তাওয়াফ করবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সফরে কেউ চোখ তুলে তার দিকে তাকাবে না। কোন যালিমের হাত তার দিকে প্রসারিত হবে না। পৃথিবী হবে শান্তি ও নিরাপত্তাময় এক জগৎ। এ হলো আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে।

তাঁর অঙ্গীকর রয়েছে পরকালের জান্নাত সম্পর্কেও। ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

যেদিন করুণাময়ের সান্নিধ্যে আল্লাহভীরুগণকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করবো। [মারিয়াম : ৮৫]

অতিথিরূপে যখন তারা আল্লাহ পাকের সমীপে এসে উপস্থিত হবে আরশ তখন তাদেরকে ছায়া দিবে। জান্নাতের দিকে তাদের গমন সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে –

www.BANGLAKITAB.com

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের কাছে উপস্থিত হবে ও তার দ্বারসমূহ খুলে দেয়া হবে। [যুমার : ৭৩]

অতঃপর তারা যখন জান্নাতের কাছে এসে পৌঁছবে তখন ঈমানদার নারীগণ তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, এটা সম্মানের কারণে বরং অনুগ্রহপূর্বক আল্লাহ পাক নারীদেরকে পুরুষদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দিবেন যেন তারা জান্নাতী সাজে সজ্জিত হয়ে পুরুষদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। জান্নাতে প্রবেশ করার পর তারা সারি সারি ঝরনা দেখতে পারে। সেখানে বৃষ্টি নেই। ঝরনা থেকে শরাব প্রবাহিত হচ্ছে। সে শরাব বড়ই বিস্ময়কর। আঙ্গুলের ডগায় করে এক ফোঁটা শরাব যদি এই পৃথিবীতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে সমগ্র দুনিয়া সুঘ্রাণে মৌ মৌ হয়ে উঠবে। জান্নাতে তাদেরকে আচ্ছাদিত করে রাখবে ফলবান বৃক্ষ। বৃক্ষের ডাল বেহেশতিদের প্রতি ঝুঁকে থাকবে। জান্নাতের ফল স্বাদে যেমন অনুপম, অনুপম তেমনি রূপে। বেহেশতি নারীদের পোশাক পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন পড়বে না। হেঁটে যাওয়ার সময় বৃক্ষশাখাকে জান্নাতী রমনী শুধু কল্পনায় বলবে, আমার এমন একটি শাড়ি চাই যার ধরন এই, রঙ এই। বলাও না, মনে শুধু কল্পনা করা। কল্পনা করতেই দেখবে তার কাঙ্ক্ষিত পোশাক তার সামনে হাজির।

এ কথা এ কারণে বলছি, পোশাক-আশাকের প্রতি মেয়েদের আগ্রহ আজন্ম। আমি বলতে চাই তোমরা তোমাদের এই আকাঙ্ক্ষা এখানেই সমাধিস্থ করে দাও। এখানে এই মাটির শরীর একে সাজিয়েই বা কী হবে? ঈমান সাজাও, ভবিষ্যতে রূপ সৌন্দর্য লাভ করবে। সেই সৌন্দর্য এই দুনিয়ার সৌন্দর্য নয়। এখানকার রূপ তো দশ বছর পর এমনভাবে ফিকে হয়ে যায় কেউ আর নজর দেয় না। কিন্তু জান্নাতের রূপ কখনও ফিকে হবে না। সেখানকার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না। বৃক্ষ শাখার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় অন্তরে সুন্দর কাপড়ের কল্পনা উদিত হতেই দেখবে শত শত কাপড় তোমার সামনে হাজির। তুমি কয়টা পরবে? কেউ

www.BANGLAKITAB.com

হয়তো মনে করবে, এত কাপড় দিয়ে কী করবো? শীতের দিনে শীত নিবারণে আমরা কয়েক জোড়া পোশাক পরি। তখন তো কাপড় নিয়ে চলাফেরাই কষ্ট হয়ে যাবে। আমি বলি, না এমন কিছু ভাববার প্রয়োজন নেই। কারণ, জান্নাতের পোশাক হবে নূরের তৈরি। জান্নাতের প্রতিটি জিনিসই হবে নূরের তৈরি। নূরের কোন ওজন হয় না।

তুলার ওজন আছে, ওজন আছে সব সুতারই। বর্তমানে আমরা যে পলিস্টার কাপড় পরি তারও ওজন আছে। কিন্তু নূরের কোন ওজন নেই। তাই শত শত জোড়া কাপড় জান্নাতী রমণী গায়ে জড়িয়ে নিবে। কিন্তু এই কাপড় জড়াতে কতটা সময় লাগবে? দুনিয়ার হিসেবে এটাও একটা ঝামেলার কথা। এখানে তো কাপড় পরতে হলে একটার পর একটা ভাঁজ করে সাজিয়ে পরতে হয়। চিন্তা-ভাবনা হয়, কোনটা উপরে হবে কোনটা নিচে। তাছাড়া যারা মোটা মানুষ তাদের জন্য তো কাপড় পরা এক কষ্টের বিষয়। কিন্তু জান্নাতের সবকিছুই হলো অন্য রকম। সেখানে সদ্য উপস্থিত নয়ন জুড়ানো পোশাকে দৃষ্টি পড়তেই দেখবে, পোশাকগুলো আপনা থেকেই এসে গায়ে জড়িয়ে গেছে। আর আগের পোশাকগুলো গেছে অদৃশ্যে হারিয়ে। এখানে পোশাক বদলেরও ঝামেলা নেই, পরবারও ঝামেলা নেই। এখানে কাপড় পরিষ্কার করার কোন ওয়াশিং মেশিন নেই, ধোপাও নেই। আবার এও নয় যে, এই নতুন পোশাক পরলাম তো এটা পরিধান করে আমাকে এক সপ্তাহ কাটাতে হবে। এক মিনিট পরও যদি এটা আমার পছন্দ না হয় তাহলে সাথে সাথে আবার নতুন কাপড় এসে উপস্থিত হবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শরীরের কাপড় বদলে যাবে। এভাবেই মনের সাধ পূর্ণ হতে থাকবে, যেমন ইচ্ছে তেমন করে। একেই তো বলে বেহেশত।

জান্নাতের স্বর্ণকার ও অলংকার তৈরি

এই পৃথিবীতে নারীরা অলংকারের নেশায় অর্থ সঞ্চয় করে। স্বামীদেরকে না জানিয়ে না দেখিয়ে পয়সা জমা করতে থাকে। অতঃপর সেই সঞ্চিত পয়সা দিয়ে আংটি বানায়, চুড়ি বানায়, মাথার টিকলি বানায়, গলার নেকলেস বানায়। যুবতী বৃদ্ধা সবাই এ ক্ষেত্রে সমান। নারীদের অলংকারপ্রীতি অনেকটা প্রবাদতুল্য।

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাতে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সেই ফেরেশতা বসে বসে শুধু অলংকার তৈরি করছে। এই ফেরেশতা হলো স্বর্ণকার। জান্নাতের স্বর্ণকার। যেদিন সে সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই অলংকার তৈরি করছে। আজও করছে। সেই অলংকারের রূপ এত বেশি, তার পাশে যদি সূর্যকে দাঁড় করানো হয় তাহলে সূর্যের আলো তার সামনে ম্রিয়মান মনে হবে। এবার ভেবে দেখ, কতটা সৌন্দর্য হবে সে অলংকারের।

সে অলংকারে স্থাপিত হবে বিভিন্ন রঙের হীরে মোতি পান্না জহরত ও নানা ধরনের পাথর। জান্নাতী অলংকারে স্থাপিত ক্ষুদ্র একটি মোতিও যদি এই দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে তার আলোতে এই পৃথিবী এমনভাবে ঝলসে ওঠবে কোন মানুষ চোখ খুলে তাকাতে পারবে না। সারি সারি অলংকার সজ্জিত থাকবে। মিনিটে মিনিটে জান্নাতের নারীগণ অলংকার পরিবর্তন করবে। বিষয়টা কত সহজ। এখানে যদি নিজেকে তাকওয়ার গুণে সজ্জিত কর তবে সেখানে নিজেকে সজ্জিত করবে অজস্র নূরের তৈরি পোশাকে। বিস্ময়কর সব অলংকারে। এখানে সামান্য ক'দিন একটু কষ্ট করে নাও। সেই কষ্টও খুব দীর্ঘ নয় এখানকার সবকিছুই সংক্ষিপ্ত। দশটি কাজ এমন রয়েছে, কেউ যদি এই দশটি কাজ ও গুণ অর্জন করতে পারে তাহলে আখিরাতে সে সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হবে।

প্রসঙ্গত আরেকটি কথা বলি, এই পৃথিবীতে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, বিভিন্ন রকমের পোশাকে নানা রকমের অলংকারে সাজতে পারি। শরীরে হয়তো খানিকটা রংও মাখাতে পারি। পাউডার ছিটাতে পারি। কিন্তু গঠন আকৃতি বদলাতে পারি না। যাদের কাড়ি কাড়ি টাকা আছে তারা অবশ্য আকৃতি বদলানোর নেশায় প্লাস্টিক সার্জারি করে। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই এই প্লাস্টিক রূপ এমন বিকৃত রূপ ধারণ করে তখন তাকে দেখে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই জাগ্রত হয় না। কিন্তু বেহেশতে আল্লাহ পাক একটা বাজার বসাবেন। এই দুনিয়াতে যেমন শুক্রবারে বাজার বসে। ঠিক তেমনি জান্নাতেও শুক্রবারে বাজার বসবে। শুক্রবারে সকলেই আল্লাহ পাকের দীদার লাভ করবে। দীদার লাভ করবে নারী-

www.BANGLAKITAB.com

পুরুষ সকলেই। দীদারের নেশায় তারা জান্নাতের কথাও ভুলে যাবে। আল্লাহ পাকের দীদার শেষে যখন তারা ফিরে আসবে তখন পথেই পড়বে শুক্রবারের বাজার। সে বাজারও বড় আশ্চর্যের। একটি বাজার হবে মেয়েদের। আরেকটি ছেলেদের। বাজারে ফ্রেমে বাঁধানো সারি সারি সুন্দর ছবি ঝুলানো থাকবে। প্রতিটি ছবির নিচে লেখা থাকবে, তুমি চাইলে আমি তোমার মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারি।

প্রত্যেকেই ছবিগুলো দেখতে থাকবে আর হাঁটতে থাকবে। দেখতে দেখতে যে ছবিটি তার পছন্দ হবে এবং তার মন যে আকৃতিটির প্রতি আকৃষ্ট হবে তখন সাথে সাথে তার রূপ সেই ছবিটির রূপ ধারণ করবে। বিষয়টি এমন নয় যে তার মাথা কেটে এখানে নতুন আরেকটি মাথা স্থাপন করা হবে। সেখানে অপারেশনের কোন ঝুট-ঝামেলা নেই। ওদিকে বেগম সাহেবাও ঘুরছেন বাজারে। তারও একটি আকৃতি পছন্দ হয়েছে। আকৃতি দেখে বিস্ময়ে সে যখন বিমূঢ়- লক্ষ্য করবে, তার রূপ সে ছবিটির মতো হয়ে যাবে। পলকে বদলে যাবে তার আকৃতি। স্বামীর আকৃতি বদলে গেছে, এদিকে বদলে গেছে স্ত্রীর আকৃতি। তারপর উভয়েই ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু তারা একে অপরকে দেখে অপরিচিত মনে করে বিব্রত হবে না। ভাববে না, এ আবার আমার ঘরে কে আসলো? বরং তাদের আকৃতি পরিবর্তন সত্ত্বেও একে অপরকে চিনতে পারবে এবং আহলাদ করে বলবে, তুমি এই আকৃতি পছন্দ করেছো!

আমার প্রিয় বোনেরা,

এখানে মেতে আছো মেকাপের নেশায়। এই মেকাপকে বিসর্জন দাও। কাঙ্ক্ষিত দশটি গুণের অলংকারে নিজেকে সজ্জিত কর। দেখবে, আল্লাহ পাক তোমার মনের সকল মেকাপকে বাস্তবে রূপায়িত করবেন।

মানুষের দশটি গুণ

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ

www.BANGLAKITAB.com

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ـ
وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী; তাদের জন্যে আল্লাহ্ রেখে দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। [আহযাব : ৩৫]

প্রথম গুণঃ আরবী ভাষার একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এ ভাষায় কথাকে খুবই সংক্ষেপে বলা যায়। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ পাক তারপরও কথাকে দীর্ঘ করেছেন। এখানে শুধু এতটুকু বলাও যথেষ্ট ছিল যেমনটি অন্যত্র বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে.... [নাহল : ৯৭]

কিন্তু কথাটা এভাবে না বলে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। বলেছেন মূলত নারীদের মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আর এর পেছনে একটি ঘটনাও ছিল। একবার আনসারী নারীগণ একত্রিত হয়ে বলাবলি করছিল, কোরআনে কারীমে আল্লাহ্ পাক কেবল পুরুষদের কথা আলোচনা করেছেন। আমাদের কথা তো বলেননি। তখন তাদেরই একজন প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে এবং আরয করে– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমানদার নারীদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছি।

www.BANGLAKITAB.com

জানতে চাচ্ছি, আল্লাহ পাক তাঁর পাক কালামে কেবল পুরুষদের কথাই বলেন। আমরা নারীদের কথা বলেন না কেন? সে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলছে। এখনও কথাবার্তা শেষ হয়নি এরই মধ্যে হযরত জিবরাইল (আ.) ছুটে আসেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনান। এখানে পুরুষের সাথে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে নারীদের কথাও বলা হয়েছে। পুরুষদেরকে যেমন দশটি গুণের অলংকার গ্রহণ করার জন্যে বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে নারীদেরকেও। আহবান হয়েছে, হে নারী ও পুরুষগণ! তোমরা এই দশটি গুণের অলংকার পরিধান কর, তারপর দেখবে জান্নাতে তোমাদেরকে কী অলংকার পরানো হয়?

জান্নাতের হুরের বিবরণ

বেহেশতে আল্লাহ তাআলা হুর তৈরি করে রেখেছেন। সেই হুর মাটির তৈরি নয়। মেশক আম্বর ও জাফরানের তৈরি। তাদের অপরূপ সৌন্দর্যের সামনে সূর্যের আলোও নস্যি। তাদের কেউ যদি সমুদ্রের নোনা পানিতে একবিন্দু থু থু ফেলে তাহলে নোনা দরিয়া মুহূর্তে মিঠা দরিয়ায় পরিণত হবে। আর জান্নাতের নারীগণ হবে এই হুরদের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি রূপসী, সুন্দরী। এই পৃথিবীতে যেসব নারী কুশ্রী বলে অবহেলিত ছিল তাদের সৌন্দর্যও এই দুনিয়ার যে কোন সুন্দরী নারীর চাইতে শতগুণ বেশি হবে। হাজার মাইল দূর হতে বাতিঘরের মতো তাদের রূপের আলো দেখা যাবে। এই রূপ শুধু আরব নয়, আফ্রিকার কৃষ্ণ-কালো হাবশী নারী ও পুরুষরাও অর্জন করবে। এই রূপ পাওয়ার পথ একটাই। তোমার ইসলামকে শুদ্ধ কর। তোমাকে ঈমানদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কর। ঈমান, সততা, ধৈর্য, বিনয়, দান, নামায, রোযা, আব্রু, যবান ও যিকর দ্বারা নিজেকে সুশোভিত কর। এই দশটি গুণ অর্জন করে কবরে আস। দেখ তোমার সাথে কী আচরণ করা হয়?

ইসলাম কী? ইসলামের স্পষ্ট লক্ষণ ও ভিত্তি হলো পাঁচটি বিষয়। তাওহীদ, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এই পাঁচটি হলো ইসলামের মূলভিত্তি। কিন্তু ভিত্তি দ্বারাই কি ঘর পূর্ণ হয়? খুঁটি দ্বারা যেমন ঘর পূর্ণ হয় না তেমনি শুধু এই পাঁচটি বিষয় দ্বারাও ইসলাম পরিপূর্ণ হয় না, পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া যায় না। পরিপূর্ণ মুসলমান হতে হলে আরও কিছু কাজ করতে হয়।

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় গুণঃ

একজন পূর্ণ মুসলমান

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

মুসলমান সেই যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

দেখা গেল, একজন নারী তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে। নামায কখনও কাযা হয় না। কিন্তু তার মুখ সংযত নয়। তাহলে সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়। একজন পুরুষ খুবই আবিদ। কিন্তু তার হাত সদাই মানুষের অনিষ্ট করে বেড়ায়। মানুষের সম্পদ, মানুষের অর্থ কৌশলে হাতিয়ে নেয়। কাউকে মুখে আক্রমণ করে, কাউকে আক্রমণ করে হাতে। বুঝতে হবে সে আবিদ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়। একবার এক সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদের প্রতিবেশী এক মহিলা আছে। সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করে, রোযা রাখে কিন্তু তার মুখ খুবই কঠিন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে জাহান্নামে যাবে। আরেকজন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতিবেশী একজন মহিলা আছেন। তিনি কেবল ফরয নামাযগুলোই আদায় করেন। নফলের প্রতি ততটা মনোযোগী নন। কিন্তু তার আচার-আচরণ খুবই ভালো। মুখের কথাও সুমিষ্ট। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে জান্নাতে যাবে।

সুতরাং আমাদেরকে বুঝতে হবে মুসলমান কাকে বলে। মুসলমান বলা হয় যার কথা ও আচরণে কেউ কষ্ট পায় না। যার হাত কাউকে আক্রমণ করে না। ঘরে মেহমান আছে। আর স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে। এটা মুসলমানের আচরণ নয়। তাছাড়া মুখের সুমিষ্ট ভাষণ যেমন পরিপূর্ণ ইসলামের লক্ষণ তেমনি আতিথেয়তাও পরিপূর্ণ ইসলামের অন্যতম লক্ষণ। তাই ঘরে অতিথি আসতেই স্বামীর উপর এই বলে আক্রমণ করা, রোজ রোজ মেহমান... এটাও মুসলমানের চরিত্র নয়।

www.BANGLAKITAB.com

অতিথির সেবা যত্ন

আমাদের ইতিহাসের এক বিখ্যাত বুযুর্গ। নাম হযরত হাশিম (র)। তিনি বলেন, একদা আমি সফরে ছিলাম। পথে এক তাঁবু দেখে অবতরণ করলাম। আমার তখন প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। তাঁবুর ভেতরে এক মহিলা বসা ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, বোন! আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিবে? সে বললো, আমি কী এখানে মুসাফিরদের জন্যে খাবার রান্না করে বসে আছি? যাও, নিজের পথ দেখ। বুযুর্গ বলেন, আমি তখন এতটা ক্ষুধুর্ত ছিলাম যে, উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ইচ্ছে হচ্ছে এখানেই পড়ে থাকি। এরই মধ্যে তার স্বামী এলো। আমাকে দেখেই বললো, মারহাবা তুমি কে? বললাম, আমি পথিক। বললো, খানা খাওনি? বললাম, না। বললো, কেন? বললাম, চেয়েছিলাম পাইনি। সে তার স্ত্রীকে বললো, অবিচারিণী! তুমি মুসাফিরকে খাবার দাওনি? সে বললো, আমি কী এখানে মুসাফিরদের জন্যে খানা নিয়ে বসে আছি? আমি কি মুসাফিরদেরকে খাইয়ে খাইয়ে আমার সংসার উজাড় করে দেবো? তার এই কথায় তার স্বামী তার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করলো না, বরং শুধু বললো- আল্লাহ তোমাকে হিদায়েত দান করুন।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- উত্তম পুরুষ সেই যে তার স্ত্রীর সাথে সদাচারণ করে। অতঃপর সে তার স্ত্রীকে বললো, তুমি তোমার ঘর বোঝাই করে রাখ। অতঃপর সে একটি ছাগল জবাই করলো এবং তা কেটে কুটে রান্না করলো ও বুযুর্গকে খাওয়ালো এবং দুঃখ প্রকাশ করলো।

বুযুর্গ খানাপিনা শেষে আপন পথে চলতে লাগলেন। এক মনযিল রাস্তা অতিক্রম করার পর আবার তাঁবু নজরে পড়লো। দেখলো সেখানেও একজন মহিলা বসে আছে। তার কাছে বুযুর্গ বললেন, বোন! আমি একজন মুসাফির। খুবই ক্ষুধার্ত। আমাকে কিছু খেতে দিবে? বললো, মারহাবা আল্লাহর রহমত এসেছে। আল্লাহর বরকত এসেছে। তারপর সে একটি বকরি জবাই করে রান্না করে যখন তার সামনে রাখলো তখনই তার স্বামী এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলো, এ কে? বললো, মেহমান। বললো, খানা কে দিয়েছে? বুযুর্গ বললেন, আপনার স্ত্রী। এ কথা শুনেই সে স্ত্রীর

www.BANGLAKITAB.com

উপর চড়াও হলো এবং চিৎকার করে বললো, তোমার লজ্জা হয় না! তুমি কি এভাবে মেহমানদারী করিয়ে আমার ঘর উজাড় করে দিবে? এ কথা শুনে বুযুর্গ তার হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। হা হা করে হেসে উঠলেন। গৃহস্বামী রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললো, হাসছো কেন? বুযুর্গ বললেন, এক মনযিল আগে দেখে এলাম এর উল্টো চিত্র। এ কথা শোনার পর গৃহস্বামী বললো, জান! সেই মেয়েটি কে? সে হলো আমার বোন। আর এ মহিলা হলো সেই পুরুষটির বোন।

মূলত ঈমান কাকে বলে? ঈমান শুধুমাত্র নামায রোযাকেই বলে না। অন্যের সাথে ভালোভাবে হাসিমুখে কথা বলা, অন্যকে আতিথেয়তা দেয়া এগুলোও ঈমানের অংশ। ধৈর্যধারণ করা, দান করা এগুলো ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। এসব গুণ ছাড়া ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- শ্রেষ্ঠ ঈমান কী? বলেছিলেন, উত্তম চরিত্র।

এক ব্যক্তি এসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলেছিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার ঈমানের পূর্ণতা কামনা করি। ইরশাদ করেছিলেন- তুমি তোমার চরিত্রকে ভালো কর, তোমার ঈমান পূর্ণ হয়ে উঠবে।

তৃতীয় গুণঃ

নারীদের পর্দার প্রতি যত্ন

اَلْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ

আয়াতে উল্লেখিত এ শব্দ দুটির মর্ম হলো আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ অনুগত নারী ও পুরুষ। যে নারী ও পুরুষ আল্লাহ তাআলার যে কোন নির্দেশের সামনে অকুণ্ঠচিত্তে আত্মসমর্পণ করে। পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল রাতে। ফলে কেউ জেনেছে, কেউ বা জানতে পারেনি। সে সময়ে পুরুষদের সাথে মেয়েরাও মসজিদে এসে নামায পড়তো। এক সাহাবিয়্যা মসজিদে নামায পড়তে এসে দেখেন অন্য মেয়েরা বোরকা ও চাদর পরে শরীর ঢেকে নামায পড়ছে। সে তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কী! তারা বললো, তুমি জানো না, পর্দার নির্দেশ এসেছে? এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

সে তার সন্তানকে ঘরে পাঠিয়ে দিল। দৌড়ে যাও, গৃহ থেকে আমার জন্যে একটি চাদর নিয়ে এসো। তারপর যখন সে চাদর মুড়ি দিয়ে গৃহে প্রবেশ করলো তখন তার স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ কী! হঠাৎ করে এ আবার কী শুরু করলে? স্ত্রী বললো, তুমি জানো না, পর্দার নির্দেশ এসেছে? এই তো মুসলমান নারী। যখনই জানতে পেরেছেন এটা আল্লাহর হুকুম তখন আর আল্লাহর মর্জির বাইরে এক মুহূর্তও কাটাননি। আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে এক পা-ও অগ্রসর হননি।

আজকাল আমাদের সমাজে বিকৃত-মস্তিষ্ক এমন মানুষও আছে যারা বলে, পর্দা হলো একটি মনের বিষয়। আমরা বলি, তাহলে পানাহারটাও মনে মনে করে নাও। খানাপিনার জন্যে এত বিশাল আয়োজন কেন? যেমন- মূর্খ কথিত ফকীর দরবেশদের কেউ কেউ বলে থাকে নামায অন্তরের বিষয়, পর্দা মনের বিষয়। অথচ উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে- না, মনের বিষয় নয়। বরং আল্লাহ পাক যা বলেছেন সোজাসুজি তার সামনে আত্মসমর্পণ কর। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

আমরা এও বলেছি, পুরো কোরআন মাজীদে একমাত্র হযরত মারিয়াম (আ.) ছাড়া আর কারও নাম আল্লাহ পাক উল্লেখ করেননি। আর হযরত মারিয়ামের নামও নেয়া হয়েছে একটি ভুল দাবি নিরসনের জন্যে। কোরআন মাজীদে যেখানেই কোন নারীর প্রসঙ্গ এসেছে তখন সেখানে তার স্বামীর সঙ্গে যুক্ত করে তার কথা আলোচিত হয়েছে। কোন নারীর নাম নেয়া হয়নি। কোরআন মাজীদে মিশরের গভর্নরের স্ত্রীকে ইমরাআতুল আযীয, হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রীকে ইমরাআতু নূহ্, হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীকে ইমরাআতু লূত বলে বর্ণিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ পাক নাম নেননি কেন? ইমরাআতুল আযীয না বলে তো জুলেখাও বলতে পারতেন। ইমরাআতু ফিরাউন না বলে আছিয়াও বলা যেত। উলামায়ে কিরাম বলেছেন- এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়, বিনা প্রয়োজনে মেয়েদের নাম নেয়াটাও আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় নয়। সুতরাং মেয়েদের পর্দার বিষয়টা এমন গুরুত্বপূর্ণ যে স্বয়ং তার নামটিও পর্দাবৃত হওয়ার যোগ্য। অপ্রয়োজনে মেয়েদের নাম আলোচনা করাও পছন্দনীয় নয়। হ্যাঁ, যেখানে প্রয়োজন পড়ে- পাসপোর্ট, সরকারী কাগজ-পত্র, ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন ইত্যাদি- সেখানে নাম নিতে কোন বাধা নেই।

www.BANGLAKITAB.com

চতুর্থ গুণঃ

একজন সত্যবাদী নারী

اَلصَّادِقِيْنَ وَالصَّادِقَاتِ

সত্যবাদিতা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যেই প্রত্যাশিত এক মহা গুণ। ইসলামে এর গুরুত্ব এত বেশি, একবার এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল– ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুসলমান কি কাপুরুষ হতে পারে? বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। বললো– বখিল হতে পারে? বললেন– হ্যাঁ, হতে পারে। বললো, মিথ্যাবাদী হতে পারে? বললেন– না, মুসলমান কখনও মিথ্যা বলতে পারে না। অথচ বর্তমানে মুসলমান নারী ও পুরুষদের মধ্যে সবচাইতে ভয়াবহ যে ব্যাধি তাহলো এই মিথ্যা। উপরোক্ত আয়াতে আহ্বান জানানো হয়েছে– হে মুসলমান নারী ও পুরুষগণ! তোমরা নিজেরদেরকে সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত কর।

পঞ্চম গুণঃ

আল্লাহ ধৈর্যের পুরস্কার দেন

অতঃপর উল্লেখিত আয়াতটিতে মুসলমান নারী ও পুরুষের যে গুণটির কথা বলা হয়েছে তা হলো ধৈর্য। এক স্বামী আল্লাহর পথে সফরে যাচ্ছে। স্ত্রীকে বলে যাচ্ছে, তুমি ঘরে থেক। এদিকে তার বাবা অসুস্থ। এই মহিলা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে গিয়ে আরয করলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে বলে গেছে আমি যেন ঘরে থাকি। ওদিকে আমার পিতা অসুস্থ। এখন আমি কী করবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ধৈর্য ধর এবং ঘর থেকে বের হয়ো না। অথচ তার স্বামীর উদ্দেশ্য মোটেই এটা ছিল না যে, স্ত্রী তার অসুস্থ বাবাকে দেখতে যেতে পারবে না। বরং এভাবেই মানুষ কোথাও যাওয়ার সময় যেমন স্ত্রীকে বলে যায়, সন্তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখ, সব সময় ঘরে থেক। বলাটা ঠিক এ ধরনেরই একটা বলা ছিল।

অথচ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন, ধৈর্য ধর এবং স্বামীর কথার উপরই অটল থেক। এদিকে স্ত্রী জানতে

www.BANGLAKITAB.com

পারলো তার বাবা এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তাই সে পুনরায় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পয়গাম পাঠালো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বাবা তো মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে। আমি কি তাকে দেখতে যেতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরামর্শ দিলেন, ধৈর্য ধর। স্বামীর কথার উপর অটল থেক। তারপর তার পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেল। এবার আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আমার বাবার লাশ দেখতে যাবো? লক্ষ্য করার বিষয় হলো, মানুষ তো লাশ দেখার জন্য এক শহর থেকে আরেক শহর পর্যন্ত চলে যায়। চলে যায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে। মনে পড়ে, আমার মায়ের যখন মৃত্যু হয় তখন আমি সফরে ছিলাম। তাই তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারিনি। এই বেদনা আমি আজো ভুলতে পারছি না। তাই এই নারী কাছেই বাবা মারা গেছেন বলে বাবার লাশ দেখতে যাওয়ার জন্য হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দেননি। ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন। তারপর যখন তার বাবাকে দাফন করা হয়ে গেছে তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলে পাঠালেন, শুভ সংবাদ শোন! আল্লাহ পাক তোমার বাবাকে জান্নাত দান করেছেন। এ হলো ধৈর্যের পুরস্কার।

ষষ্ঠ গুণঃ

আল্লাহকে ভয় করা

এরপরে যে গুণটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তা হলো আল্লাহর ভয়। প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যেই আল্লাহর ভয় থাকা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহর ভয় মূলত মানুষের হৃদয়ে একটি বিশেষ অবস্থা ও অনুভূতির নাম। হৃদয় আল্লাহ পাকের ভালোবাসায় এমন পূর্ণ থাকবে যে, তার অবাধ্যতার কথা ভাবতেই অন্তর কেঁপে উঠবে। এর অর্থ এই নয়, অন্তর সর্বদা আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। এই ভয় প্রতিটি নারী এবং পুরুষের মাঝেই থাকতে হবে। এই ভয়টা মূলত ঈমানদারগণকে সর্বদা

www.BANGLAKITAB.com

সব রকমের পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে দিবসের আলোতেও, রাতের আঁধারেও।

সপ্তম গুণঃ

নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা

হালাকু খান যখন বাগদাদ জয় করে তখন মুসলমানদের খলীফা ছিলেন আমিরুল মুমিনীন মু'তাসিম বিল্লাহ। সর্বশেষ এই আব্বাসী খলীফাকে হালাকু খান হত্যা করে তাঁর বেগমকে কব্জা করে ফেলে। বেগম ভাবলো, এখন তো আমার সম্ভ্রম যাবে। আমি কী করতে পারি? কী করে আমি আমার ইজ্জত রক্ষা করতে পারি? তখন সে ঘরের এক সেবিকাকে ডেকে তার কানে কানে কী যেন বললো। অতঃপর তারা উভয়ে মিলে হাজির হলো হালাকু খানের সামনে। দাসী এসে বললো, হে মহান অধিপতি! আব্বাসী খান্দানের নারীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হলো, তাদের গলায় তলোয়ার চলে না। হালাকু খান ছিল তপ্ত মেজাজের মানুষ। সে ভাবলো, এটা কী করে হয়! তরবারি তাদের বেলায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, এটা কী করে সম্ভব? সেবিকা বললো, যদি অনুমতি হয় তাহলে পরীক্ষা করে দেখাতে পারি। হালাকু খান বললো, দেখাও! তখন সে একটি কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে বেগমের গর্দানে আঘাত করতেই বেগম দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এই হলো অল্লাহর ভয়। শির দিয়েছে কিন্তু ইজ্জত দেয়নি। এই ঘটনায় হালাকু খান এতটা ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে, সে তার চুল খামচে ধরে চিৎকার করতে থাকে– এই দাসী তো আমাকে প্রবঞ্চিত করলো। তারপর সে দাসীটিকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে হত্যা করে। সে হত্যার দৃশ্য যারাই দেখেছে তারাই শিউরে উঠেছে। কিন্তু আল্লাহভীরু সেই ভাগ্যবান নারী জীবন দিয়েছে তবুও সম্ভ্রম দেয়নি। এদেরই প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তাআলা তাঁর পাক কালামে– আল্লাহকে ভয়কারী পুরুষ ও আল্লাহকে ভয়কারী নারীগণ..।

আল্লাহ পাক প্রশংসা করেছেন আল্লাহর নামে অর্থ ব্যয়কারী নারী ও পুরুষদের। এক পয়সা দু'পয়সা করে অর্থ সঞ্চয় করা নারীদের চরিত্র। আজকাল এ স্বভাব পুরুষদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ পাক মুমিন পুরুষ ও নারীদের যে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ

www.BANGLAKITAB.com

করেছেন তাহলো 'আল্লাহর রাস্তায় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী।' সুতরাং পরিপূর্ণ অর্থে মুমিন মুসলমান হতে হলে নারী-পুরুষ সকলকেই আল্লাহর নামে অর্থ দানের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

এক ওলীর সর্ব খাদ্য দান

এক ওলীর স্ত্রী আটার খামির তৈরি করে প্রতিবেশীর ঘরে গেছেন আগুন আনতে। এদিকে এক ফকীর এসে আল্লাহর নামে ডাক দিয়েছে। ঘরে তখন সেই সামান্য খামির করা আটা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। তাই মাখানো আটাটুকুই তিনি ফকীরের হাতে তুলে দিলেন। স্ত্রী আগুন নিয়ে এসে যখন দেখলেন নির্দিষ্ট স্থানে আটা নেই, তখন স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কোন উত্তর আসছে না। অবশেষে বললেন, মনে হয় আটাটুকু আপনি দান করে দিয়েছেন। ওলী বললেন, হ্যাঁ। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর বান্দা! অন্তত একটি রুটি পরিমাণ আটা রেখে দিতেন। দুইজনে ভাগাভাগি করে খেয়ে নিতাম। বুযুর্গ বললেন, আমি খুবই ভালো বন্ধুকে দিয়েছি। চিন্তা করো না। অল্প কিছুক্ষণ পরই দরজায় আওয়াজ শোনা গেল। বুযুর্গ উঠে গেলেন। দেখলেন তাঁর বন্ধু হাজির। তার এক হাতে গোশত বোঝাই একটি বাটি, আরেক হাতে রুটি বোঝাই একটি পাত্র। বুযুর্গ হাসতে হাসতে ভেতরে আসলেন। বললেন, দেখ! আমি তো আমার বন্ধুকে শুধু আটা দিয়েছিলাম। আমার বন্ধু এমন দয়ালু, তিনি রুটি তৈরি করে তার সাথে গোশত রান্না করে পাঠিয়েছেন।

আসলে আল্লাহর রাস্তায় দান করার বিষয়টি এমনই। তাই আমি আমার প্রিয় বোনদেরকে বলবো, আমাদের উচিত সঞ্চয় নয়। বরং আমরা আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর নামে দান করতে শেখাবো। শেখাবো এই পয়সা অবশ্যই একদিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে ফিরিয়ে দিবেন।

মেয়েদের স্বভাব হলো তারা যাকাত দেয় না। অলংকারের যাকাত দেয় না। অথচ তারা ভেবে দেখে না, যাকাত না দেয়ার দরুণ এই অলংকারই একদা আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করবে। আমাদের সমাজে মুসলমান এমন অনেক বিত্তবান আছে যারা যাকাত দেয় না। অথচ যাকাত প্রদান করা ইসলামের একটি অকাট্য বিধান।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বদান্যতা

হযরত আয়েশা (রা.) রোযা রেখেছেন। এ অবস্থায় কোথাও থেকে এক লাখ দিরহাম তাঁর কাছে উপহার হিসেবে এসেছে। সেকালের এক লাখ দিরহামকে যদি আজকের বাজারদর অনুযায়ী হিসাব করা হয় তাহলে তার মূল্য দাঁড়াবে বিশ লাখ রুপি। হযরত আয়েশা (রা.) দিরহামগুলো একটি পাত্রে রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেন। তারপর ঘরের দাসীকে বললেন, মদীনার অসহায় গরীব-দুঃখীদেরকে ডেকে আনো। দলে দলে গরীব-দুঃখীরা আসছে। আর তিনি মুঠোয় মুঠোয় সকলের হাতে দিরহাম তুলে দিচ্ছেন। অথচ তাঁর ঘরে চলছে অনাহার। ঘরে এক মুঠো খাবার নেই। দান করতে করতে যখন আসরের সময় হলো তখন পাত্র খালি হলো। ঘরের দাসী এসে বললো, আম্মাজান! অন্তত একটি দিরহাম যদি রেখে দিতেন তাহলে গোশত কিনে এনে আপনাকে রান্না করে দিতাম। আপনি রোযা রেখেছেন। ঘরে তো খাবার কিছু নেই। বললেন, বেটি! আগে বলোনি কেন? আগে স্মরণ করিয়ে দিতে। তাহলে একটি দিরহাম না হয় রেখে দিতাম। যাঁর ঘরে অবিরাম দারিদ্র ও অনাহার চলছে তিনিই বেমালুম ভুলে গেছেন তাঁর ঘরে অভাবের কথা। বলো, পৃথিবীতে এমন নারী কেউ দেখেছে কি?

একজন বুযুর্গের দুয়ারে ভিক্ষুক

হযরত আবু উমামা বা'লী (র.)-এর দুয়ারে এক ভিক্ষুক উপস্থিত। তখন তাঁর কাছে ত্রিশটি দিরহাম ছিল। ভিক্ষুক আল্লাহর নামে কিছু চাইতেই ত্রিশটি দিরহাম তিনি ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেন। তাঁর ঘরেই এক দাসী ছিল খ্রিস্টান। হযরত আবু উমামা (র.) ছিলেন রোযাদার। এই অবস্থা দেখে দাসীটি খুবই ক্ষুব্ধ হলো। সে বলে, ঘটনাটি দেখে আমার মনে ভীষণ রাগ হলো। আল্লাহর বান্দা সবগুলো দিরহাম ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিল। নিজের জন্যে কিছুই রাখলো না, আমাদের জন্যেও না। তিনি রোযাদার। নিজেও ক্ষুধার যন্ত্রণায় মরলো, আমাদেরকেও মারলো, দিন গড়িয়ে যখন আসরের সময় হলো তখন আমার মনের ভেতর তাঁর প্রতি দয়ার উদ্রেক হলো। ভাবলাম, আল্লাহর নেক বান্দা। রোযা রেখেছে, আমি

www.BANGLAKITAB.com

তাঁর ইফতারের ব্যবস্থা করি। আমি প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে কিছু খাবার ধার করে এনে ইফতারির ব্যবস্থা করলাম। তারপর যখন তার বিছানা ভাঁজ করতে গেলাম তখন তাঁর মাথার কাছে দেখি তিনশ'টি দিরহাম পড়ে আছে। আমি তখন বললাম, কী ব্যাপার! সবগুলো দিরহাম দান করে দিয়েছে। আর দিরহাম গুলো এখানে রেখেছে। আমাকে বলেননি।

সন্ধ্যায় যখন হযরত আবু উমামা (র.) ঘরে ফিরলেন তখন সে বললো, আপনি এতগুলো দিরহাম এখানে রেখেছেন তা আমাকে বলবেন না? আমি মনে করেছি ঘরে কিছুই নেই। তাই প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিছু খাবার ধার করেছি। ঘরে যখন দিরহাম ছিল, তখন তো আমি বাজার করেই আনতে পারতাম। বুযুর্গ বললেন, দিরহাম কোথায়? বললো, এই যে আপনার শিয়রের কাছে বালিশের নিচে। বুযুর্গ বললেন, আল্লাহর কসম! এখানে তো একটি দিরহামও ছিল না। দাসীটি বললো, তাহলে এগুলো কোথা থেকে এলো। হযরত আবু উমামা বললেন, আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।

আমাদের বোনদের কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের সামনে এসব কথা তুলে ধরা এবং তাদেরকে এই আদর্শে গড়ে তোলা।

অষ্টম গুণঃ

সাওম এবং আল্লাহর রাসূল (সা)

তারপর যে গুণটির কথা আলোচনা করা হয়েছে তাহলো রোযা। এ রোযাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে সে পুরো বছর রোযাদার হিসেবে বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি সারাটা রমযান মাস সিয়াম পালন করে এবং প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখবে আল্লাহ পাকের দরবারে সে সারা বছর সিয়াম পালনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। বরং তিনি বিষয়টিকে আরও সহজ করে বলেছেন– যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখে অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে সেও সারা বছর রোযা পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

www.BANGLAKITAB.com

নবম গুণঃ

অতঃপর নবম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ। অর্থাৎ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী নারী ও পুরুষ।

দশম গুণ ঃ

দশম বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহর যিকরকারী মুসলমান নারী ও পুরুষ। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, কাপড়ের প্রশংসায় মেয়েদের জিহ্বা কত দ্রুত চলে। কোথাও রাজনীতির আলোচনার সূচনা হলে পুরুষের জিহ্বা কত দ্রুত সঞ্চালিত হয়। দোকানে ক্রেতা মন জয় করার জন্যে দোকানদার কত চমৎকার বক্তৃতা করে। ঘরের সন্তানদের এবং ঘরের বউয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে পুত্রের সামনে শাশুড়ি কত দীর্ঘ অভিযোগ করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলছেন, মুখ বন্ধ রাখ। বুকে যদি তীর বিদ্ধ হয় তবুও মুখ বন্ধ রাখ। কারও গীবত করো না, দোষচর্চা করো না। এই জিহ্বার প্রধান কাজ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। জিহ্বাকে সর্বদাই আল্লাহর স্মরণে আল্লাহর যিকরে মশগুল রাখ। তাহলে দেখবে, বারবার মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে। কবরে গিয়ে স্মরণ হবে আল্লাহ পাকের নাম।

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) ইন্তেকাল করার পর স্বপ্নে তাঁর সেবিকা তাঁকে দেখে প্রশ্ন করলো- আম্মাজান! আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? বললেন, কবরে রাখার পর মুনকার নাকীর এসে আমাকে প্রশ্ন করলো- তোমার প্রভু কে? আমি বললাম, জীবনে কখনও যে প্রভুকে ভুলি নি মাত্র দুই হাত মাটির নিচে আসতেই তাঁকে ভুলে গেলাম। অর্থাৎ তিনি এ কথা বলেননি, আমার রব আল্লাহ। বরং উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, সারা জীবন যাঁকে ভুলিনি মাত্র দুই হাত মাটির নিচে এসে তাকে ভুলে গেলাম? তখন ফেরেশতা বললো, রাখো। আবার কিসের হিসাব? সেবিকা বললো, আম্মাজান! আপনার সেই জুব্বাটার কী খবর? অর্থাৎ রাবিয়া বসরীর একটি বিশাল ঢিলেঢালা জুব্বা ছিল। এই ধরনের পোশাক তখনকার আরবরা পরতো। আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই। হযরত

www.BANGLAKITAB.com

রাবেয়া বসরী (র.) আগেই বলে রেখেছিলেন- আমি মারা যাওয়ার পর আমাকে আমার এই পুরনো জুব্বাতেই কাফন দিও। আমার জন্যে নতুন কাপড় আর আনা লাগবে না। তাই তাকে সেই পুরাতন জুব্বাতেই কাফন দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন যখন সেবিকা তাকে অন্য পোশাকে সজ্জিত দেখলো তখন তার মনে প্রশ্ন জাগলো, আপনার সেই জুব্বাটি কোথায়? বললেন, জুব্বাটি আল্লাহ পাক সামনে রেখেছেন। কিয়ামতের দিন যখন আমার নেক ওজন দেয়া হবে তখন তার সাথে এই জুব্বাটিও ওজন করা হবে। মূলত তাবলীগের নামে এই যে আমাদের সাধনা এর মূল উদ্দেশ্য হলো এই দশটি গুণ প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করা। আমি যা কিছু বলেছি আল্লাহ পাকের কালামের আলোকেই বলেছি। আমি আপনাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলোই উপস্থাপন করেছি এবং এগুলোই দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সফলতার নিশ্চিত পথ। মুক্তি পেতে হলে সফলকাম হতে হলে এই গুণগুলো আমাদেরকে আবশ্যই অবশ্যই অর্জন করতে হবে। তাছাড়া এ বিষয়গুলো সূর্যের আলোর মতোই উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। মূলত আমরা যে তাবলীগে যেতে বলি, এর লক্ষ্য হলো আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে এই গুণগুলোর চর্চা করা, অনুশীলন করা।

কানাডার এক নর্তকীর ইসলাম গ্রহণ

একবার আমাদের একটি জামাত কানাডায় গিয়েছিল। সেখানে ভারতীয় একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ছিলেন। নাম আমীরুদ্দীন। কিন্তু থাকেন কানাডাতেই। কানাডার প্রসিদ্ধ শহরে একটি মুসলমান ক্লাব আছে। সেখানে নাচ-গান হয়। সেখানে জামাত গাশতে গিয়েছে। কর্নেল সাহেব বুড়ো মানুষ। তাই তাকে গাশতে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ক্লাবে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- এখানে কী হচ্ছে? লক্ষ্য করলেন, স্টেজে একজন মেয়ে উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় নাচছে, আরেকজন ছেলে তার সাথে ড্রাম বাজাচ্ছে। এখানে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সকলেই মুসলমান। আরব যুবকরা বসে বসে মদ পান করছে। আমাদের কর্নেল আমীরুদ্দীন সাহেব ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চেহারা বড় আকৃতির। মুখে সাদা দাড়ি। তাছাড়া জীবন কাটিয়েছেন ফৌজ হিসেবে। তিনি ক্লাবে ঢুকেই জোরে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকে নর্তকী নীরব হয়ে গেল। থেমে গেল তার নাচ।

www.BANGLAKITAB.com

যারা বসে বসে মদ পান করছিল তারাও থমকে গেল। দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানুষ। সবাই চকিত হয়ে তার দিকে তাকালো। তিনি ভারী ও গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আমার কথা শোন। অতঃপর তিনি তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে লাগলেন। তখন নর্তকী মেয়েটি চুপে চুপে স্টেজ থেকে নেমে এসে হোটেলের পর্দা গায়ে জড়িয়ে তার কথা শুনতে থাকে। হোটেলে উপস্থিত দর্শকরা সকলেই ছিল তখন মদ পানে উম্মাদপ্রায়। তাই তারা টেরও পায়নি কখন এই নর্তকী তাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্নেল সাহেবের কথা শেষ হওয়া মাত্র নর্তকী বলে উঠলো, আপনি যে কথাগুলো বলেছেন তার সবক'টি কথাই আমি বুঝেছি। এরা কেউ হয়তো বুঝতে পারেনি। এখন আপনিই বলুন, আমি কী করতে পারি? আপনি যে জীবনের সন্ধান দিলেন আমি সে জীবন চাই। কর্নেল সাহেব বললেন, আমি বলবো তুমি কালিমা পড়ে নাও। নর্তকী বললো, আমাকে আপনি কালিমা পড়িয়ে দিন। কর্নেল সাহেব সেখানেই তাকে কালিমা পড়িয়ে দিলেন। মেয়েটি বললো, আমার সঙ্গে যে ড্রাম বাজাচ্ছিল সে আমারই স্বামী। তাকেও কালিমা পড়িয়ে দিন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর বললো, বলুন, এখন আমাদেরকে কী কী করতে হবে? কর্নেল সাহেব বললেন, আমাদের এই জামাত এখানে তিনদিন থাকবে। তোমরা আমাদের কাছে এসো। আমরা তোমাদেরকে করণীয় সম্পর্কে বলে দেব।

তারপর প্রতিদিনই তারা আসতে থাকে। কর্নেল সাহেব তাদেরকে দ্বীনের কথা বলতে থাকেন। তারপর জামাত যখন সেখান থেকে বিদায় নেয়, তখন কর্নেল সাহেব তাদের হাতে এ অবস্থিত একটি ইসলামিক সেন্টারের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিয়ে বলেন– আমি এখানেই আছি। যখনই প্রয়োজন পড়বে আমাকে ফোন দিও।

দুই মাস পর এই মহিলা ফোন করে বললো– হ্যালো মিস্টার কর্নেল আমীরুদ্দীন! কর্নেল সাহেব বলেন, আমি আওয়াজ শুনেই অনুমান করলাম এ সেই নর্তকী মহিলাই হবে। আমি তাকে ইঙ্গিত দিতেই সে বললো, হ্যাঁ, আমি সেই নর্তকী। বললাম, বলো কী হয়েছে? বললো, বিরাট সমস্যা। বললাম, খুলে বলো বিষয়টা কী? সে বললো, আমি তো একজন নর্তকী আমি যখন নৃত্য পরিবেশন করতাম তখন তো রাত পিছু পাঁচশ' ডলার নিতাম। এখন মুসলমান হওয়ার পর জানলাম ইসলাম নারীকে ঘরের

www.BANGLAKITAB.com

বাইরে যাওয়ারই অনুমতি দেয়নি। আমি আমার স্বামীকে বললাম, এখন থেকে তুমি রোজগার করবে, আমি ঘরে আছি। তার তো কোন পেশা ছিল না। পরে সে একটি ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ নিয়েছে। বর্তমানে সে দৈনিক চল্লিশ ডলার পারিশ্রমিক পায়। আমাদের পাকিস্তানী মুদ্রা মানে তিন হাজার রুপি। অথচ এই নর্তকী প্রতি রাতে পেতো আমাদের দেশী মুদ্রায় ত্রিশ হাজার রুপি। সে আরও বললো, আমাদের ব্যবহারের যে গাড়িগুলো ছিল সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছি। এখন আমরা দুই রুমের ছোট্ট একটি বাড়িতে ভাড়া থাকি।

আজকাল তো আমাদের দেশের মেয়েদের শরীর প্রতিদিনই একটু একটু করে পোশাকমুক্ত হচ্ছে। দিনে দিনে পূর্ণ উলঙ্গতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের নারীসমাজ। অথচ নওমুসলিম এই নর্তকীর ঘটনা শুনুন। সে কর্নেল আমীরুদ্দীনকে জিজ্ঞেস করছে– আপনি তো বলেছিলেন আমরা যেন অন্যদের কাছেও ইসলামের দাওয়াত পেশ করি। আচ্ছা, আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া তো মুসলমান পুরুষদের দায়িত্ব। এটা কি নারীদেরও দায়িত্ব? কথা প্রসঙ্গে সে আরো বলে, আমি ও আমার স্বামী দু'জনে বাসে চড়ে এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। আমি হেলান দিয়ে বসা ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে ড্রাইভার ব্রেক কষে। ফলে আমি ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাই। তখন আমার গায়ে যে কামিস ছিল তার হাতা সরে গিয়ে আমার হাতের এক-চতুর্থাংশ বেরিয়ে পড়ে। এখন আমার হাতের এই অংশটি কি জাহান্নামে যাবে? এ কথা বলেই সে টেলিফোনে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে?

আমি বলি, বোনেরা আমার! লক্ষ্য কর। এক নর্তকী মহিলা। তন্বী তরুণী। মাত্র দু'মাস হলো ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর তাতেই তার অন্তরে এই ভয় ঢুকেছে– আমার শরীর যে আবরণমুক্ত হয়ে গেল এটা আবার জাহান্নামে যাবে না তো? আমরা মূলত জামাতে ঘুরে ঘুরে মুসলমান নারী ও পুরুষকে এই গুণগুলো অর্জনের কথাই বলি। আমরা বলি, উলঙ্গপ্রায় যেসব নারী রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় তারা তোমাদের আদর্শ নয়। তোমাদের অনুসরণীয় হলো আম্মাজান হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত মাইমুনা (রা.)।

প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা মনে পড়লো। আমেরিকার নওমুসলিম মহিলাদের একটি জামাত একবার রাইভেন্ড-এ চল্লিশ দিনের জন্যে

www.BANGLAKITAB.com

আগমন করে। আমাদের দেশ থেকেও বিভিন্ন দেশে মহিলাদের জামাত যায়। আমি নিজেও আমার স্ত্রীর সাথে কয়েকবার সৌদী আরব, কাতার, আরব আমীরাত, কানাডা, আমেরিকায় গিয়েছি। আমাদের এই সফরের দ্বারা আমরা বিরাট পরিবর্তন দেখেছি। এই আধুনিককালের নারীদের মধ্যেও। একেক শহরে ষাট সত্তরজন মেয়েকে তিন চার দিনের মধ্যে গায়ে বোরকা ওঠাতে দেখেছি। দেখেছি তারা অনেকেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। হাজার হাজার ডলারের চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে পড়েছে। আর যারা চাকরিতে রয়েছে তারাও বোরকাসহই রয়েছে। আমেরিকান এই নওমুসলিম মহিলাদের জামাতটি করাচি হয়ে আসছিল। তারা যখন বিমান বন্দরে এসে নামে তখন তাদের পেছনে মুসলমান মেয়েরাও দাঁড়ানো ছিল। এক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা তখন তাদেরকে বোরকা পরিহিত অবস্থায় দেখে বিদ্রুপ করে বলেছিল– তোমাদের পেছনে ....।

যারা দাঁড়ানো তারাও তো মুসলমান মহিলা। পেছনে দাঁড়ানো মেয়েদের গায়ে খুব সংক্ষিপ্ত পোশাকই ছিল। তখন আমেরিকান নওমুসলিম মেয়েরা বলে উঠলো, এরা আমাদের আদর্শ নয়। আমরা এদেরকে দেখে ইসলাম কবুল করিনি। আমাদের আদর্শ হলেন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র বিবিগণ। তারপর তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, আমরা চেহারা তোমাদেরকে দেখাবো না। তোমাদের সঙ্গে নারী কর্মকর্তা আছে। তাদেরকে পাঠাও। কিন্তু নারী কর্মকর্তা তাদের সামনে আসতেই তারা নেকাব ফেলে সাথে সাথে চেহারা ঢেকে ফেলে। তখন বিস্মিত হয়ে সে নারী কর্মকর্তা বলে, আমার সাথে পর্দা করছো কেন? আমি তো তোমাদের মতই মহিলা। নওমুসলিম মেয়েরা তাকে জবাব দেয়- আমাদের ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে, যে নারী বেপর্দায় থাকে তার সাথেও পর্দা করতে হবে। তাই তোমাকে দেখেও আমাদের লজ্জা হচ্ছে। এজন্য আমরা চেহারা ঢেকে ফেলেছি।

প্রিয় বোনেরা আমার,

আজ আমাদের প্রয়োজন পরিপূর্ণরূপে মুসলমান হওয়া। তাছাড়া আমরা যদি আমাদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে চাই তাহলে একমাত্র মায়েরাই পারে সন্তানদেরকে সুন্দর গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তুলতে। মায়েরা চাইলেই পারে কন্যাদেরকে ছোট থেকেই পর্দার অভ্যস্ত

www.BANGLAKITAB.com

করে তুলতে। মায়েরাই পারে ছোট থেকেই সন্তানদেরকে নামাযী করে তুলতে। মায়েরাই পারে তাদের কোমল হৃদয়ে হালাল-হারামের ব্যবধান ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যের বীজ বপন করতে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে এসব ঈমানী গুণে গড়ে তুলতে না পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যত হবে খুবই ভয়াবহ। অন্ধকার হবে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যত। তাই প্রতিটি মায়েরই কর্তব্য হলো গৃহে নিয়মিত সাহাবায়ে কিরামের জীবনী, কবর-হাশর ও আখিরাত বিষয়ক ঘটনাবলী বাচ্চাদেরকে শোনানো এবং সেই আদলে তাদেরকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন।

রাসূলে মাকবূলের পাক শামায়েল

১। বায়হাকী হযরত বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণনা করেন, হযরত (সা.) ছিলেন সৌন্দর্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না বা অতি খাটোও ছিলেন না অর্থাৎ মাধ্যম আকৃতিরছিলেন।

২। ইবনে সাআদ ইসমাঈল ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত (সা.) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেউ যে কোন কষ্ট দিলেও তিনি তা সহ্য করতেন।

৩। ইমাম তিরমিযী হিন্দ ইবনে আবি হালা হতে বর্ণনা করেছেন, চলবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় পায়ে এরূপ ভর রেখে চলতেন, যাতে মনে হত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখতছেন এবং উঠেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাতেন যে, দেখলে মনে হত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হতে নিম্নদিকে নামছেন। পা খুব আজিযির সাথে বাড়াতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখতে হলে পুরোপুরি ঘুরে দেখতেন (অর্থাৎ আড়চোখে চাইতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচু চোখে নজর করতেন (অর্থাৎ বেহায়ার মত চোখ উঠিয়ে দেখতেন না।) কারো সাক্ষাৎ ঘটলে আগেই তিনি সালাম করতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত (সা.) কথা বলবার সময় ধীরে ধীরে বলতেন। যাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। এত অধিক ধীরে বলতেন না, যাতে শ্রবণকারী বিরক্ত হয়ে পড়ে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত (সা.) প্রত্যেক কথাকে তিনবার বলতেন।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, হযরত কথা বলতেন নেহায়েত উত্তম তরিকায়। যেখানে যেভাবে বলতে হয়, সেভাবেই বলতেন। যেখানে বুদ্ধিমান লোক থাকে সেখানে দুইবার বললে বুঝতে পারে। যেখানে হরেক রকম লোক থাকে সেখানে তিনবার বলাই মোনাসেব। যেহেতু কারো বুঝে আসবে একবারে, কারো দুবারে, কারো তিনবারে। যদি কেউ তিনবারেও না বুঝে, তবে তাকে আরও বলা চাই। এক কথায় কারো সাথে কর্কশ বা কটু ব্যবহার করা চাই না। সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল ব্যবহার শিক্ষা দেয়াই ছিল নবীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হওয়া কামালিয়াতের নিশানা এবং এটা একটি মহান দৌলত।

৫। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর কথাবার্তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনাত। যে কেউ শুনে বুঝতে পারত।

৬। বায়হাকি হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন সমস্ত বদ-অভ্যাস হতে মিথ্যাকে হযরত (সা.) অধিক ঘৃণা করতেন এবং মিথ্যাকে তিনি মোটেই সহ্য করতেন না।

৭। বায়হাকি ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আনাস (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, সমস্ত কাপড়ের মধ্যে হযরত (সা.) ইয়ামনি চাদরকে অধিক ভালবাসতেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই চাদর সাদাসিধা এবং কম ময়লা হওয়ার দরুণই হয়তো হযরতের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। সুবহানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দুনিয়াতে নিজকে দু'দিনের মুসাফির মনে করেছেন। তাই তো, দুনিয়ার শান-শওকতের দিকে তাঁর খেয়াল ছিল না, বরং শান-শওকতকে তিনি পছন্দও করেননি। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটাই একমাত্র আদর্শ। জরুরত পরিমাণ পোশাক– অর্থাৎ, ছতর ঢাকার পরিমাণ পোশাক হলে সেদিকে আর খেয়াল না করে পরকালের চিন্তা করা এবং জিনতের দিকে নজর না করাই ওলি- আল্লাহ্গণের আদত।

৮। ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে মাজা হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ঐ ইবাদতকেই বেশী পছন্দ করতেন, যা প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। পক্ষান্তরে যা বেশী ইবাদত অথচ তা নিয়মিত নয়; এরূপ ইবাদতকে তিনি অধিক পছন্দ করতেন না।

৯। ইবনে আব্দুল্লা হাসানর নাগিরাহ্ মোজাহেদ হতে বর্ণনা করেন, হযরতের (সা.) নিকট বকরীর সম্মুখ ভাগের গোশতই বেশী পছন্দনীয় ছিল।

www.BANGLAKITAB.com

১০। হাকেম এবং আরও অনেকে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মিঠা ঠাণ্ডা পানিই হযরত (সা.) অধিক পছন্দ করতেন। আবু নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে দুধই হযরতের (সা.) অধিক প্রিয় ছিল।

১১। ইবনে আছুন্না ও আবু নয়ীম হযরত আয়েশা (রা.) হতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধুর শরবতই হযরত বেশী পছন্দ করতেন।

১২। আবু নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে নকল করেন, হযরতের (সা.) নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালুন (ব্যঞ্জন) ছিরকাহ্।

১৩। ইমাম মোসলেম হযরত আনাস হতে বর্ণনা করেন, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর্ম বেশী নির্গত হত। আযিযি কিতাবে আছে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম জমা করতেন হযরত উম্মে সলীম (রা.) এবং অন্য খোশবুর সাথে মিশিয়ে নিতেন। যেত খোশবুর ঘ্রাণ দ্বিগুণ হয়ে যাত। যেহেতু হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম উৎকৃষ্ট খোশবুর চেয়েও খোশবু দার ছিল।

১৪। ইমাম মোসলেম হযরত জাবের (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, হযরতের দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল। ইবনে আদি হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, ফলের মধ্যে ভিজা খোরমা ও খরবুজা হযরতের নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

১৫। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত আবু আক্কাদ হতে রেওয়ায়েত করেন, হযরত যখন নামাযে ইমামতি করতেন, তখন নামায নেহায়েত মোখ্‌তাছর অর্থাৎ শর্টকাট করে পড়তেন। আর যখন একাকী নামায আদায় করতেন, তখন খুব লম্বা নামায পড়তেন। জামাতে নামায আদায় করবার সময় তিনি মোক্তাদিদের রেআয়েত করে নামাযকে মোখ্‌তাছর করতেন। যেহেতু মোক্তাদিদেরমধ্যে বহু কমজোর বৃদ্ধ, মা'জুর লোকও থাকেন। আর এর চেয়ে বড়ঃ আনন্দের জিনিস আর কি-ইবা হবে। যেহেতু নামাযই স্বীয় মাহবুব খোদার সামনে দাঁড়িয়ে এস্‌তেজা করার প্রকৃষ্ট মওকা।

১৬। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বশির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কারো ঘরে যেতেন, তখন প্রথমেই তিনি দরজার সামনে খাড়া না হয়ে

www.BANGLAKITAB.com

ডানদিকের থামের কাছে দাঁড়িয়ে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেন। (এটাই সুন্নত তরীকা, যেহেতু পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বড়ই সহায়ক। কারো ঘরে প্রবেশ করবার সময় দরজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া উচিত। প্রথমবারের সালামের জবাব না দিলে, দ্বিতীয়বার সালাম বলা কর্তব্য। আর দরজা যদি বন্ধ থাকে, তবে সামনে দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি নাই।

১৭। হযরত ইবনে সা'আদ হযরত ইক্‌রামা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত শরীফ ছিল যে, কোন লোক তাঁর সামনে আসলে তিনি যদি লোকটির হাসিমাখা মুখ দেখতেন, তবে তার হাতখানি স্বীয় হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিতেন। অর্থাৎ, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইতেন যাতে তাঁর সাথে লোকটির মহব্বত পয়দা হয়ে যায়।

১৮। ইবনে মানদাহ্ হযরত উতবা ইব্‌নে আবদ (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, যে ব্যক্তি হযরতের খেদমতে আগমন করতেন, তার নাম যদি ভাল না হত অর্থাৎ হযরতের পছন্দনীয় না হত, তবে তিনি তার নাম বদলে রাখতেন।

১৯। ইমাম আহমদ এবং আরও অনেকের দ্বারা বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কেউ আপন মালের যাকাত নিয়ে হাজির হত (অর্থাৎ যথাস্থানে খরচ করবার জন্য হযরতের খেদমতে পেশ করত) তখন তিনি তার জন্য দুআ করতেন : "আল্লাহ্! অমুকের উপর রহমত নাজিল কর।"

২০। হাকেম (রা.) হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত যখন খুশী হতেন খোশ হালে থাকতেন, তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ আবার যখন না-পাওয়ারী পেশ আসত, তখন বলতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

২১। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে মাজা হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বলেন, জিহাদের গনিমত রূপে হযরতের হিস্‌সায় যখন বাঁদি কিংবা গোলাম আসত, তখন হযরত বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন করতেন যাতে কারো ভাগে বেশ কম হয়ে বিবাদের সৃষ্টি না হয়। (আমাদেরও তাই করা কর্তব্য) কোন জিনিস বন্টন করার সময় কোন নফসানী খাহেশ নিয়ে বেশ কম করে

www.BANGLAKITAB.com

বণ্টন করা উচিত নয়। যেহেতু এতে হক নষ্ট করা হয়। হক নষ্ট করার পরিমাণ বড়ই ভীষণ।

২২। খতিব হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরতের নিকট যখন খানা হাজির করা হত (অন্যান্য লোক যদি হযরতের সাথে মওজুদ হত) তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হতে আহার করতেন। যদি খোরমা হাজির করা হত, তবে তিনি সব দিক হতেই আহার করতেন।

২৩। ইবনে আছুন্না হযরত আনাস (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, হযরতের খেদমতে যদি কোন পাকা ফল হাজির করা হত, তবে তিনি হাতে নিয়ে প্রথমে স্বীয় নয়নযুগলে বুলাতেন, পরে ওষ্ঠ মোবারকে লাগাতেন এবং বলতেন : اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا اٰخِرَهُ

অতঃপর নিকটস্থ শিশুগণকে দিয়ে দিতেন।

২৪। ইবনে আসাকের হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ হতে বলেন, হযরতের খেদমতে যখন কোন খোশবুদার তৈল ইত্যাদির পাত্র হাজির করা হত, তখন হযরত (সা.) তাতে অঙ্গুলি ভিজিয়ে নিতেন এবং যেখানে লাগানোর প্রয়োজন অঙ্গুলি হতে লাগাতেন। [অর্থাৎ এই তরিকায় (নিয়মে) তিনি খোশবু ইস্তেমাল (ব্যবহার) করতেন]।

২৫। হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাথায় তেল লাগাবার সময় বাম হাতে তেল নিয়ে প্রথমে ভ্রূ-যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাতেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হযরত যখন দাড়িতে তেল লাগাতে ইরাদা করতেন, তখন হাতে তেল নিয়ে প্রথমে দুই চোখের উপর তারপরে দাড়িতে লাগাতেন।

২৬। তাবরানী (র.) হযরত উম্মুল মোমেনীন হাফসা (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানায় যাওয়ার সময় আগেই (অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানা করার স্থানে পৌঁছার পূর্বে)। ছতর খুলতেন না। যেহেতু ছতর ঢাকা ফরয; তা বেলা-জরুরত যথাস্থানে খুলিতেন।

২৮। ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, হযরত যখন জুনুবের হালতে ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি ওযু করেনিতেন। আর ঐ অবস্থায়ই যদি কোন কিছু খাওয়ার ইরাদা করতেন, তবে উভয় হাত কব্জা পর্যন্ত ধুয়ে নিতেন। হায়েয নেফাস হতে পাক হওয়ার পর নারীদের জন্য এটাই সুন্নত।

www.BANGLAKITAB.com

২৯। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ইয়াজীদ (রা.) হতে বলেন; রাসূলুল্লাহ্ (সা.) লস্করদিগকে রোখছত করবার সময় এই দু'আ পড়তেন–

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتِكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ

(কাকেও রোখছত করবার সময় এই দু'আ পড়া উত্তম)।

৩০। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, হযরত (সা.) নয়া কাপড় সাধারণত ঃ জুমু'আর দিন হতে ব্যবহার শুরু করতেন।

৩১। হাকিম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে কাআব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মেসওয়াক করা শেষ করে তা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করতেন। আর পানি পান শেষ করে অতিরিক্ত পানি ডান পার্শ্বের লোককে প্রদান করতেন। এই দু'বস্তু প্রদান করা হযরতের ছাখাওয়াতি এবং সাধারণকে বরকত পৌঁছানো। হযরতের ইরাদাও এটাই ছিল।

৩২। ইবনেসসিনি এবং তাবরানী হযরত ওসমান ইবনে- আবুল আছ (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, যখন উত্তরী হাওয়া (অর্থাৎ ঝড়-তুফান) প্রবাহিত হত, তখন হযরত সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দু'আ পড়তেন: اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَرْسَلْتَ فِيْهَا এর অর্থ –ইয়া আল্লাহ্! আমি এর (হাওয়া ঝড়ের) খারাবী হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি - যে খারাবী আপনি এর সাথে পাঠিয়েছেন।

৩৩। ইমাম আহমদ এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, হযরত যদি স্বীয় পরিবারবর্গের কারো সম্বন্ধে জানতেন যে, সে মিথ্যা কথা বলেছে, তবে তার সাথে কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করতেন। তার প্রতি পুরো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। পুনরায় যখন সে তাওবা করে তিনি তখন তার সাথে পূর্ববৎ ব্যবহার করতেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। প্রত্যেক গোনাহ্গারের সাথে হযরত (সা.) এরূপ ব্যবহার করতেন।

৩৪। সিরাযী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন চিন্তিত হতেন, তখন দাড়ি মোবারক হাতে ধরে তার প্রতি নজর করতেন।

৩৫। ইবনেস্সিনি এবং নয়ীম হযরত আয়েশা (রা.) হতে এবং আবু নয়ীম আবু হুরায়রা (রা.) হতে নকল করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হলে দাড়ি মোবারক বার বার হাতে স্পর্শ করতে থাকতেন।

www.BANGLAKITAB.com

৩৬। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগাবার সময় তিন তিন বার লাগাতেন।

৩৭। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোসলেম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন, খানা খাওয়ার পর হযরত যে তিন অঙ্গুলির দ্বারা আহার করতেন, তা খুব ভালভাবে চেটে খেতেন যাতে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের অপব্যবহার না হয়।

৩৮। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে বলেন, হযরতের নিকট যখন কোন মুশকিল সমস্যা দেখা দিত, তখন মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠাতেন এবং পড়তেন- سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

৩৯। ইমাম আবু দাউদ এবং ইবনে মাজা হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদের কাকেও কোন কাজে পাঠাতেন, তখন নছীহত করতেন - সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলবে, কাউকে ঘৃণা করবে না, শরীআতের হুকুমের পাবন্দ থাকবে, সকলের উপর এহ্সান করবে, কখনও জুলুম করবে না।

৪০। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী হযরত সখর ইবনে ওদায়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত (সা.) কোথাও লস্কর পাঠাতে হলে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। যেহেতু দিনের প্রথম ভাগ বিশেষ বরকতের।

৪১। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বলেন, হযরত (সা.) কাকেও নছীহত করবার সময় এরূপ বলতেন না যে, তুমি কেন এমন খারাপ বল বা এমন খারাপ কাজ কর? বরং এরূপ বলতেন- মানুষের কী হাল হয়ে গেল যে, তারা এরূপ খারাপ বলা ও করা শুরু করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ্! হযরত (সা.) প্রত্যেকটি কার্যই সুবুদ্ধির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতেন। এই তরীকায় নছীহত করাতে দুইটি ফায়েদা আছে, প্রথমতঃ যাকে নছীহত করা হয় সে মনে কোন কষ্ট পায় না; বিরক্ত হয় না। নছীহতকারীর প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধা অটল থাকে। দ্বিতীয়তঃ সে নছীহত কবুল করে দুরস্ত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহসমূহ

আমার ভাই ও বোনেরা! সমস্ত মাখলুককে মহান আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এই যে আমি মানুষ, আপনি মানুষ, আচ্ছা বলুন তো এই মানুষ হওয়ার জন্য আমাকে-আপনাকে কতটুকু শ্রম বা শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে? নারী-পুরুষকে কোন ইলেকশনটায় লড়াই করতে হয়েছে এই

www.BANGLAKITAB.com

জ্ঞান লাভ করার জন্য? পাশের এই ড্রেনের মধ্যে কতো পোকা কিলবিল করছে, সেই একটা পোকা আমিও হতে পারতাম, আপনিও হতে পারতেন। হতে পারতাম, এটা একটা সম্ভাবনার কথা, কিন্তু এই সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি। যদিও আমরা মানুষের আকৃতি লাভ করেছি, এখনো কিন্তু আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে আমাদেরকে অন্য যে কোন মাখলুকে রূপান্তরিত করতে পারেন, তিনি করেও দেখিয়েছেন। দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে এক কওমকে বানরে পরিণত করেছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা কোরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন, "আর আমি তোমাদেরকে এমন অবস্থায় রূপান্তর করতে পারি, যা তোমরা জান না।" এই আয়াতে বড় ধমকী রয়েছে।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে উলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা সুরত বিগড়ে দিতে পারেন। বানর বানাতে পারেন, সাপ বিচ্ছু বানাতে পারেন, কুকুর-শুকর সবই বানাতে পারেন। তিনি বড় বাদশাহ, সবই তার মাখলুক। একটা পাতা আছে, তাতে এতো সুঘ্রাণ যে, ঘরে থাকলে সারা ঘর সুবাসিত হয়ে যায়। আবার এমন একটা গাছ আছে যার পাশ দিয়ে গেলে সমস্ত শরীর কাটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আরেকটা গাছ আছে এমন যে, যার নীচে গেলে মাথার টুকরী ফুলে-ফলে ভরে যাবে। তো আল্লাহ্ তাআলা কতো গাছকে কতো রকম করে সৃষ্টি করেছেন।

বরই গাছ কাটায় ভরা,
আমলকী গাছ ফলে ভরা,
গোলাপের আছে সুন্দর রং আর মন মাতানো খুশবু,
চামেলীতে আছে সাদা পেইন্ট আর কলি-কলিতে খুশবু ভরা
আপেল সুন্দর রং দিয়ে ডালে-ডালে ঝুলানো।
লতাপাতার মধ্য থোকায় থোকায় আঙ্গুর
পাহাড়ের মাথায় সাদা বরফের চাদর
আর জমীনে সবুজের গালিচা।
এসব কিছুই মহান আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের অনুপম নিদর্শন।

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ

প্রতিদিনই তার এক এক শান, ব্যতিক্রমী শান। তার খালেক হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

সিফাতে যখন দৃষ্টি পড়ে তখন আকল হয়রান, পেরেশান হয়ে যায়। কেমন কেমন রং, কত কত দৃশ্য, নানা আজীব আজীব নমুনা। আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে আমাদেরকে পৃথিবীতে দু-চার দিন রাখতে পারতেন, টেকসিলার মতো একটা স্টেশন তৈরি করে দিতেন, কিছু এদিক কিছু ওদিক বসত, একজন আসত, একজন যেত। কিন্তু সেই অস্থায়ী ঠিকানাকে কতো নানা রঙে ভরে দিয়েছেন তিনি।

সমুদ্রের আলাদা সৌন্দর্য্য, সন্ধ্যায় সেখানে অস্ত যাওয়া সূর্যের দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আবার উঁচু পাহাড়ের চূড়া ভেদ করে যখন সূর্যের প্রথম আলোকচ্ছটা এ পৃথিবীতে এসে পড়ে তখন তার দৃশ্য ভিন্ন রকম।

আবার দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির বুকে উদিত ও অস্তমিত সূর্যের দৃশ্য আরেক রকম।

চারণ ভূমিতে চরে বেড়ানো গরু ছাগলের পাল,
সন্ধ্যা বেলায় নীড়ে ফিরে আসা পাখির ঝাঁক
সকাল বেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়া কাক-শালিকের ঝাঁক
কোকিলের কুহু কুহু তান
বুলবুলির মিষ্টি সুমধুর সুর
ময়ূরের কারুকার্যখচিত পেখম মেলার দৃশ্য
প্রতিটি পেখমের অপূর্ব কারুকাজ আর বাহারী আন্দাজে নৃত্য
হরিণের দল বেঁধে ছুটে চলা
বনভূমিতে সিংহের বজ্র হুংকার
বাঘের গুরু গম্ভীর হাঁক-ডাক
সর্পের কুণ্ডুলী পাকানো আর ফণা তোলা

এসবই তো আল্লাহ্ তাআলার অপূর্ব কুদরতের নমুনা। এসব দেখে মানুষ হয়রান হয়ে যায়। গরু-ছাগল, উট, মহিষ সবুজ ঘাস খায় আর দুধ হয় সাদা, রক্ত হয় লাল। শুকনা খটখটে জমীন, বৃষ্টির ছোঁয়ায় অল্পদিনেই সবুজ শ্যামল, কোথাও ফুলের মেলা, কোথাও শস্যের মেলা আবার কোথাও সারি সারি বাগান। গাছ-গাছালীর হাতছানি, সেখান থেকে বের হওয়া নির্মল হাওয়া, সাথে ফুলের সুবাস, হাস্নাহেনার মত মাতানো ঘ্রাণ, মনে হয় যেন কোন সুদূরে ভেসে যাচ্ছি।

www.BANGLAKITAB.com

বরফে বরফে ঢাকা এই পর্বতশৃঙ্গ
মেঘমালা হতে ঝরে পড়া এই বৃষ্টি
মণকে মণ পানি নিয়ে ভেসে বেড়ানো এই মেঘমালা।
প্রবাহমান এই নদ-নদী
পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণাধারা
হিমালয় হতে নেমে আসা বরফ খণ্ড

নায়গ্রার জলপ্রপাত, শো শো গতি বেগে যার পানি নেমে আসছে, সাদা ফেনার খেলা চলছে সেথায় অহরহ। পানির মাঝে হেসে খেলে বেড়ানো সোনালী-রূপালী মাছের ঝাঁক, এমন সুন্দর মাছ যা দেখে মানুষ অবাক হতবাক। সবই তো আল্লাহ পাকের কুদরতের বিচিত্র নমুনা।

পাহাড়ের সর্পিল রাস্তা
কখনো বা উপরে উঠে যাচ্ছে
আবার কখনো বা নীচে নেমে আসছে
নীচে গভীর খাদ

জমির আইল বেয়ে নেমে চলা পশুর পাল, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলছেন

سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

একটু চক্কর লাগিয়ে দেখ তো আমার জমীনে, একটু ভ্রমণ কর। কী কী নিদর্শন ছড়িয়ে রেখেছি আমি এর পরতে পরতে। চারদিনের এই পৃথিবী-আগমনকারীদের জন্য এক মেহমানখানা। কিন্তু সেই মেহমানখানা এমনভাবে সাজানো গোছানো যে, সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। তাহলে সেই ঘর যেখানে আল্লাহর কুদরত বিরাজমান, প্রতিদিন পাঁচ বার যাকে সজ্জিত করা হয়, না কোন ইট না কোন পাথর, সেই ঘরের কী অবস্থা হবে!

মুতাসিম বিল্লাহর স্ত্রী'র আল্লাহর ভয়

خَاشِعَاتٌ-আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করনেওয়ালা। খুশু বলা হয় মানুষের অন্তরের অবস্থাকে, অন্তর মহান আল্লাহর প্রেমে এমনই ভরপুর থাকবে যে, তার নাফরমানী করতে ভয় পাবে। এমন যেন না হয় যে, অন্তরে খুশু নেই, আল্লাহর ভয় নেই। বরং মহিলা পুরুষ যেই হোক তার

www.BANGLAKITAB.com

অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকবে। রাতের অন্ধকারেও আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। দিনের আলোতেও আল্লাহর নাফরমানী করতে বান্দা সাহস পাবে না।

হালাকু খান যখন বাগদাদ নগরী জয় করল তখন সর্বশেষ আব্বাসী খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহকে হত্যা করে তার স্ত্রীকে নিজের অধীনে নিয়ে নেয়। এ অবস্থায় খলীফার স্ত্রী চিন্তা করলেন এর হাতে পড়া মানে নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব এক পাষণ্ডের হাতে জলাঞ্জলী দেয়া। তাই তিনি একটা বুদ্ধি বের করলেন এবং বাঁদীকে ডেকে কানে কানে একটা কথা বললেন। তারা দু'জন একত্রে হালাকু খানের কাছে এগিয়ে গেল। বাঁদী বলল, জাঁহাপনা! আব্বাসী খান্দানের মহিলাদের ব্যাপারে পূর্ব থেকে কিন্তু একটা বিষয় প্রচলিত আছে। তা হল, তরবারী তাদের মধ্যে কোন আছর করে না, তরবারীর আঘাত তাদের শরীরে লাগে না। হালাকু খান বলল, এটা আবার কেমন কথা? বাঁদি বলল, বিশ্বাস না হয় দেখুন। আমি আপনাকে পরীক্ষা করে দেখাই। হালাকু খান বলল, দেখাও তাহলে বাঁদী তরবারী তুলে মারল বেগমের মাথায়। সাথে সাথে বেগমের শরীর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এমনই ভয় আল্লাহর। যার জন্য নিজের ইজ্জত বাঁচাতে জন্য নিজের জীবন দিয়ে দিলেন। হালাকু খান বুঝতে পারলো তার সাথে ধোঁকাবাজি করা হয়েছে। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়া হয়েছে। তাই সে বাঁদীকে কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। এমনই অত্যাচার করা হল যা দেখলে বা শুনলে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহভীরু মহিলা জীবন দিয়ে নিজের ইজ্জতের হেফাজত করে গেলেন।

উম্মতে মুহাম্মাদীর দায়িত্ব ও পুরস্কার

মহান আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে তাবলীগে দ্বীনের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। এটা হচ্ছে দাওয়াতের মেহনতের কাজ, আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানকে বুকে পাথর বেঁধে এই মেহনতের জন্য তৈরি হবে। নিজে স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হবে, এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করে দেয়া সহজ কথা নয়। নিঃসন্দেহে এই কাজে মহিলাদর আত্মত্যাগ অনেক বেশি। কেননা পুরুষ বাইরে চলে গেলে তাদেরকে ঘরে থাকতে হয়। পুরুষ বাইরে যায়, বাইরের লোকদের সাথে

www.BANGLAKITAB.com

মেলামেশা করে, কখনও একাকীত্ব অনুভব করলে অন্যদের সাথে আড্ডা দিয়ে মনকে ভোলাতে পারে, সময় কাটাতে পারে। কিন্তু নারীরা সবসময় একা একা ঘরে থাকে। রাত দিন পেরেশানীর মধ্য দিয়ে তাদের সময় কাটে।

এই জন্য যেসব মহিলাদের স্বামীরা তাবলীগের কাজে বের হয় যেসব মহিলারা স্বামীদের আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে যাও, সাজগোজ করে তাদের জন্য অপেক্ষা কর। জান্নাতের দরজায় তোমরা নিজ নিজ স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তো বোনেরা আমার! প্রথমে আপনারা বেহেশতে প্রবেশ করবেন, এরপর আপনাদের স্বামীরা প্রবেশ করবে। একটা উপমা দিলে বিষয়টি আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। একজন মানুষ একটা ছোট দোকান চালায়, আরেকজন বড় একটা কারখানা চালায়। ছোট দোকানে লাভ কম আর কারখানায় লাভ বেশি। ঘরে বসে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করা, নামায আদায় করা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া হচ্ছে কারখানা চালানোর মতো। দ্বীনের জন্য যারা মেহনত করে আল্লাহ্ তাদেরকে বেহিসাব নেয়ামত দান করেন। পুরুষদের আগেই মহিলাদেরকে বেহেশতে পৌঁছে দেয়া হবে। তারা জান্নাতী পোশাক পরিধান করবে। আর জান্নাতের হুরেরা তাদের খাদেম হিসাবে কাপড় পরিয়ে দেবে। জান্নাতী মহিলারা লম্বা চওড়া লেহেঙ্গা পরিধান করবে। আর হুরেরা তাদের অনুসরণ করবে। বেহেশতী মহিলাদের মাথায় চুল তাদের পায়ের গোড়ালী ছাড়িয়ে যাবে। আর হুরের সেই চুল উঠিয়ে পিছনে পিছনে চলতে থাকবে। বেহেশতী মহিলাদের সেই চুলের একগাছি যদি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তার আলোকচ্ছটায় সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে। তার খুশবু এমন হবে যে, সারা পৃথিবী তাতে মোহিত হয়ে যাবে। সিঁথি থেকে এমন নূর প্রবাহিত হবে, যার সামনে চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ্র তাআলা বলবেন, যাও, আজ থেকে তোমাদের আর কারো বিচ্ছেদ হবে না।

আমার মা ও বোনেরা! এই পৃথিবী হচ্ছে বিচ্ছেদের ঘর। পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী উপলক্ষে সন্তানরা পিতা-মাতার নিকট হতে অনেক দূরে চলে যায়। অনেক পিতা-মাতাকে দেখা যায় যে, তারা একা ও

www.BANGLAKITAB.com

নিঃসঙ্গ। তাদের সন্তান অনেক দূরে অবস্থান করছে। মেয়েদের দূরে বিয়ে দেয়ার পরে পিতা-মাতা সন্তানের জন্য চোখের পানি ফেলে। কারো বিয়ে হয় পাকিস্তানে, কারো ভারতে। এক মেয়ে হয়তো থাকে লাহোরে আরেকজন থাকে ফয়সালাবাদে। তাবলীগের কাজে এসে তাদের দেখা সাক্ষাত হয়। পিতা-মাতা দুঃখ করে বলে, আমরা নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। এসব কথা ভেবে আমার নিজেরও কিন্তু মাঝে মাঝে কান্না আসে। এসব পিতা-মাতাকে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে চাই 'এই বিচ্ছেদ তো অল্প কিছুদিনের জন্য ভাই। এরপর আল্লাহ্ পাক আবার একত্রিত করবেন। তারপরে আর কখনো বিচ্ছেদ ঘটবে না। পিতা-মাতার মৃত্যু হয়ে গেছে। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব তাদেরকে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথায় চলে গেছেন? উত্তরে তারা বলল, আমরা জান্নাতের সিংহাসনে রয়েছি। মুখোমুখি অবস্থান আমাদের। বন্ধুরা বলল, আপনারা তো আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। তারা বলল, না তো, আমরা তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাইনি। অতি শীঘ্রই আমরা আবার মিলিত হব। একত্র হওয়ার জন্য আল্লাহ্ একদিন জান্নাতকে নির্ধারণ করেছেন, আমরা সকলেই সেখানে একত্রিত হব। দুনিয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, চাকরী-বাকরীর জন্য বিচ্ছেদ ঘটে, এ জগতের জন্য এই বিচ্ছেদকে মেনে নিতে পারলে দ্বীনের জন্য বিচ্ছেদকে মেনে নিতে অসুবিধাটা কোথায়?

মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আমার বোনেরা! তাবলীগে জান-মাল ব্যয় করার সময় এখনই। অথচ আমরা তা ভুলে গেছি। নারীরা বলে যাওয়ার দরকার নেই। পুরুষরা তাদের কথায় সায় দিয়ে বলে, ঠিক আছে, যাব না। আশ্চর্যের বিষয় হল, যে কাজের জন্য আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হল, সেই কাজকে আমরা পিছনে ঠেলে দিয়েছি। স্ত্রীরা তো স্বামীদেরকে একথা বলে না যে, দোকানে যাওয়ার দরকার নেই, কারখানায় যাওয়ার দরকার নেই। বরং বলে, দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি যাও। আর স্বামীও তাড়াহুড়া করে কাজের জন্য বেরিয়ে যায়। আর দ্বীনের ব্যাপারে আসলে বিভিন্ন বাহানা তালাশ করতে থাকে। এই জন্য হিম্মত বানাতে হবে। মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে।

আমাদের কারণে আপনাদেরক পরিবার তাবলীগের কাজে জড়িত হয়েছে। একথা ভেবে খুব আনন্দ লাগছে আমার যে, আল্লাহ্ তাআলা

www.BANGLAKITAB.com

পুরুষদের চেয়ে আপনাদের মধ্যে দ্বীনের জযবা বেশী রেখেছেন। আপনারা আপনাদের স্বামী-সন্তানকে তাকীদ দিয়ে তাবলীগে পাঠাতে থাকুন। তাদেরকে অনুপ্রাণিত করুন। তাদেরকে বলুন, আপনারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যান, আর আমরা ধৈর্য্যধারণ করব। একাধারে চল্লিশ বছর একত্রে ঘর-সংসার করেছেন, একই দস্তরখানে খানা খেয়েছেন। এখন একটু কুরবানী করতে হবে। জান্নাতে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে ৭০ বছর পর্যন্ত দেখতে থাকবে। এ দুনিয়ার জীবনে বার্ধক্য আসে, রক্ত শীতল হয়ে যায়, ঝগড়া আর মনোমালিন্য ছাড়া তখন অন্য কোন কাজ থাকে না। কিন্তু জান্নাতে একে অন্যকে দেখার পর আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। উভয়ের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পাবে।

আমার বোনেরা! আপনারা নিজ নিজ স্বামীদেরকে চার মাসের জন্য বের করে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহর কসম, কিয়ামতের ময়দানে হযরত ফাতেমা, বিবি খাদিজা, আর হযরত আয়েশার মত মহিয়সী নারীদের সঙ্গে আপনার হাশর হবে। এই মর্যাদা অনেক বড় মর্যাদা। অনেক বড় সম্মান। আপনাদের সন্তানদের হাশর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবাদের সাথে হবে। এটা কোন মামুলী কথা নয়। তাবলীগে দ্বীনের কাজ করুন, এটা কোন সাধারণ কাজ নয়। তাই আপনারা স্বামীদেরকে বুঝিয়ে চার মাসের জন্য পাঠিয়ে দিন আর নিজেরা ঘরে থেকে নামাযের পাবন্দী করুন। পর্দার সাথে থাকতে অভ্যস্থ হোন, অনর্থক কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকুন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকবেন না। তাহলে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা সহজ হবে।

ইশরাকের নামায আদায় করা সহজ হবে। বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে আজকাল মানুষ রাত ১২/১টার সময় ঘুমাতে যায়, আর সকাল ৯/১০ টায় ঘুম হতে ওঠে। সকাল ১০ টায় নাশতা খায়, আর দুপুরের খাবার খায় বেলা ৪ টায়। এরকম অভ্যাস গড়ে তোলায় আপনাদের সন্তানরা অসুস্থ হয়ে পড়বে, স্বভাববিরুদ্ধ এরকম অভ্যাস আপনার শরীর নষ্ট করবে। কাজেই স্বামীদেরকে বোঝান তারা যেন নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দারূপে গড়ে তোলেন, আর আপনাদেরকে যেন আল্লাহর দাসীরূপে গড়ে তোলেন।

www.BANGLAKITAB.com

রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যান, শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হবে। ইশরাক আদায়ের পর নাশতা করবেন। জোহরের নামাযের পর খানা খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করবেন। এটা সুন্নত, এই সুন্নতের উপর আমল না করে সকালে ঘুমিয়ে আমরা ফজরের নামায বরবাদ করছি। রাতে দেরী করে ঘুমালে ফজরের নামায কাজা তো হবেই। ফজরের নামাযে দাঁড়ানোর পরে কখনো রুকুতে, কখনো সেজদায়, কখনো তাশাহহুদের মধ্যে ঘুমে দুচোখ জড়িয়ে আসে। সময় মতো সালামও ফেরানো যায় না। তাহলে এই নামাযের কী মূল্য আছে বলুন। তাড়াতাড়ি ঘুমানোর অভ্যাস জীবন বরকতময় হবে। জোহরের পর কিছুক্ষণ ঘুমানো যেতে পারে। আসর পর্যন্ত ঘুমান। রাতে আবার তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। এশার নামাযের পর জেগে থাকার দরকার নেই। বাচ্চাদেরকেও এভাবে অভ্যস্ত করুন। তাদের আখেরাত বরবাদ করবেন না। ঘরে তাবলীগের চর্চা করুন।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাড়াতাড়ি ঘুমানোর মধ্যে আমার উম্মতের জন্য কল্যাণ ও বরকত রাখা হয়েছে। আপনারা নিজেদেরকে আল্লাহর যিকির ও তাসবীহতে নিয়োজিত রাখুন।

মানুষের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু নেক আমলের সৌন্দর্য কখনো বিনষ্ট হয় না। স্বামীদের মনোবল বৃদ্ধি করুন আর তাদেরকে আল্লাহর পথে বের হতে উদ্বুদ্ধ করুন। আনসারী নারীদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ্ তাদের উপর রহম করুন, তারা কত কষ্ট করেছে। স্বামীদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দিয়েছে আর সন্তান লালন-পালন করেছে। বৈধব্যের শোক সহ্য করেছে আবার মুহাজিরীনদের সেবাও করেছে। আল্লাহ্ তাদের কল্যাণ দান করুন, বরকত দান করুন।

এই পৃথিবীটা একটা জেলখানা

পৃথিবীটা হচ্ছে বন্দীশালা, কয়েদখানা। সাধারণ কোন জায়গা নয় যে, দুই-চারটি থাপ্পড় দিয়ে পরে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এতোটা সহজ নয়। যদি কেউ পাকড়াও হয় তাহলে ভালো রকম পাকড়াও হবে। তো যাই হোক হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ পাকের নিকট এসে আরয করবেন, সে লোককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আল্লাহ্ পাক

www.BANGLAKITAB.com

বলে দেবেন জাহান্নামের অমুক পাথরের নীচে চাপা পড়ে আছে। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে সেই পাথর সরিয়ে দেখবেন সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে ঐ ব্যক্তির পড়ে আছে। দোযখের সাপ যদি একবার দংশন করে তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ছটফট করতে থাকবে। সেখান থেকে তাকে ঝটকা দিয়ে বের করে আনবেন। অতঃপর তাকে নহরে হায়াতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে তার চেহারা-সুরত সব বদলে যাবে।

পুলসিরাত শুধু মাত্র মুসলমানদের জন্য স্থাপন করা হবে। যারা গোনাহগার মুসলমান তারা কেটে কেটে জাহান্নামের মধ্যে পড়ে যাবে আর যারা কাফের তাদেরকে পুলসিরাত উঠতে হবে না, তাদেরকে তো ডাইরেক্ট জাহান্নামের গেটে হাজির করা হবে। এরপর অন্ধ আর বোবা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুলসিরাত শুধু মুসলমানের জন্য। সেখান দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করানো হবে যাতে তাদের ঈমানের পরীক্ষা এখানে হয়ে যায়। কোন কোন মুসলমানের অবস্থা এমনও হবে যারা পুলসিরাতের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় জাহান্নাম তাকে ডেকে বলতে থাকবে আরে আল্লাহর বান্দা, জলদি জলদি পার হয়ে যাও। তোমার ঈমান তো আমাকে প্রায় ঠাণ্ডা করে দিল। আর কেউ কেউ এমন পার হবে যে, তার দুই দিক থেকে বড় বড় বড়শীর মতো বেরিয়ে আসবে, তাতে তার শরীর আটকে যেতে থাকবে, কখনও পড়বে আবার কখনো উঠবে এভাবে সে পার হতে থাকবে। সে আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করতে থাকবে যে, হে আল্লাহ। আমাকে পার করে দাও। আমাকে পার করে দাও। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, একটা ওয়াদা কর তাহলে আসানীর সাথে পার হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি বলবে কি ওয়াদা? আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তুমি যদি তোমার সব গোনাহের কথা স্বীকার কর তাহলে তোমাকে পার করে দেয়া হবে। সে বলবে আগে পার করে দাও তাহলে সব বিষয় স্বীকার করব। আল্লাহ্ তাআলা তাকে পুলসিরাত পার করিয়ে দেবেন।

সে ওপারে যেয়ে জান্নাতের মনোরম দৃশ্য দেখতে পাবে। আবার পিছনে জাহান্নামের দাউ দাউ আগুনও জ্বলতে দেখবে। মহান আল্লাহ্ পাক বলবেন, এবার বল, কী কী করেছিলে? সে চিন্তা করবে যদি স্বীকার করি

www.BANGLAKITAB.com

তাহলে না জানি আবার জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হয় কি না, তাই সে ব্যক্তি সব কিছু অস্বীকার করে বসবে। অর্থাৎ শেষ বেলায়ও ধোঁকাবাজী। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হাজির করব? লোকটি ডানে বামে তাকিয়ে দেখবে জান্নাতীরা জান্নাতে, জাহান্নামীরা জাহান্নামে। আশে-পাশে দূর-দূরান্তে কেউ কোথাও নেই। তখন ঐ ব্যক্তি ভাববে আমার বিরুদ্ধে কে আর সাক্ষ্য দিতে আসবে। তাই বলবে হ্যাঁ সাক্ষী নিয়ে আসুন। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা তার মুখে মোহর মেরে দেবেন। তখন সে দেখবে তার হাত পা শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আজ তার দুশমন। সে ভয়ে কাপতে থাকবে আল্লাহ্ তাআলা তার এই অসহায়ত্ব দেখে তাকে মাফ করে দেনে আর বলবেন যাও জান্নাতে চলে যাও। যখন লোকটি জান্নাতের দিকে রওয়ানা হবে তখন আল্লাহ্ পাক তাকে এমন জান্নাত দেখাবেন, যা পূর্বে থেকেই ভরপুর। সেখানে কোন জায়গা খালি নেই।

লোকটি ফিরে এসে বলবে, ইয়া আল্লাহ! সেখানে তো কোন জায়গা খালি নেই। আল্লাহ্ পাক বলবেন, যাও তোমাকে দুনিয়ার দশ গুণ বড় বেহেশত দান করলাম। সে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার সাথে মজা করছেন, অথচ আপনি তো রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন মজা নয় আমি সব কিছুর উপর কুদরতওয়ালা, তোমাকে দুনিয়ার দশ গুণ জান্নাত দিতেও আমি সক্ষম, যাও আমি তোমাকে তাই দিলাম। সুবহানাল্লাহ, ঈমান কত বড় দৌলত, যা মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দান করেছেন। ফরজ নামাজের একটি মাত্র সিজদা আসমান জমীনের চাইতেও বেশি মূল্যবান।

বেহেশতের হুরদের বৈশিষ্ট্য

জান্নাতে যে হুর থাকবে তারা কিন্তু মাটির তৈরি নয়, বরং মেশক আম্বর, জাফরান ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। মহান আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এত সুন্দর বানিয়েছেন যে, তারা যদি তাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সূর্যের সামনে উঁচু করে তাহলে সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে। আর সমুদ্রে থু থু নিক্ষেপ করলে সব লবণাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানদার জান্নাতী মহিলারা সেই হুরের তুলনায় সত্তর হাজার গুণ বেশী সুন্দরী হবে। যেসব মহিলা দুনিয়াতে বদসুরত ছিল তারাও এরকম হয়ে যাবে। জান্নাতী হাবশী মহিলা তারা আরো সুন্দর হয়ে যাবে। দুনিয়াতে যেহেতু তারা এই নেয়ামত থেকে

www.BANGLAKITAB.com

বঞ্চিত ছিল তাই মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদের সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দেবেন। আপনি যদি হাজার মাইল দূরে দাঁড়ানো থাকেন আর হাবশী নারী বা পুরুষ সেখান দিয়ে অতিক্রম করে তাহলে ঐ হাজার মাইল দূরে থেকেও আপনি তাদের চমক দেখতে পাবেন। এতোটাই বৃদ্ধি পাবে তাদের সৌন্দর্য্য।

কী বলেছেন আল্লাহ্ তাআলা? ইসলামের উপর আস। ঈমানের উপর আস, সত্যবাদিতা অবলম্বন কর, সবর কর, রোযা রাখ, আর নিজের সতীত্বের হেফাজত কর। দানশীলা হও, বিনয়ী হও, আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহর যিকির দ্বারা তরুতাজা রাখ। এরপরে দেখ কী পুরস্কার আমি রেখেছি তোমাদের জন্য?

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর দানশীলতা

একদিনের ঘটনা, উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) রোযা রেখেছেন, তার নিকট এক লক্ষ দিরহাম হাদিয়া এলো। আজকের হিসাবে ২০/৩০ লক্ষ টাকা। দিরহামগুলো তিনি একটি থাঞ্চার মধ্যে রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন আর দাসীকে বললেন, মদীনার ফকীরদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও। সংবাদ পেয়ে দলে দলে ফকীর এল, আর তিনি মুঠ ভরে ভরে দিরহাম তাদেরকে দিতে থাকলেন। ফকীর আসছে, তিনি দিয়ে যাচ্ছেন, অথচ তাঁর ঘরে একটা দানাও নেই। আসর পর্যন্ত সব দিরহাম শেষ হয়ে গেল। দাসী বলল, আম্মাজান নিজের জন্য কমপক্ষে একটা দিরহাম রাখতেন, আমি আপনার জন্য ইফতারীর ব্যবস্থা করতে পারতাম। বললেন, আরে তুমি আগে কেন বললে না। আগে বললে তো কিছু রেখে দিতাম। নিজের ঘরে অনাহার অথচ নিজেরই তা খবর নেই। এমনও কোন মহিলা হয়?

সাহাবায়ে কেরামের জান-মালের কুরবানী

আমার বোনেরা! সাহাবায়ে কেরাম এ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়েছিল। এরপরেও তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। তাদের দাফন করা হয়েছে পাহাড়ের উপরে, মরুপ্রান্তের জঙ্গলে। আমাদের এক জামাআত গিয়েছিল জর্দানে। সেখানের অবস্থানকালে স্থানীয় লোকেরা আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের কবর যিয়ারতের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত মাআজ ইবনে জাবাল

www.BANGLAKITAB.com

(রা.)-এর কবর পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। আব্দুর রহমান ইবনে মাআয এবং মাআয ছিলেন পিতাপুত্র। তারা দুইজনেই আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছেন। দু'জনের কবরই আমরা দেখেছি।

একটি টিলার উপরে রয়েছে ইবনে আজোয়ার কবর। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহর কবর দেখেছি রাস্তার পাশে। নবীজির জীবদ্দশায় মুতা নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসে তা জঙ্গে মুতা নামে খ্যাত। সেখানে তিনজন সেনাপতি একের পর এক শহীদ হয়েছিলেন। তারা হলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, হযরত জাফর তায়্যার এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)। তিনজনের কবরই সেখানে অবস্থিত। আমরা হযরত জাফরের কবরের পাশে গেলাম। আমাদের সাথীরা সকলে আকুল হয়ে কাঁদছিল। হযরত জাফরের যুদ্ধের সেই দৃশ্য কেমন যেন আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। হযরত জাফরের স্ত্রী ছিলেন যুবতী, ছোট ছোট চারটি সন্তান ছিল। আল্লাহর পথে বের হয়ে জিহাদের ঝান্ডা হাতে নেয়ার পরে শয়তান এসে বলল, তোমার চারটি সন্তান রয়েছে, তোমার স্ত্রীও যুবতী, তুমি শহীদ হয়ে গেলে তাদের কী হবে? হযরত জাফর বললেন, এখন আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয়ার সময় এসেছে। আমি জান্নাত পেতে চাই।

এই কথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন, প্রথমে তার একটি হাত কাটা গেল, অতঃপর দ্বিতীয় হাতও কাটা গেল। দুই হাত কেটে যাওয়ার পরে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে সরাসরি এই দৃশ্য অবলোকন করছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামের সামনে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা দিচ্ছিলেন হযরত জাফরের শাহাদাতের পরে তিনি বললেন–এই মাত্র জাফর শহীদ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাফরের বাড়িতে গেলেন তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। তখন হযরত জাফরের স্ত্রী চার বাচ্চাকে গোসল করিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে রুটি তৈরি করতে বসেছিলেন। নবীজি এমন সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত জাফরের স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের জন্য আমি কোন ভালো খবর আনতে পারিনি। এই কথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। হযরত জাফরের স্ত্রী সব বুঝতে পারলেন, তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে

www.BANGLAKITAB.com

পড়লেন।

হযরত জাফর (রা.) যুবতী স্ত্রী আর চার চারটি শিশু সন্তান রেখে পাহাড়ের উপর কবরের মাটিতে একাকী শুয়ে আছেন। আজ হতে ১৪০০ বছর পূর্বে এই কবর তৈরি হয়েছে, সেখানে কোন মানুষের যাতায়াত নেই। আমরা তার কবরের নিকট গেলাম। একটি হাদীস সেখানে লেখা আছে। সাথীদেরকে আমি হাদীসটি তরজমা করে শোনালাম। আমাদের জামাআতের সাথীরা সকলে কাঁদছিল। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত কোথাও কোন জন বসতি নেই। বিরান জায়গায় কবর তৈরি হয়েছে। অতঃপর আমরা গেলাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কবরের নিকট। তার কবর থেকে যেন নূর ঠিকরে বের হচ্ছিল। সেখানে গেলে চোখের পানি বাধা মানে না। হযরত আব্দুল্লাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন জিহাদের জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন স্ত্রী-সন্তানের কথা মনে পড়ল। সেই আবেগ ঝেড়ে ফেলে তিনি বললেন, হে নফস! আমার প্রভুর কসম, তুমি চাও বা না চাও আমি আমার জীবন আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করবই। এবার জান্নাত পাওয়ার আশা কর। শত্রুরা ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত আর তুমি স্ত্রী-সন্তানদের জন্য মহব্বতে কাতর হচ্ছ? আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ না হলেও মৃত্যু একদিন তোমার জন্য অবধারিত। কাজেই তোমার সাথীদের পথ তুমি অনুসরণ কর। একথা বলেই তিনি শত্রু শিবিরে ঢুকে গেলেন আর বীর বিক্রমে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। এই তিনজন সাহাবা যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেই জায়গাটি এখনও সংরক্ষিত আছে।

এই তিনজন সাহাবী আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তারা তিনজন জান্নাতের ঝর্ণাধারায় সাতার কাটছে আর জান্নাতের ফল ভক্ষণ করছে।

তাপসী হযরত রাবেয়া বসরী'র সঙ্গে সাক্ষাত

হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)-এ ইন্তেকালের পর তাঁর খাদেমা একদিন তাকে স্বপ্নে দেখতে পেল। সে জিজ্ঞাসা করল, আম্মাজান! আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, মুনকার-নকীর এসে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করল, مَنْ رَّبُّكَ তোমার রব, কে? জবাবে আমি বললাম,

www.BANGLAKITAB.com

গোটা জীবন যে রবকে ভুলিনি, আর চার হাত মাটির নীচে এসে তাঁকে ভুলে যাব? অর্থাৎ, তাঁদের প্রশ্নের জবাবে চিরাচরিত জবাব ربى الله। আল্লাহ্ আমার রব-না বলে উপরোক্ত উত্তরটি দিলাম। এতে মুনকার-নাকীর বললেন, ছেড়ে দাও, এর আর কী হিসাব নিবে? চলে গেলেন তারা।

মৃত্যুর সময় হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বলে গিয়েছিলেন, তার জুব্বাটি দিয়েই যেন তাকে কাফন করা হয়। তার ওসিয়ত অনুযায়ী তার পরনের জুব্বা দিয়েই তাকে কাফন করা হয়েছিল। কিন্তু খাদেমা তার পরনে অতীব মূল্যবান পোশাক দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সেই জুব্বাটি কোথায় আছে? জবাবে হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.) বললেন, আমার ঐ জুব্বাটি আল্লাহ্ পাক সংরক্ষণ করে রেখেছেন। কিয়ামত দিবসে আমার নেকীর সাথে জুব্বাটিও ওজন করা হবে।

একজন সাহাবীকে বেহেশতের সুসংবাদ দানের ঘটনা

এক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এই দরজা দিয়ে এখন একজন জান্নাতী প্রবেশ করবে। দেখা গেল, একজন আনসার সাহাবী ভিতরে প্রবেশ করছেন। তাঁর হাতে জুতা আর দাড়ি থেকে ফোটা ফোটা অজুর পানি ঝরছে। এর পরের দিনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন, এবারও তিনি বললেন, এই দরজা দিয়ে এখন একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে। সেদিনও সেই আনসার সাহাবী (রা.)-ই প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে জুতা আর দাড়ি থেকে অজুর পানি ঝরছে। তৃতীয় দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট। সাহাবাগণও উপস্থিত। তিনি বললেন, এই দরজা দিয়ে একজন জান্নাতী লোক প্রবেশ করবে। দেখা গেল আজও সেই আনসার সাহাবী (রা.)-ই প্রবেশ করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) মনে মনে বললেন, আমাকে দেখতে হবে এই ব্যক্তি কী এমন আমল করে, যার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। তিনি সেই আনসারী সাহাবীর নিকট বললেন, চাচাজান! আমার আব্বার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি কিছু দিন পিতার নিকট থেকে দূরে থাকতে চাই। আপনি কি আমাকে আপনার ঘরে আশ্রয়

www.BANGLAKITAB.com

দিবেন? আনসার সাহাবী বললেন, বেটা! চলে এসো। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তিন দিন সেখানে রইলেন। কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়তেন, যা নিতান্ত একটি সুন্নত আমল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) তৃতীয় দিন বললেন, চাচাজান! সত্য কথা বলতে কি, আব্বাজানের সাথে আমার তো কোন ঝগড়া হয়নি। আসল ঘটনা হল– নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর তিনদিন আপনার সম্পর্কে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাই আমি দেখতে চেয়েছি, এমন কি আমল আপনি করেন, যার বদৌলতে এ দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন? তিনি বললেন, বেটা! তুমি যা দেখতে পেয়েছ, এই তো আমার আমল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, তেমন বিশেষ কিছুই তো দেখতে পেলাম না। আমরাও তো এ আমল করে থাকি। হযরত আব্দুল্লাহ্ যখন চলে যাচ্ছিলেন, আনসার সাহাবী তাকে ডেকে বললেন, এদিকে আস। একটি গোপন আমলের কথা বলি শোন–আমার হৃদয় সমস্ত মুসলমানের জন্য পরিস্কার। এখানে কারো বিরুদ্ধেই কোন বিদ্বেষ নেই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বললেন, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি– এটাই আপনার জান্নাতী হবার কারণ।

আল্লাহর সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর কথোপকথন

একবার হযরত মূসা (আ.) আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আয় আল্লাহ্! এই আসমান ও জমীনকে আপনি আপনার অনুগত হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ.

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন, যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ। এরপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, স্বেচ্ছায় আমরা আসলাম।

হযরত মূসা (আ.) বললেন, আয় আল্লাহ্! আসমান ও জমীন যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার না করত, তাহলে এদের সম্পর্কে আপনি কী সিদ্ধান্ত নিতেন? আল্লাহ্ পাক বললেন, আমার নিকট এমন একটি প্রাণী

www.BANGLAKITAB.com

রয়েছে, যখন আমি তাকে ছেড়ে দিতাম, তখন সেই প্রাণীটি গোটা সাত আসমান ও জমীনকে গিলে ফেলত। এবার ভেবে দেখুন, সেই প্রাণীটি কত বড় ও ভয়াবহ হতে পারে।

হযরত মূসা (আ.)-এর প্রশ্নের জবাবে মহান আল্লাহ্ পাক আরো বললেন, এই আসমান জমীন ও তাতে অবস্থিত সকল সৃষ্টি দিয়ে সেই প্রাণীটির মাত্র একটি লোকমা হবে। এ জবাবে শুনে হযরত মূসা (আ.)-বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে পড়লেন। বললেন, اَيْنَ تِلْكَ الدَّابَّةُ আয় আল্লাহ্! আপনি সেই প্রাণীটি কোথায় রেখেছেন? আল্লাহ্ পাক বললেন, فِىْ مَرَجٍ مِّنْ مُرُوْجِىْ আমার চারণভূমিগুলোর একটিতে চরে বেরাচ্ছে। তাহলে একবার ভেবে দেখুন, যেখানে এমন বিশাল প্রাণীরা চরে বেড়ায়, আল্লাহ পাকের সেই চারণভূমিটি কতো বড় হতে পারে! হযরত মূসা (আ.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আয় আল্লাহ্! আপনার সেই চারণভূমিটি কোথায়? আল্লাহ্ পাক বললেন–

فِىْ عِلْمٍ مِّنْ عُلُوْمِىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

সে বিষয়টি কেবল আমিই জানি। আমি তোমাদেরকে তো অতি সামান্য জ্ঞানই দান করেছি। সেই প্রাণী ও তার চড়ে বেড়াবার চারণভূমি রয়েছে আমার জ্ঞানের গায়েবী খাযানায়।

হযরত রাবী' ইবনে খুফ্ফাইন (রহ.)-এর কাহিনী

হযরত রাবী' ইবনে খুফ্ফাইন (রহ.) একজন বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু লোকের শত্রুতা ছিল তার সাথে। একসময় তারা এক চরিত্রহীনা রূপবতী রমণীকে এক হাজার দেরহামের বিনিময়ে হযরত রাবী'কে পদস্খলিত করার জন্য নিয়োগ করে। নির্জন স্থানে দুটি নারী-পুরুষের পাশাপাশি অবস্থান পথভ্রষ্ট হবার একটি সহজতর উপায়। সেই মহিলাটির জন্য হাজার দেরহাম যথেষ্ট লোভনীয় প্রস্তাব ছিল। দুষ্ট মহিলাটি এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তার সাধ্যমত সাজসজ্জা করল। সুদৃশ্য দামী পোশাক, মূল্যবান সুগন্ধি, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কেশবিন্যাস ও মনোহারী সাজে নিজেকে সজ্জিত করে প্রস্তুত হল।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত রাবী' রাতে নামায যখন মসজিদ হতে বের হলেন, মহিলাটি তার মুখের নেকাব সরিয়ে দারুণ এক রমণীয় ভঙ্গিতে তার চলার পথের মাঝে এসে দাঁড়াল। হযরত রাবী' (রহ.)-এর নজর সেদিকে পড়তেই তিনি চোখ অবনত করেনিলেন এবং বললেন, বোন! যে রূপ নিয়ে তুমি গর্ব করছ আর যে রূপ দিয়ে তুমি আমাকে পদস্খলিত করতে এসেছ, ঐ দিনের কথা একটু ভেবে দেখ, যেদিন তুমি কোন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। তোমার চেহারার এই চাকচিক্য মলিন হয়ে যাবে। তোমার এই দেহ কিছু হাড়ের সমষ্টিতে পর্যবসিত হবে। চিন্তা কর সেদিন তোমার এই সৌন্দর্যের কী পরিণতি হবে?

কখনো কি তুমি ভেবে দেখেছ, যেদিন কবরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তোমাকে রেখে আসা হবে, সেদিন তোমার কী অবস্থা হবে? আজ যে চেহারার সৌন্দর্য নিয়ে তুমি গর্ব করছো, সেদিন এই ওষ্ঠ গুণ্ডদ্বয়, নাক, কান আর কোমল ত্বক পঁচে-গলে খসে খসে পড়বে। তোমার সেই গলিত দেহের উপর পোকা-মাকড় হেঁটে বেড়াবে। তোমার এই চোখ দু'টি খেয়ে ফেলবে। হাড়গুলোকে মাংস হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এরপর শুধু তোমার খাঁচাটি বিবর্ণ বিকট অবস্থায় পড়ে থাকবে।

স্মরণ কর ঐ দিনটির কথা, যেদিন কবরের অন্ধকার নির্জন গুহায় মুনকার-নকীর তোমাকে ধরে বসাবে। অতঃপর প্রশ্ন করবে। তোমার সেই সৌন্দর্য কাল পোকা-মাকড়ের আহারে পরিণত হবে, যা নিয়ে আজ গর্ব করছো?

মোটকথা, হযরত রাবী' (রহ.) এমন দরদভরা কণ্ঠে ঐ মহিলাকে নসীহত করলেন যে, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। চেতনা ফিরে পাবার পর সেই মহিলা খাঁটি মনে তওবা করে অতীতের পাপ-পঙ্কিল জীবন ছেড়ে এমন ইবাদত-সাধনায় লিপ্ত হল যে, অবশেষে একজন উঁচু স্তরের বুজুর্গ হয়ে গেল আর লোকজন তার নিকট দু'আর জন্য আসতে লাগল।

এই ইহুদী ছেলের ইসলাম কবুল

এক কিশোর ইহুদী নিয়মিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হত। হঠাৎ তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। নিয়মিতভাবে কয়েকদিনের অনুপস্থিতিতে পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বালকটির কি হয়েছে? বলা হল, ইয়া

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ! সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল, তাকে দেখে আসি। ইহুদী ছেলেটির বাড়ীর পথ প্রায় ছয় মাইলের সফর ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথীদের নিয়ে বনু কুরায়যায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। ছেলেটির বাড়িতে পৌছে দেখতে পেলেন, সে মৃত্যুশয্যায়। ছেলেটিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেটা! পড় لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রস্তাবে ছেলেটি তার পিতার দিকে চেয়ে দেখল। তার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। শুধু মাত্র হিংসা বশতঃ মুখে তাঁর নবুওয়ত স্বীকার করত না। সে পুত্রকে বলল, বেটা! যখন দুনিয়া হতে বিদায়ই গ্রহণ করছ, তখন হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই বিদায় গ্রহণ কর। اَطِعْ اَبَى الْقَاسِمِ আবুল কাসেম যা বলছেন, তা মেনে নাও। ফলে ইহুদী ছেলেটি কালেমা পাঠ করল এবং প্রায় সাথে সাথেই ইন্তেকাল করল। আনন্দাতিশয্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আবেগ চেপে রাখতে পারলেন না। আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে বললেন, আয় আল্লাহ্! আপনার শোকর! আমার উসীলায় এই ছেলেটিকে আপনি জাহান্নাম হতে রক্ষা করলেন।

দোযখের করুণ অবস্থা

জাহান্নামের সর্বমোট সাতটি স্তর রয়েছে। সবার উপরের স্তরটির নাম 'জাহান্নাম'। অতঃপর পর্যাক্রমে রয়েছে 'লাযা', 'হুতামা', 'সায়ীর', 'সকর', 'জাহীম' ও সর্বশেষ স্তর 'হাবিয়া'।

সর্বপ্রথম স্তর 'জাহান্নাম' হবে ঐ সব গুনাহগার মুসলমানদের জন্য, যারা বিনা তওবায় ইন্তেকাল করেছে। 'জাহান্নামের' নীচের স্তরটির নাম 'লাযা'। এই স্তরটি ইহুদীদের জন্য। তার নীচে রয়েছে 'হুতামাহ্' নামক স্তরটি। এই স্তরটি খৃস্টানদের জন্য নির্মিত। তার নীচের স্তরটির নাম 'সায়ীর'। এই স্তরটি হয়েছে সাবিয়ীনদের জন্য। এরপর রয়েছে 'সকর' নামক একটি স্তর। এ স্তরটি মাজুসী তথা অগ্নি-পূজকদের জন্য। তারপরের স্তরটির নাম 'জাহীম'। এই স্তরটি হয়েছে মূর্তিপূজক মুশরিকদের জন্য নির্ধারিত। সবশেষে রয়েছে 'হাবিয়া' নামক জাহান্নামের

www.BANGLAKITAB.com

সর্বনিকৃষ্ট স্তর। এ স্তরটিতে মুনাফিক সম্প্রদায় অবস্থান করবে।

আল্লাহ্ পাক যখন জাহান্নামের আগুনকে উত্তপ্ত করতে চান, তখন দোযখের সর্বশেষ স্তর 'হাবিয়া'-র হতে পর্দা হটিয়ে দেন। এ সময় 'হাবিয়া' হতে নির্গত আগুনের তাপে দোযখের সবচেয়ে উপরের স্তর জাহান্নামের আগুন পর্যন্ত চিৎকার করতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের কাউকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন অন্যান্য জাহান্নামীদের মতো তাদের চেহারা কালো হবে না, তাদের হাত-পায়ে বেড়ি থাকবে না। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর জাহান্নামের দারোগা মালেক ফেরেশতা আশ্চর্য হয়ে বলবে, এদের মুখমণ্ডলও কালো নয়, আর হাত-পায়েও বেড়ি নেই, এরা কারা জাহান্নামে চলে এসেছে? আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের আগুনকে ডেকে তাদেরকে পাকড়াও করার হুকুম দিবেন এবং দারোগাকে ডেকে বলবেন, তাদের হাতে 'হাতকড়া' দিবে না। কারণ, দুনিয়াতে এই হাত দিয়ে তারা আমার নামে সদকা করেছে।

তাদের পায়ে বেড়ি দিবে না। কেননা, এই পা দিয়ে তারা আমার মসজিদের দিকে হেঁটে গিয়েছে।

তাদের মুখমণ্ডল জ্বালাবে না কেননা, তাদের কপাল কতোবার আমার উদ্দেশ্যে সেজদায় নত হয়েছে।

তাদের অন্তরও দগ্ধ করবে না। কারণ, সেখানে ঈমানের অবস্থান রয়েছে।

এছাড়া তাদের দেহের অবশিষ্ট অংশ কে যখন আগুন ছেয়ে ফেলবে। তখন তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ পড়তে আরম্ভ করবে। তখন আগুন পিছনে হটে যাবে। তারা নীরব হবার পর আবার আগুন যখন ধেয়ে আসতে থাকবে, পুনরায় তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا لِلّٰهِ এর যিকির আরম্ভ করবে। তখন আগুন আবারো পিছু হটে যাবে। এভাবে তিনবার আগুন ধেয়ে আসবে আর তাদের যিকির শুনে পিছনে হটে যাবে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামের ফেরেশতা আগুনকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এই অপরাধীদেরকে পাকড়াও করছ না কেন? জবাবে আগুন বলবে—

لَيْسَ لِىْ سُلْطَانٌ عَلٰى لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ-

আমি তাদেরকে পাকড়াও করতে গেলেই তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

www.BANGLAKITAB.com

পড়তে শুরু করে। এই কালিমার উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। এ অবস্থায় কীভাবে আমি তাদেরকে পাকড়াও করব? আগুনের জবাব শুনে জাহান্নামের দারোগা বলবেন, আচ্ছা, এই ব্যাপার। ঠিক আছে, এখন গিয়ে পাকড়াও কর। চতুর্থবার আগুনকে এগিয়ে আসতে দেখে জাহান্নামীরা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে চাইবে, আল্লাহ্ পাক তাদের যবান বন্ধ করে দিবেন। ফলে তারা আর কালিমা পড়তে পারবে না। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, দুনিয়াতে তোমারা যদি আমার কালিমার সম্মান রক্ষা করতে, তবে আজ আগুন কালিমার কোন ক্ষতিই করতে সক্ষম হত না। কিন্তু দুনিয়ায় যেহেতু তোমরা কালিমার অসম্মান করেছে। তাই আজ তোমাদেরকে তার শাস্তি ভোগ করতেই হবে। মোটকথা, আখেরী নবীর উম্মত জাহান্নামে যাওয়ার প্রাক্কালেও এতোটা আনুকূল্য লাভ করবে।

আমার ভাই ও বোন!

আসুন, আমরা আল্লাহ পাকের নিকট তওবা করি। আমাদের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করি। তওবার উদ্দেশ্য হল জীবনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করা। যেই মহান আল্লাহ্ কারূনকে মাফ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি আখেরী নবীর উম্মতকে কেন মাফ করবেন না! দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবার তো রাতে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের বাদশাহ রাজাধিরাজ আল্লাহ্ পাকের 'খাস দরবার' গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সময় খোলা হয়। পূর্বকালের রাজা-বাদশাহদের দুটি দরবার থাকত। একটি দরবার থাকত 'আম' বা সাধারণত সভাকক্ষ। আর একটি থাকত 'দরবারে খাস' বা বিশেষ সভাকক্ষ। একবার জামাতের সাথে আমি দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে একদিন লালকেল্লা দেখতে বেরিয়েছিলাম। সেই কেল্লার মধ্যে বাদশাহ শাহ্জাহানের একটি 'দরবারে খাস' ও একটি 'দরবারে আম' ছিল। দরবারে আম ছিল লাল পাথরের নির্মিত। আর দরবারে খাস ছিল শ্বেত পাথরের নির্মিত।

মহান রাব্বুল আলামীনেও তেমিন একটি 'দরবারে খাস' আর একটি 'দরবারে আম' রয়েছে। 'দরবারে আম' রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। আর গভীর রাতে খোলা হয় 'দরবারে খাস'। যখন মানুষ সুখনিদ্রায় নিমজ্জিত

www.BANGLAKITAB.com

থাকে, ঠিক তখন আল্লাহ্ পাকের আরশ প্রথম আসমানে স্থাপন করা হয় আর দরবারে খাস খোলা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, আছে আমার কোন বান্দা-বান্দী–

যে আমার সাথে সন্ধি করতে চায়?

যে আমার নিকট থেকে কিছু পেতে চায়?

যে আমাকে তার দুঃখের কাহিনী বলতে চায়?

যে আমার কাছে তওবা করতে চায়?

উৎকৃষ্ট নামায এবং এক সাহাবীর কারগুজারী

নামায পড়তে পড়তে জীবনের চল্লিশ-পঞ্চাশটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত মনের একাগ্রতার সাথে একটি সিজদা করারও তওফীক হয়নি। আপনিই বলুন, এটা কেমন নামায হল? আরো দুঃখজনক হল, এ জন্য মনে কোন বেদনার অনুভূতিও নেই। দুনিয়াবী কোন সমস্যা হলে তো পেরেশান হয়ে দু'আর দরখাস্ত করতে থাকেন। একাগ্রতা ও মনোযোগ নেই, আল্লাহ্র সাথে কোন সম্পর্ক নেই, সে জন্য কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্ পাকের কাছে দু'আ করতে থাকুন আর সঠিকভাবে নামায পড়তে পারার জন্য তাওফীক কামনা করুন। একাগ্র মনে নিবিষ্ট চিত্তে যে নামায পড়া হয়, যে নামাযে দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলার পর আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুর কথা মনে থাকে না, সে নামাযই সর্বোৎকৃষ্ট নামায।

হযরত আবু রায়হানা (রা.) জিহাদ থেকে ফিরে এলেন। স্ত্রী মনে মনে স্বামীর জন্য অধীর এন্তেজারে ছিলেন–তার সাথে কথা বলবেন, কারগুযারী শুনবেন। কিন্তু স্বামী এসে বললেন, দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নেই। নামাযে গোটা রাত কেটে গেল দাঁড়িয়ে থেকে। ফযরের আযান হয়ে গেল, তবুও তার নামায শেষ হয় না। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, স্ত্রী বললেন, এটা আপনি আমার প্রতি অন্যায় করলেন। এতটা লম্বা সফর শেষে ঘরে ফিরে, এরপর ঘরের ছোট্ট একটি কামরায় পাশাপাশি থেকেও আমার কথা আপনার মনে পড়ল না? সাহাবী বললেন, তুমি মাফ করে দাও। আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। স্ত্রী বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়েত দান করুন! ছোট্ট একটি কামরায় দীর্ঘ সময় বিচ্ছেদের পর মোলাকাত হওয়া স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছেন, একথাও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন? তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার' বলে আমি যখন নামাযে দাঁড়ালাম, তখন

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাত আমার সামনে এসে উপস্থিত হল। যার ফলে, আর সব কিছু আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

আমার ভাই ও বোন! আল্লাহ্ ও তাঁর নবীর সাথে মানুষকে পরিচিত করানো, নিজের নামাযকে উৎকৃষ্ট করা, অন্যকে নামাযে অভ্যস্ত করানো, কোরআন তেলাওয়াত করা, আল্লাহর যিকির করা; হুযুরওয়ালা আখলাক শিখা এবং শিখানো, তার দাওয়াত দেয়া আর একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করাই হল আমাদের দায়িত্ব। নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব মনে করে সেই নায়েবীর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গোটা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছানোর নিয়ত করেনিজের জান ও মাল নিয়ে চেষ্টা করতে থাকুন। এই মহৎ কাজের নিয়ত করার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের গায়েবী নেযাম আমাদের অনুকূলে চলতে থাকবে। দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই আমরা কামিয়াব ও সফল হব।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপস্থিত সকল সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান সর্বাগ্রে কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, আপনি ও আপনার রবই তা ভালো জানেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

اَلْفُقَرَاءُ وَالْمُهَاجِرُوْنَ يَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهٗ فِىْ صَدْرِهٖ ـ

আমার দ্বীনের সাহায্যকারী দরিদ্র ও মুহাজির ব্যক্তিরা, যারা দ্বীনের জন্য কষ্ট-মুসীবত সহ্য করেছে। এমনকি তাদের মৃত্যু এসে গেছে, অথচ তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলো অপূর্ণই রয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যাও, তাদেরকে সালাম বল। তখন ফেরেশতারা বলবেন, আয় আল্লাহ্! আপনি যাদেরকে সালাম করতে বলছেন, তারা কে? মহান আল্লাহ্ পাক বলবেন যারা আমার দ্বীনের জন্য কষ্ট সহ্য করেছে। এবার ফেরেশতাগণ এসে বলবেন–

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ـ

আমরা এসেছি আপনাদেরকে সালাম ও মোবারকবাদ জানাতে। আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com

মহান আল্লাহ্ তায়ালার একটি আশ্চর্য সৃষ্টি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজে গমনকালে চতুর্থ আসমানে যাওয়ার পর সেখানে একদল লশকর দেখতে পেলেন। সেই বাহিনীর না কোন শুরু দেখা যাচ্ছিল না শেষ দেখা যাচ্ছিল। ঐ বাহিনীর একেকজনের আকৃতি ছিল হাজার মাইল দীর্ঘ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এরা কারা? জিবরাঈল (আঃ) জবাবে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হযরত আদম (আ.)-এর যমানা হতে শুরু করে আপনি পর্যন্ত আমি এই পথে ওহী নিয়ে আসা-যাওয়া করছি। সেই প্রথম দিন হতেই আমি এইভাবে যেতে দেখছি এই লশকরকে। আজ পর্যন্ত আমি তাদের শুরু-শেষ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। এরপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন—

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ.

আপনার রবের লশকর সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। সে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের সাধ্যের বাইরে? (সূরা মুদ্দাসির : ৩১)

সাত আসমানের এই সু-বিশাল জগতের পর সপ্তম আসমানে আল্লাহ্ পাকের আরেক মহান সৃষ্টি জান্নাত অবস্থিত। সেই জান্নাতের একেকটি মহল এতো বড় যে, তাতে গোটা সাত জমীন রাখা হলেও সেই বিশালতায় তাকে একটি বকরির ন্যায় ক্ষুদ্র মনে হবে। এরপর রয়েছে আল্লাহ্ পাকের আরেক সৃষ্টি জাহান্নাম। যার একেকটি অঙ্গারের আকৃতিই হবে সম্মিলিত সাত জমীনের আয়তন থেকেও বড়।

মহান আল্লাহ্ পাক এমন বিশাল এক ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন যে, সাত সমুদ্রের সমস্ত পানি যদি তার আঙ্গুলের একটি নখের উপর রেখে দেয়া হয়, তবে তার সেই সু-বিশাল নখ হতে গড়িয়ে এক ফোঁটা পানিও নীচে পড়বে না। সেই ফেরেশতার নাম 'সদলোকন'। যে আল্লাহ্ এতো সু-বিশাল আকৃতির ফেরেশতাকে নিজের অনুগত করে রেখেছেন, তিনি যে সাড়ে চার ফিট নারী আর ছয় ফিট দৈর্ঘ্যের পুরুষকে খুব ভালোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তাতে কি আপনাদের কোন সন্দেহ আছে।

মুসলমানদের কর্তব্য

আমার ভাই ও বোনেরা! যদিও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে আমরা কপর্দক হীন, এরপরও আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে আমরা যথেষ্ট ও

www.BANGLAKITAB.com

সম্মানের অধিকারী। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে আমাদের পরিচয় আছে এবং তাঁদের সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। আমরা ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, আমরা পাপিষ্ঠ, এরপরও আমরা তাঁদের আনুগত্য করতে চেষ্টা করি। মুসলমান হিসাবে আমাদের এখন দায়িত্ব ও কর্তব্য হল, অন্য সকলের কাছেও আল্লাহ্ পাকের পরিচয় তুলে ধরা। আল্লাহ্ পাকের কাছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলেন নবীগণ। তাঁদের এই প্রিয় হবার কারণ হল, তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্ পাকের সাথে পরিচিত করেছেন। তাই আজও যারা আল্লাহ্ পাকের আওয়াজকে বুলন্দ করার কাজে যতটা বেশি আত্মনিয়োগ করবেন, ততই তারা আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন। আল্লাহ্ পাক যদি মুসলমানদেরকে দুনিয়ায় কিছুই না দিয়ে সমস্ত ধন-দৌলত এবং রাজত্ব আর রাজ্যপাট কাফের-মুশরিকদেরকে দিয়ে দেন, তাতে কী হল? হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট বিশ্রামের জন্য বিছানা পর্যন্ত ছিল না। অথচ ফেরআউন স্বর্ণ-রৌপ্যের মশারী টানিয়ে ঘুমাত। তাতে কি হযরত মূসা (আ.) ছোট হয়ে গিয়েছেন, না দুনিয়া-আখিরাতে তাঁর সম্মানের কোন ঘাটতি হয়েছে? কাজেই আসুন, আমরা আমাদের দায়িত্বের প্রতি যত্নশীল এবং নিষ্ঠাবান হই।

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সম্মান

একবার হযরত ফাতেমা (রা.) অসুস্থ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে যান। তাঁর সাথে ছিলেন এক সাহাবী। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বললেন, বেটি! ভেতরে আসব কি? সাথে ইমরান রয়েছে। হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, আব্বাজান! আমার ঘরে তো পর্দা করার মতো কোন চাদর নেই। (অথচ আপনাদের ঘরে তো এমন একাধিক চাদর-গালিচা রয়েছে, যার একেকটি বিক্রি করে একজন দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। আর দু'জাহানের সর্দার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা বলছেন তার ঘরে পর্দা করার মতো এক খণ্ড চাঁদরের ব্যবস্থা নেই।) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেগানা পুরুষ রয়েছে। তাই তিনি নিজের কাঁধের চাদরটি ভিতরে দিয়ে বললেন, বেটি! এই চাদরটি দিয়ে তুমি পর্দা কর। এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিতরে আসলেন। হযরত ফাতেমা (রা.)

www.BANGLAKITAB.com

অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে তিনি স্নেহালিঙ্গন করলেন। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর চোখ বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, বেটি! তোমার কী অবস্থা? জবাবে হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রথমে ক্ষুধার্ত ছিলাম। এখন অসুস্থতাও এসে ভর করেছে। ঘরে না পেটের ক্ষুধা নিবারণের মতো খাবার আছে, না রোগ প্রতিকারের ঔষধ আছে। তায়েফের পাষণ্ডদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতেও যে নবীর চোখে অশ্রু ঝরেনি, আজ তাঁর চোখের বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। কন্যার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন আর মেয়েকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে অনেকক্ষণ স্নেহসিক্ত করলেন। অতঃপর বললেন, বেটি! কাঁদছো কেন? ঐ জাতের কসম! যিনি তোমার পিতাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আজ তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে, তোমার পিতা এক লোকমা রুটি চোখে দেখতে পায়নি। বেটি!! তুমি ক্ষুধার্ত, আমিও তো সেই ক্ষুধায় তোমার সাথী রয়েছি। এরপর বললেন, বেটি! তোমাকে কি একটি সুসংবাদ শোনাব না? এই ক্ষুৎ-পিপাসা এবং রোগ-ব্যাধির কথা ভুলে যাও। আল্লাহ্ পাক তোমাকে জান্নাতের নারীদের নেত্রী বানিয়েছেন। তোমার জন্য এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে?

আমার ভাই ও বোনেরা!

দুনিয়ার এই সামান্য ঘর-বাড়ী আর খাদ্য-বস্ত্রের জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিবেন না। যদি বিক্রি হতেই হয় তাহলে আল্লাহ্ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিক্রি হওয়াই উত্তম। কবরে গিয়ে যে বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং যে জীবনাচারের কারণে জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুর দংশনের শিকার হতে হবে, তার জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিবেন, এটা কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে? নিজেকে বরং আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিক্রি করুন, যিনি আপনার জন্য এমন একটি জীবন আদর্শ রেখে গিয়েছেন, যা আগামীকাল আপনাদের সামান হবে। আমি আপনাদেরকে কোন ওয়াজ বা বক্তৃতা শোনাবার জন্য এখানে একত্রিত করিনি। আমি শুধু বলতে চাই, আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মহান ও পবিত্র জীবনাদর্শ ভুলে গিয়েছি, যাকে দেখে ফেরেশতারা পর্যন্ত ঈর্ষা করতেন। আজ শয়তানও আমাদের অনাচার দেখে দুঃখবোধ করে। যেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লজ্জা দেখে ফেরেশতারাও লজ্জাবোধ করতেন। আজ

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের নারীদের নির্লজ্জতা দেখে শয়তানও লজ্জায় চোখ নামিয়ে নেয়।

আল্লাহর রাস্তায় কুরবানীর ফল

প্রিয় ভগ্নীগণ! আপনারা আপনাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতাকে আরোও প্রশস্ত করুন। আপনি কি ভেবে দেখেছেন! এক আপনার মাধ্যমেই আপনার গোটা খান্দানে তাবলীগের মেহনত চালু হতে পারে। আপনি আপনার স্বামীকে এ কাজের প্রতি উৎসাহিত করুন আর বলুন যে, মেহেরবানী করে কোন আপত্তি নয়, আপনি আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যান। আমরা সবর ও ধৈর্য্যধারণ করব। ইনশাআল্লাহ্ ঐ জান্নাতেই আমাদের উভয়ের মিলন হবে যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে একবার তাকালে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে, এরপরও তৃপ্তি হবে না। চক্ষু পরস্পরের রূপসুধা পানে ব্যাকুল হয়ে থাকবে। দুনিয়ার জীবন তো মানুষকে সত্তর বছরেই বার্ধক্যের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জান্নাতে একটানা সত্তর বছর পর্যন্ত শুরু পরস্পরের দিকে নিস্পলক তাকিয়েই থাকবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে থাকবে। তাদের সৌন্দর্য ক্রমশ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাদের ভালবাসা, পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ অন্তহীন মাত্রায় বুকের দু'কূল ছাপিয়ে শুধু বেড়েই যেতে থাকবে। কাজেই ঘরের মানুষটিকে এই মুবারক কাজের জন্য তৈরি করুন। যদি উভয়েই দ্বীনের জন্য এই কুরবানী স্বীকার করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ কাল কিয়ামতের দিন আপনাদের হাশর হবে হযরত ফাতেমাতু যাহ্রা (রা.)-এর সাথে। হযরত খাদীজাতুল কুবরা ও হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.)-এর সাথী হয়ে আপনারা হাশরে উপস্থিত হবেন।

যারা আজ টাকা-পয়সা ও অলঙ্কারাদির মোহে আবিষ্ট হয়ে আছেন, তারা যদি নিজেদেরকে সেই মোহাবিষ্টতা হতে মুক্ত করে দ্বীনের রাস্তায় কুরবানী করতে পারেন, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় কন্যা ও স্ত্রীদের সাথেই আপনাদের হাশর হবে তাতে সন্দেহ নেই। হাশরে সেই পবিত্র মহিয়সী রমণীদের সাথে উপস্থিত হতে পারা, আর আপনাদের ছেলেসন্তান ও স্বামীদেরকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের সাথে উপস্থিত করা কতই না গর্বের বিষয় হবে! এই তাবলীগের কাজকে সাধারণ কিছু মনে করবেন না। এজন্য আপনাদের দায়িত্ব হবে দুটি–

প্রথমতঃ হিম্মতের সাথে স্বামীকে দ্বীনের রাস্তায় বের করুন।

দ্বিতীয়তঃ নিজের ঘরে নামায ও পর্দার যথাযথ ইহতেমাম করুন। ফুযুল আর খেল-তামাশার জিনিস হতে ঘর পরিচ্ছন্ন রাখুন। রাতে এশার

www.BANGLAKITAB.com

পর দ্রুত শয্যা গ্রহণের অভ্যাস করুন। যাতে তাহাজ্জুদের জন্য সহজে ওঠে পড়া যায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কুরবানী

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে মহান রাব্বুল আলামীন সব জান্নাতীদেরকে 'সাধারণ' দীদার দান করবেন এবং সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে দান করবেন বিশেষ দীদার। কেননা তিনি তাঁর সমুদয় সম্বল আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিয়েছেন। এমনকি দ্বীনের জন্য চরম দারিদ্রতা ও দৈহিক নির্যাতনও সহ্য করেছেন।

তাবুক জিহাদের প্রাক্কালে আল্লাহর নবী জিহাদের জন্য মাল-সামানা ও আর্থিক সাহায্যের আহ্বান জানালেন। এজন্য সকলেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ দান করলেন। হযরত ওমর (রা.) ভাবলেন, আমি যেহেতু হযরত আবু বকর (রা.) হতে অধিক সম্পদশালী, তাই আজ তাঁকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে যাওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল। আজ যদি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আর কোনদিনই সম্ভব হবে না। কাজেই তিনি নিজের যাবতীয় অর্থ-সম্পদ দুই ভাগ করে একভাগ ঘরে রাখলেন, আর বাকী একভাগ নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে সকলের প্রদত্ত মাল-সামানা রাখা ছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর গাঁঠরির পাশে হযরত আবু বকর (রা.)-এর গাঁঠরি। এর পিছনে কতটুকু কুরবানী রয়েছে? আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আল্লাহ্‌র হাবীবকেও জানানো হল যে, হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে কী করে এসেছেন এবং হযরত ওমরই বা কী করে এসেছেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি প্রশ্ন করতেন, আবু বকর কী এনেছ? ওমর কী এনেছ? তাহলে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরাজয় ছিল অনিবার্য। আজকের এই ত্যাগের প্রতিযোগিতায় হযরত ওমরেরই জয় হত। আর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটি এমন হওয়াই সঙ্গত ছিল। আমরা কোন মসজিদ-মাদরাসায় চাঁদা দিলে এমনভাবে কেউ প্রশ্ন করে না যে, বাড়িতে কী রেখে এসেছ? বরং জিজ্ঞাসা করা হয়, কত দিচ্ছ। আর সেই হিসাবেই মাদরাসা-মসজিদ কর্তৃপক্ষ রসিদ দিয়ে থাকে। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.BANGLAKITAB.com

একটু ভিন্ন রকমভাবে প্রশ্ন করলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর! বাড়িতে কী রেখে এসেছ? অথচ হযরত ওমর (রা.) তাঁর বাড়িতে কী রেখে এসেছেন, এ বিষয়টি এখানে মোটেও মুখ্য বা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কিন্তু যেহেতু আজকের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতটি ছিল ভিন্ন, তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর! বাড়িতে কী রেখে এসেছ? হযরত ওমর (রা.) স-উসাহে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক রেখে এসেছি, বাকী অর্ধেক নিয়ে এসেছি। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, বাড়িতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রেখে এসেছি। এ ছাড়া আর যা কিছু ছিল সব নিয়ে এসেছি।

তফসীরে আযীযে উল্লেখ রয়েছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দানের ঘোষণার পর হযরত আবু বকর (রা.) যখন বাড়ি গিয়ে নিজের সব অস্থাবর সম্পদ গুছিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে তিনি যেন কিছু খোঁজ করছিলেন। তাঁর মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আব্বাজান! আপনি কী করছেন? হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, এখানে একটি সুঁই ঝুলানো ছিল। আমি চাই, তাও যেন আমার ঘরে অবশিষ্ট না থাকে। এর ফলে, ত্যাগের মহিমায় সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রা.)-ই মহিমান্বিত হয়ে রইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, গোটা জীবনে আমার পক্ষে কখনোই আপনার চেয়ে অগ্রগামী হওয়া সম্ভব নয়।

শুধু কী তাই, হযরত আবু বকর (রা.) নিজের পরনের পোশাকটিও খুলে দিয়ে একটি চট সেলাই করে সতর ঢাকলেন। এরপর নিজের যৎসামান্য সম্বল যা ছিল, সব নিয়ে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন, সাথে সাথে আসমান থেকে হযরত জিবরাঈল (আ.) নেমে এসেছেন। এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম বলেছেন।

পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের সালাম লাভ করার মতো সৌভাগ্য মাত্র দু'জন ব্যক্তিই লাভ করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) আর দ্বিতীয়জন ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত খাদীজা (রা.) কখন সালাম পেয়েছিলেন? যখন তাঁর ঘর

www.BANGLAKITAB.com

একেবারেই শূন্য-সম্বল হয়ে পড়েছিল। একাধারে দু'তিন দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হত। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ পাক হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-কে সালাম বলেছেন। ঠিক একইভাবে যখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘর সম্বলশূন্য হল তখন খবর পাঠালেন যে, আবু বকরকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, এই দারিদ্র এবং অনাহার ও ক্ষুৎ-পিপাসার মধ্যেও সে কি আমার উপর সন্তুষ্ট আছে? সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর! আল্লাহ্ পাক তোমাকে সালাম বলেছেন, আর জিজ্ঞাসা করেছেন যে, এই দারিদ্রের মধ্যে তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছ কি না? প্রশ্ন শুনে হযরত আবু বকর (রা.) অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন–

أَنَا عَنْ رَبِّيْ رَاضٍ .

আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট, আমি আমার রবের প্রতি সন্তুষ্ট।

জাহান্নামীদের বর্ণনা

জাহান্নামীদের গেলয়ার হবে দাহ্য আলকাতরা, জামা, উড়না ও টুপি হবে আগুনের তৈরি। আর তাদের পানীয় হবে টগবগে ফুটন্ত পুঁজ। সেই পুঁজ যখন পানের জন্য তাদের মুখের কাছে নেয়া হবে, সাথে সাথে মুখের চামড়া তাতে ঝলসে পড়বে। তা সত্ত্বেও সেই উত্তপ্ত পুঁজ তারা পান করবে। দুনিয়াতে সামান্য গরম চা পান করে অনেক সময় জিহ্বা ও ঠোঁট পুড়ে যায়। এমনকি অনেক সময় তা ঠিক হতে কয়েকদিন পর্যন্ত লেগে যায়। আর জাহান্নামের সেই পুঁজ এমনই উত্তপ্ত হবে যে, তা হতে এক বালতি পরিমাণও এনে যদি দুনিয়ার সাত সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে সমুদ্রগুলো উত্তপ্ত হয়ে টগবগ করতে থাকবে। সেই পানি পান করে জাহান্নামীদের কেমন অবস্থা হবে?

অবস্থা যে কত ভয়াবহ হবে, তা বলে প্রকাশ করা যাবে না। চারিদিক থেকে কঠিন ও ভয়াবহ আযাব-গজব তাদেরকে পাকড়াও করে রাখবে। কানফাটা ডাক-চিৎকারে তারা অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে জাহান্নামের দারোগাকে অনুরোধ জানিয়ে তারা বলবে– হে মালেক! তোমার রবের নিকট অনুরোধ করে বল, তিনি যেন আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে শেষ করে দেন। জবাবে ফেরেশতা বলবে, তোমরা আর কোন দিন মৃত্যুর দেখা

www.BANGLAKITAB.com

পাবে না।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ.

আমি তোমাদের কাছে হক ও সত্য পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা আমার প্রেরিত সত্য গ্রহণ করনি। তাই আজ এই জাহান্নামের স্বাদ ভোগ করা ছাড়া আর উপায় কী? এই জবাব শুনে জাহান্নামবাসীরা হতাশায় আরো ভেঙ্গে পড়ে বলবে, এখন কী করা যায়? পরামর্শ করে আবারো দরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিবে, আর বলবে, আমাদের মৃত্যু যখন নেই-ই তাহলে মেহেরবানী করে আযাবের তীব্রতা সামান্য হ্রাস করে দিন। জাহান্নামের দারোগা জবাবে বলবে–

اَوَلَمْ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ.

তোমাদেরকে সত্য পথের দিশা দেবার জন্য কি কোন রাসূল আসেন নি?

উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছিলাম, আর অবহেলায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। দারোগা তখন বলবে, তাই আজ তোমাদের কোন আবেদন-নিবেদনের প্রতিই কর্ণপাত করা হবে না। এবার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে? এই মর্মে সকল জাহান্নামী মিলে পরামর্শ করবে এবং আল্লাহ্ পাককে ডাকার সিদ্ধান্ত নিবে। ফলে সকলে 'ইয়া আল্লাহ্, রাব্বানা, রাব্বানা' বলে চিৎকার করতে থাকবে। জাহান্নামীদের এই চিৎকার ও রোনাজারিতে হাজার বছর কেটে যাবে। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে জবাবই আসবে না। হাজার বছর কেটে যাবে। আল্লাহ্ পাক বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করবেন, কী বলতে চাস? তখন তারা বলবে– আয় আল্লাহ্! আমরা আপনার নাফরমানী করে ফেলেছি। আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমাদেরকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিন। আমরা আর কখনো আপনার নাফরমানী করবো না। তাদের এই আবেদনের জবাবে বলা হবে–

قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

তোমাদের এই প্রলাপ বকা বন্ধ কর। আর কোন কথা বলতে চেষ্টা করবে না। এরপর জাহান্নামের দারোগাকে বলবেন, ঐ দরজাটি চিরতরে বন্ধ করে দাও। যাতে সেখান হতে কেউ বের হয়েও আসতে না পারে, আর কেউ বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশও করতে না পারে। ফলে দরজাটি

www.BANGLAKITAB.com

স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে আর ভিতরের জাহান্নামী নারী-পুরুষরা চিরদিনের জন্য সেই আগুনের কবরে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। এরপর তাদের কী হবে? জাহান্নামবাসীদের জন্য কোরআনে বর্ণিত সবচেয়ে কঠিন বাণী হল–

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَ كُمْ اِلَّا عَذَابًا.

আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। এই আযাবের তীব্রতা উত্তরোত্তর শুধু বাড়তেই থাকবে। কখনো কমবে না।

আমার ভাই ও বোনেরা! আল্লাহ্ পাকের কসম! আজকের দুনিয়া গাফলতির চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। এই রাস্তা এমনই ভয়াবহ এক শয়তানী রাস্তা, যা জাহান্নামের দরজায় গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

দাওয়াতের কাজের মধ্যেই বরকত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত যেখানে চালু থাকবে সেখানে আল্লাহ্ পাক কুফরের অন্ধকারকে মিটিয়ে দেবেন। আল্লাহ্-ভোলাকে সঠিক পথে উঠার তাওফিক দেবেন। অমুসলিমরাও ইসলামে দাখেল হতে শুরু করবে। এখানে থেকেই আপনাদেরকে ঈমান বাঁচাতে হবে, আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে হবে। যদি এখানেই স্থায়ীভাবে থাকতে চান, আর নিজের বংশধরকে মেহনতের সাথে জুড়ে থাকতে হবে। তাবলীগ এমন এ মেহনতের নাম, যার দ্বারা ঈমান তৈরি হয় আর বৃদ্ধি পায়। অন্যদের জন্য ইসলামের দরজা খোলে। আল্লাহ্ তায়ালার পাঠানো এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর সুন্নত এটি। সমস্ত নবীদের ইতিহাস এটিই সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা যখন দাওয়াত দিত ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ছুটে আসতো। বাতিল খান খান হয়ে যেত। আর রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনত তো সারা আমলের মেহনত। সমগ্র মানবতার মেহনত। এখান হতে যদি আপনারা এটাকে নিজেদের মেহনত মনে করেন, তাহলে সেটাই হবে আসল যিম্মাদারীর অনুভূতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত আমরা সকলেই, সেই হিসাবে এ দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা হল আমরা সেটা ভুলে গেছি।

নারীর গুরুত্ব

মহান আল্লাহ পাক নেক নারীগণকে তাদের নেক স্বামীদের পূর্বে বেহেশতে জায়গা দিবেন এবং বলবেন, যাও! তোমরা তোমাদের স্বামীর

www.BANGLAKITAB.com

পূর্বেই বেহেশতে প্রবেশ করো। বেহেশতী পোশাকে সজ্জিত হও। সাজগোজ কর আর বেহেশতের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বামীদেরকে অভ্যর্থনা কর।

এর উপমা এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার একটি ক্ষুদ্র দোকান আছে। তাই তার মুনাফাও কম। আরেকজন বড় ব্যবসায়ী। তার রয়েছে মিল-ফ্যাক্টরী। তাই তার মুনাফাও প্রচুর। অনুরূপভাবে ঘরে বসে নামায পড়লেও সওয়াব পাওয়া যায়। তবে এই মুনাফা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মুনাফার ন্যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়া, মানুষের সামনে আল্লাহ্র দ্বীনের কথা আলোচনা করা, আল্লাহর রাস্তায় সাধনা করা বড় ব্যবসায়ীর মতো। ভবিষ্যতে যার মুনাফা অগণিত।

জান্নাতী নারীদের মর্যাদাই ভিন্ন। বেহেশতের হুরগণ সেবিকা হয়ে তাদের পোশাক পরিধান করাবে। বেহেশতী নারীদের পোশাকের আঁচল হবে এক মাইল লম্বা। এই আঁচল বহন করে জান্নাতী হুরগণ তাদের পেছনে পেছনে হাঁটবে। বেহেশতী নারীদের চুল এতো উজ্জ্বল হবে যে, তাদের একটি চুল যদি এই পৃথিবীতে ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে তার আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত ও সুবাসিত হয়ে উঠবে। তাদের মাথায় সিথিঁ থেকে এমন আলো ঠিকরে পড়বে যে আলোর সামনে সূর্যও লজ্জায় মাথা লুকাবে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

অর্থ ঃ জান্নাত স্থায়ী। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে সকল দরজা দিয়ে আর বলবে– তোমরা ধৈর্যধারণ করেছো বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। কতো যে ভালো এর পরিণাম! (সূরা রা'দ : ২৩-২৪)

অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক বলবেন, যাও, আজ থেকে তোমাদের মাঝে আর কখনও বিচ্ছেদ ঘটবে না। স্বামী-স্ত্রী, মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি কেউ কারও হতে পৃথক হবে না।

এই পৃথিবী তো বিচ্ছেদেরই জায়গা। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ-বিত্তের ধান্ধা সন্তানকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখি। সন্তান অর্থ কামানোর জন্যে দূরে কোথাও চলে গেছে। ঘরে মা-বাবা নিঃসঙ্গ। মেয়েদের বিয়ে হয়ে চলে গেছে। সন্তান চলে গেছে অর্থের নেশায় বিদেশে। অনেক বছর পর, পরের মতো পরস্পরের সাক্ষাত হয়।

www.BANGLAKITAB.com

এটাই দুনিয়ার চিত্র। আমার বাবা মাঝে মধ্যেই বলতেন- তোমাদেরকে জন্ম দিয়ে কী লাভ হলো? এক মেয়ে থাকে ফয়সালাবাদে, একজন লাহোরে আর তুমি সারা বছর থাকো তাবলীগে। চতুর্থজন ডাক্তারী করে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ায় আর আমরা দু'জন থাকি একাকী। মা-বাবার কথা শুনে আমারও মাঝে মধ্যে কান্না পেতো। আমি বলতাম, এই তো কয়েক দিনের জীবন! এরপর আল্লাহ্ পাক ইনশাআল্লাহ্ আমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যখন আমরা কেউ কারও হতে পৃথক হবো না।

নামায ব্যতীত উপায় নেই

মুমিনগণ! নামাযের প্রতি মনোযোগী হোন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যা করতে বলেন সেই কাজ করতে হবে তিনি যা ছেড়ে দিতে বলেন সেসব ছেড়ে দিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অনুসরণের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেছেন। মেনে চলার জন্য একটি আদর্শ দিয়ে গেছেন। তার প্রথম কাজ হচ্ছে আল্লাহকে সেসব মেনে চলতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব কথা বলেছেন যেসব মানতে হবে। ইবাদতের কিছু হক্ব রয়েছে। আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরিক করা যাবে না। আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের মধ্যে নামায হচ্ছে সর্বোত্তম। নামাযের কোন বিকল্প নেই।

অনেকে বলেন, নামায খুব ভালো কাজ। কিন্তু এই কিন্তু, কিন্তুর মধ্যেই তারা রয়ে যায়। তাদের নামায কিন্তু ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে। তারা ভুলে গেছে যে, নামাযের কোনই বিকল্প নেই। তারা কিন্তু একটা কথা ভুলে গেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাথা মাটিতে না ঠেকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামায হচ্ছে আমার চোখের শীতলতা।

হাশরের আগে দুনিয়ার অবস্থা

এ পৃথিবীতে আমাদের আগমন ঘটেছে সুনির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য। আমাদের আগমন লক্ষ্যহীন নয়। এখানে আমাদের সর্বপ্রথম যে কথা জানতে হবে তাহলো আমাদের আগমনের সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যটি কী? কোন কাজটির জন্যে আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে? আমাদের সেই

www.BANGLAKITAB.com

কাজটি হলো মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহকে অনুসন্ধান করা। তাঁকে জানা আর তাঁকে সন্তুষ্ট করা। আমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা–একদিন আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তাঁর কাছে আমাদেরকে আমাদের এই পার্থিব জীবনের হিসেবে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে হবে। আমাদের এই পৃথিবীতে আগমন, এই জীবন-মৃত্যু কোনটিই লক্ষ্যহীন নয়। এ তো কাফের-মুশরিকদের চিন্তা-ভাবনার কথা।

অর্থ ঃ অসম্ভব! তোমাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। (সূরা মুমিনুন: ৩৬)

অর্থাৎ এই যে বলা হয়, আমাদের এই জীবন কিছুই নয়। মরে গেলাম তো ঘটনা শেষ। মূলত এই জাতীয় ওয়াদা ভিত্তিহীন। বরং বাস্তব সত্য হলো-

অর্থ ঃ বলো, নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রতিপালকের কসম!

অবশ্যই তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। (সূরা তাগাবুন : ৭)

অর্থ ঃ আকস্মিক ভাবেই তা তোমাদের উপর আসবে। (সূরা আ'রাফ : ১৮৭)

অর্থাৎ আমাদের এই পার্থিব জীবন মোটেই অনর্থক নয়। আমাদেরকে আমাদের জীবন সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

একটি মরণ হলো মানুষের মরণ। আমি মরে গেলাম, আপনি মরে গেলেন। পুরুষ মারা গেল, নারী মারা গেল। একদিন এই শহরের সকল মানুষই মারা যাবে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাঙ্গণ একসময় মানবশূন্য হয়ে পড়বে। সেদিন মারা যাবে কল-কারখানাগুলোও। সেদিন মৃত্যুবরণ করবে সেই পথঘাট, বাগ-বাগিচা সবই। একদিন এমন একটি প্রভাত উদ্ভাসিত হবে সূর্য তার মুখ তুলে তাকাতেই এক নতুন খেলা শুরু হবে। সন্ধ্যা গড়াবে অন্য দশ দিনের ন্যায়ই। বন-বিহঙ্গরা তাদের বাসায় ফিরে আসবে। মানুষ তার ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ-কাম শেষে অবসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরবে। স্ত্রীদের কাছে ব্যবসার হিসাব-কিতাব শোনাবে। শোনাবে আমি আমেরিকায় এতো টাকা জমা করেছি, আর ইউরোপে জমা করেছি এতো টাকা। বলবে, অমুক শহরে একটা বড় বাড়ি বানিয়েছি। অমুক দেশ হতে একটা বড় অর্ডার পেয়েছি, ফ্রান্সে মাল পাঠিয়েছি, সেখান হতে টাকাও এসে পড়েছে। তাছাড়া অমুক দেশে টাকা পাঠাতে হবে এবং বর্তমানে এতো টাকা অ্যাকাউন্টে জমা আছে।